আমেরিকা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

আমাকে মাঝে মাঝেই অনেকে অনুরোধ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে একটি ভ্রমণকাহিনী লিখতে। ব্যাপারটি আমি কখনো গুরুত্ব দিয়ে নিই নি, কারণ ভ্রমণকাহিনীর মাঝে ঘুরেফিরে নিজের কথা এসে যায় আর নিজের ব্যক্তিগত কথা দশজনের কাছে বলতে আমার ভারি সংকোচ হয়। এছাড়াও ভ্রমণকাহিনী লেখার পূর্বশর্ত হচ্ছে ভ্রমণ। আমি যেখানে আঠারো বৎসর বাস করে ফেলছি, সেটা আর যা-ই হোক ভ্রমণ নয়। আমার ধারণা ভ্রমণের একটা শুরু এবং শেষ থাকার কথা।

প্রবাসজীবন শেষ করে দেশে ফিরে আসার পর অবশ্যি অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। এখন আমি নিজের দেশে স্থায়ী হয়েছি এবং কিছুদিনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে হাজির হলে সেটাকে ভ্রমণ হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়। শুধু তা-ই নয়, অন্য দশজন যখন স্বল্পকালীন ভ্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের খোলস দেখে মোহগ্রস্ত বা বিভ্রান্ত হয়ে যান, আমি তখন খোলস ভেদ করে সেখানকার সত্যিকার জীবনপ্রবাহের কাছাকাছি চলে যেতে পারি। সেই দেশটি আমার কাছে এখন আর বিদেশ নয়, সেই দেশের মানুষও বিদেশি নয়—আমি তাদের বুঝতে পারি, অনুভব করতে পারি।

তাই এই গ্রীষ্মের শুরুতে ছয় সপ্তাহের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে হঠাৎ ইচ্ছে করল দেশটিকে নিয়ে লিখতে। লেখা শেষ হলে আবিষ্কার করেছি দেশ নয়—লেখা হয়েছে দেশের মানুষকে নিয়ে। ভ্রমণকাহিনীতে যা থাকার কথা তার কিছু এখানে নেই, যা থাকার কথা নয় তা-ই দিয়ে পৃষ্ঠা ভরে রেখেছি!

লেখাটিতে নানা বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে, নানা ধরনের অসংগতি থাকতে পারে, তবে যে-মানুষগুলির কথা বলেছি তাদের প্রতি আমার আন্তরিকতায় এতটুকু খাদ নেই। যে-দেশের মানুষ আমাকে স্বদেশ এবং স্বজন থেকে বহুদূরে বুক আগলে রেখেছিল তাদের জন্যে আমার ভিতরে গভীর ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেই।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১০ আগস্ট, ১৯৯৬
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আমি যে খুব ভীতু মানুষ তা নয়। জীবনে এক দুবার বুঝে হোক, না-বুঝে হোক, এক-দুটি সাহসের কাজও করেছি। বরফঢাকা পাহাড়ে উঠেছি, আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে দেখেছি, এমনকি একবার একটা জ্যান্ত বাঘকে কোলে নিয়ে ছবিও তুলেছি। কিন্তু সেই আমি যখন আমার এক হাতে পাসপোর্ট, অন্য হাতে প্লেনের টিকিট নিয়ে এয়ারপোর্টে হাজির হই তখন হঠাৎ করে আমার সমস্ত সাহস উবে যায়, মেরুদণ্ড গুড়ের মতো নরম হয়ে যায়, হাত ঘেমে আসে, গলা শুকিয়ে যায় এবং নিশ্বাস আটকে আসতে থাকে। যখন চেক-আউট করার জন্যে লাইনে দাঁড়াই সারাক্ষণ ভয়ে হাত-পা কাঁপতে থাকে। মনে হয় এক্ষুনি কাউন্টারের মিষ্টি চেহারার মেয়েটির চোখমুখ ভাইনির মতো হয়ে যাবে আর সে টিকিটটা আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলবে, "এটা কী এনেছ? জান না তোমার ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়ে গেছে?" আমি ভয়ে ভয়ে বলব, "পরের ফ্লাইট কখন?" আর সে অট্টহাসি দিয়ে বলবে, "ভাগো এখান থেকে— আগামী এক বছরে তোমার কোনো ফ্লাইট নাই!"

আমি যখন ইমিগ্রেশানের লাইনে দাঁড়াই মনে হয় ছুঁচাল চেহারার মানুষটি পাসপোর্টের ফটোর সাথে আমাকে মিলিয়ে দেখে এক্ষুনি বাজখাঁই একটা ধমক দিয়ে বলবে, "চেহারা তো মিলছে না! কার পাসপোর্ট এটা?" আমি বলব, "আমারই তো পাসপোর্ট, কেন চেহারা মিলছে না?"

লোকটা কুটিল মুখে বলবে, "পাসপোর্টের ফটোতে এমন হাসিহাসি চেহারা, এখন তো দেখি মুখ আমশি মেরে আছ!

কাস্টমস পর্যন্ত এলে মনে হয় লোকটা এক্ষুনি সুটকেস খুলে সব জিনিসপত্র মেঝেতে ফেলে বলবে, "এগুলি কী?" আমি চিঁচি করে বলব, "জামাকাপড় গেঞ্জি আন্ডারওয়ার-" লোকটা তখন হুংকার দিয়ে বলবে, "গেঞ্জি আন্ডারওয়ার? এত ময়লা? রোগজীবাণুর ডাঁই দেখছি! এয়ারপোর্টের স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করার জন্যে তোমার সমস্ত মালপত্র ক্রোক করা হল।" তারপর আমি কিছু বলার আগে দেখব আমার জিনিসপত্র সুটকেস জামাকাপড় ডাস্টবিনে নিয়ে ফেলে দিল।

শুধু তা-ই নয়, যতক্ষণ এয়ারপোর্টে বসে থাকি সারাক্ষণ বুক ধুকধুক করতে থাকে, টিকিট পাসপোর্ট শক্ত করে ধরে বসে থাকি, তবু মনে হয় এই বুঝি হারিয়ে গেল। যতবার এয়ারপোর্টের পেজিং সিস্টেমে নাকি সুরে একজন মহিলার অ্যানাউন্সমেন্ট শুনি, আমি চমকে চমকে উঠি, তাদের কথার ধরন এরকম যে কথা শোনা গেলেও কিছু বোঝা যায় না। যেটাই বলে, শুনে মনে হয় আমাকে নিয়ে বলছে, "মুহম্মদ জাফর ইকবাল, তুমি যেখানেই থাক, এয়ারপোর্টের গেটের কাছে চলে এসো। তোমার প্লেন তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। গেটের কাছে তোমার জন্যে পুলিশ অপেক্ষা করছে, কারণ তোমার ব্যাগে মাদক-দ্রব্য, বেআইনি অস্ত্রসস্ত্র এবং আপত্তিকর বইপত্র পাওয়া গেছে।" প্লেনে ওঠার আগে মনে হয় প্লেনে বুঝি কখনো ঢুকতে পারব না। ঢোকার পর মনে হয় এই প্লেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকাশে কখনো উঠবে না। যখন আকাশে ওঠে তখন মনে হয় এক্ষুনি ভেঙেচুরে নিচে আছড়ে পড়বে।

এই হচ্ছে আমার অবস্থা! পারতপক্ষে আমি ভ্রমণ এড়িয়ে চলি, কিন্তু এ-বেলা আর কোনো গতি নেই। ছয় সপ্তাহের জন্যে আমেরিকা যাচ্ছি, সঙ্গে আমার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে। তাদের সবার মুখে সদ্য শুরু হতে যাওয়া ভ্রমণের আনন্দ, মুখের এগাল ওগাল জোড়া হাসি, শুধু আমি পাংশু মুখে, কম্পিত বক্ষে জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাতে ভেজাতে এক কাউন্টার থেকে অন্য কাউন্টারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শেষ পর্যন্ত কাগজপত্রের জটিলতা শেষ হল এবং আমরা জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ভিতরে লাউঞ্জে এসে বসলাম। এয়ারপোর্টটা আকারে একটু ছোট, কিন্তু আধুনিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই, চকচকে চেয়ার, ঝকঝকে দেয়াল, সুদৃশ্য কার্পেট, আধুনিক সি. আর. টি. মনিটর, এস্কেলেটর, এমনকি ভয় ধরিয়ে দেয়া নারীকণ্ঠের সেই নাকি অ্যানাউন্সমেন্ট পর্যন্ত রয়েছে! লাউঞ্জে বসে আমি ঘনঘন ঘড়ি দেখছি। রাতের ফ্লাইট, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে প্রথমে দিল্লি, তারপর দিল্লি থেকে লন্ডন। কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে বিশাল বোয়িং ৭৪৭ প্লেনটা দেখা যাচ্ছে।

আমি পাংশু মুখে প্লেনটার দিকে তাকিয়ে রইলাম—এই বিশাল প্লেনটা আকাশে উড়বে? হঠাৎ করে সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ হতে থাকে। যদি কোনোভাবে আকাশে উঠেও যায়, সেটা কি উপরে ঝুলে থাকতে পারবে?

আমার গলা শুকিয়ে এল, হাত ঘামতে শুরু করল, নিশ্বাস আটকে আসতে শুরু করল—শুনতে পেলাম হৃৎপিণ্ড ঢাকের মতো শব্দ করে বাজতে শুরু করেছে।

বাংলা মেনু

শেষ পর্যন্ত প্লেন আকাশে উঠেছে এবং হঠাৎ করে পড়ে যাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমি সাহস করে আশেপাশে তাকাতে শুরু করেছি, এই মুহূর্তে প্লেনে বেশি মানুষ নেই, যাঁরা আছেন সবাই বাঙালি, দিল্লিতে নিশ্চয়ই সর্দারজি এবং অবাঙালিতে প্লেনটা বোঝাই হয়ে যাবে। এয়ার হোস্টেসরা খাবারের ট্রে নিয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। প্লেনের খাবারের একটি অভূতপূর্ব 'গুণ' রয়েছে, খাবারটি দেখলেই এয়ার হোস্টেসের মাথায় ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে। সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে তাদের চা এবং কফি। আমি মোটামুটি নিশ্চিত প্লেনের ইঞ্জিনের পোড়া মবিলকে জ্বাল দিয়ে তারা চা এবং কফি হিসেবে চালিয়ে দেয়। প্লেনের খাবারের সব দোষ যে তাদের সেটা সত্যি নয়, আমাদের—অর্থাৎ প্যাসেঞ্জারদেরও একটা ভূমিকা আছে। ভ্রমণজনিত ক্লান্তি এবং উদ্বেগ, জেট লেগ, উচ্চতা এবং বাতাসের চাপের তারতম্য, সব মিলিয়ে শরীরের মোটামুটি বারোটা বেজে যায়। সবচেয়ে প্রথম শরীর যে-জিনিসটা দিয়ে বিদ্রোহ করে সেটা হচ্ছে খাবারের প্রতি অরুচি।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কায়দাকানুন ভালো, ফ্লাইট শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাইকে খাবারের মেনু দিয়ে গেছে, লন্ডন পর্যন্ত দীর্ঘ ফ্লাইটে কখন কী কী খেতে দেবে সেটা ইংরেজি হিন্দি এবং বাংলা এই তিন ভাষায় লেখা। ইংরেজিতে চোখ বুলিয়ে হিন্দিটাকে পাশ কাটিয়ে বাংলাটা পড়তে শুরু করতেই আমার সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে উঠল। এ কি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাষা নাকি অন্য কোনো ভাষা? যদি বাংলা হয় তা হলে আমার পরিচিত শব্দগুলি কোথায়? সেই পাকিস্তানি আমলে বিহারি নাপিতের কাছে চুল কাটার সময় যখন তাদের কথোপকথন শুনতাম অবিকল সেই ভাষা, সেই ব্যাকরণ। হাতের কাছে মেনুটি নাই, কিন্তু মেনুর ভাষা ছিল অনেকটা এরকম : ভোনা মুর্গার ঝুলের মাঝে চাউল আর ফুলগোবি (ভুনা মোরগের ঝোলের সাথে ভাত এবং ফুলকপি), যলযোগের সোময় রোটি আওর মাকুন (জলযোগের সময় রুটি মাখন) ইত্যাদি। আমি গুনে দেখলাম সাত আটটি ছোট ছোট লাইনে বানান ভুল, বিকৃত উচ্চারণ এবং অবাঙালি ব্যাকরণ এক ডজন থেকে বেশি!

এমনিতেই প্লেনে খাবার দেখলে মেজাজ গরম হয়ে যায়, আজকে যখন "ভোনা মুর্গার ঝুল", "চাউল" আর "ফুলগোবি" নিয়ে আসবে খুনোখুনি না হয়ে যায়!

দিনক্ষণ

সব মানুষেরই কোনো-না-কোনো ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা থাকে। বিখ্যাত কবি, কিন্তু হয়তো হিন্দি সিনেমা দেখেন, বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু গলায় তাবিজ ঝুলছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্ত বড় প্রফেসর, কিন্তু বাসার কাজের ছেলেটিকে পিটিয়ে একধরনের বিমলানন্দ পান। কাজেই আমারও যে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকবে বিচিত্র কী? ভদ্রমহলে প্রকাশ করার মতো আমার যে-সীমাবদ্ধতাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে দিন এবং তারিখ মনে রাখতে না পারার ক্ষমতা। সেটি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে আমার ছেলেমেয়েরা ভদ্রসমক্ষে আমাকে অপদস্থ করার জন্যে মাঝে মাঝে কেউ বেড়াতে এলে তাদের সামনে আমাকে জিজ্ঞেস করে বসে, "বলো তো আব্বু আমি কোন ক্লাসে পড়ি?" আমি যখন হিসেব, চিন্তাভাবনা এবং নানা ধরনের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে সে কোন ক্লাসে পড়ে প্রায় বের করে ফেলি, তখন তারা মুখে যুদ্ধজয় করার ভঙ্গি করে বলে, "দেখেছেন? আমার আব্বু জানে না আমরা কোন ক্লাসে পড়ি। ধিক! ধিক! ধিক আব্বুকে।"

সেই আমাকে, দিল্লি থেকে লন্ডনের সুদীর্ঘ ফ্লাইটের মাঝে মধ্যরাতে এয়ার হোস্টেস ঘুম থেকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাচ্চাদের বয়স কত?"

এমনিতেই হঠাৎ করে কেউ আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললে আমার ব্রেন শর্ট-সার্কিট হয়ে যায়, আর এখন তো পুরোপুরি অন্য ব্যাপার। আতঙ্কে একটা চিৎকার দিয়েই দিচ্ছিলাম, অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে বললাম, "কী বললে? বয়স? বাচ্চাদের?"

"হ্যাঁ।"

"কেন? কী হয়েছে? কী করেছে তারা? এই তো এরা ঘুমুচ্ছে এখানে—"

"না না, এরা কিছু করে নি। প্লেনে সময় কাটানোর জন্যে খেলনা দিচ্ছি সব বাচ্চাকে। একেক বয়সের বাচ্চাদের জন্যে একেক রকম খেলনা। কত বয়স তোমাদের বাচ্চাদের?"

আমি আমার আধো ঘুম আধো জাগ্রত মস্তিষ্ককে ঝাড়া দিয়ে সজীব করার চেষ্টা করলাম, কঠিন একটা সমস্যা সমাধান করতে হবে এখন, ভেবে ভেবে বের করতে হবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার বাচ্চাদের বয়স কত। বড়টির জন্ম হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলেসে, আমি তখন ক্যালটেকে, টাইম প্রজেকশান চেম্বার নিয়ে কাজ করছি, স্পষ্ট মনে আছে যখন প্রথমবার জিনন গ্যাস দিয়ে মিউওন ট্র্যাক দেখেছি তখন তার জন্ম হয়েছিল। সেই বছর এ.পি.এস.-এর মিটিং হয়েছিল সান ফ্রান্সিসকোয়, শরৎকাল—

"কত বয়স?"

"বলছি দাঁড়াও" —আমি আবার চিন্তা করতে থাকি। সালটা হয় ১৯৮৪, নাহয় '৮৫, '৮৫ হবার সম্ভাবনা বেশি, কারণ তখন মধ্যপ্রাচ্যে গোলমাল, একটা জাহাজ হাইজ্যাক করে নিল প্যালেস্টাইনের গেরিলারা। ঘটনা শুনে আমার বন্ধু জিম টমাস বলেছিল—

মেয়েদের ধৈর্য অনেক বেশি হয়, এয়ার হোস্টেসের ধৈর্য আরও বেশি। শুধু তা-ই নয়, ফ্লাইট শুরু হওয়ার আগে তাদের নিশ্চয়ই ধৈর্য-বটিকা খাওয়ানো হয়, যে-বটিকা খায় বলে কিছুতেই তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। কাজেই সে হাসিহাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু তা-ই নয়, যখন দেখল আমি কিছু না বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি তখন আমার ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের দিকে উঁকি মেরে তাকিয়ে বলল, "মনে হয় তাদের বয়স আট এবং এগারো। এই নাও এদের খেলনা।"

আমি খেলনা হাতে নিয়ে বসে রইলাম, ঘুম থেকে ওঠার পর আমার ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞেস করতে হবে সত্যিই তাদের বয়স আট এবং এগারো কি না।

২৭ এপ্রিল, শনিবার

গৃহী ভ্রমণকারী

একধরনের ভ্রমণকারী আছেন, তাঁরা খুব গৃহী ধরনের। ট্রেনে স্টিমারে দেখা যায় স্টেশন বা ঘাট ছাড়ামাত্রই তাঁরা তাঁদের জামাকাপড় খুলে লুঙ্গি গেঞ্জি পরে নেন, জুতো খুলে স্যান্ডেল পরেন, গামছা দিয়ে সবেগে বগল মর্দন করেন, খাবার সময় টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে পাবদা মাছের ঝোল, ঢ্যাঁড়স ভর্তা এবং মাষকলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে ডাবল খিলি পান মুখে পুরে দেন, জানালা দিয়ে সবেগে পানের পিক ফেলে রাজনীতি নিয়ে গল্প করেন।

এঁদের মতো কিছু আন্তর্জাতিক গৃহী মানুষ আছেন— এয়ারপোর্টের বাথরুমে তাঁদের দেখা যায়। ভোরবেলা লন্ডন পৌঁছে আমি বাথরুমে যখন চোখেমুখে একটু পানি দিয়ে আয়নায় নিজের চেহারা, চোখের নিচে কালি এবং মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি দেখে চমকে উঠেছি তখন তারা তাদের ব্যাগ খুলে টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, শেভিং ক্রীম, ইলেকট্রিক রেজর, ডিওডোরেন্ট, আফটার শেভ, বডি লোশন, এমনকি পরিষ্কার জামাকাপড় বের করে ফেলছেন! বাথরুমের স্বল্প জায়গায় তারা নিজেদের একটা ড্রেসিংরুম তৈরি করে ফেলে সেখানে হইচই করে সাজসজ্জা করতে থাকেন। আমি বাথরুমে কাজ সেরে যখন বের হয়ে আসছি তখন হঠাৎ একজন গৃহী ভ্রমণকারী মুখে শেভিং ক্রীম লাগিয়ে হঠাৎ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "আরে ফার্নান্দো! তুমি এখানে কী করছ?"

আমি মানুষটার দিকে তাকালাম, গোলাপি চেহারার নাদুসনুদুস একজন মানুষ, আগে কখনো দেখি নি। বললাম, "আমি ফার্নান্দো না।"

"কী বলছ ফার্নান্দো?" মানুষটি একই সাথে অবাক এবং আহত হয়ে বলল, "আমাকে চিনতে পারছ না?"

আমি আবার বললাম, "তুমি ভুল করছ। আমি আসলেই ফার্নান্দো না।"

মানুষটি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কী আশ্চর্য! তুমি একদম ফার্নান্দোর মতো দেখতে! ফার্নান্দো আমার বিশেষ বন্ধু। মেক্সিকোতে একসাথে ছিলাম—"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি ফার্নান্দো না। মেক্সিকোতে কখনো যাই নি।"

মানুষটি হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "তুমি যখন না বলছ তা হলে নিশ্চয়ই তা-ই হবে। কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার— এরকম মিল কেমন করে হয়? শুনেছিলাম খোদা যখন মানুষ তৈরি করেন তখন একটা ছাঁচ থেকে অন্তজন মানুষ তৈরি করে পৃথিবীতে পাঠান। তুমি আর ফার্নান্দো নিশ্চয়ই সেই এক ছাঁচে তৈরি দুজন—"

আমি সেই থেকে নিজের অজান্তেই আমার ছাঁচে তৈরি বাকি মানুষগুলিকে খুঁজে বেড়াই। আহা— বেচারারা!

সাহেব-কুলি

লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে প্লেনে উঠেছি সকাল নয়টায়, নিউ ইয়র্কের জে.এফ.কে. এয়ারপোর্টে পৌঁছেছি এগারোটায়, স্থানীয় সময় দিয়ে হিসেব করলে মাত্র দুঘণ্টা মনে হলেও এর মাঝে আসলে আট ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। জেট প্লেনে ভ্রমণ করার এই হচ্ছে সমস্যা, পশ্চিমে গেলে দিন হয়ে যায় লম্বা, কিছুতেই শেষ হয় না। পূর্ব দিকে যাবার সময় ঠিক তার উলটো, ঝটপট কয়েক ঘণ্টায় সূর্য উঠে আবার ডুবে যায়।

প্লেন থেকে নেমে ইমিগ্রেশান কাস্টমস পার হয়ে বের হতে হতে ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল। যাঁরা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে নূতন দেশে নূতন জায়গায় নেমেছেন সবাই নিশ্চয়ই জানেন বাইরে এসে একটা পরিচিত মুখ দেখতে কী ভালোই-না লাগে। তবে তাঁরা হয়তো জানেন না যে-পরিচিত হাসিমুখটি দেখছেন, তিনি হয়তো অফিস ছুটি নিয়ে কিংবা ফাঁকি দিয়ে দুই আড়াই ঘণ্টার বীভৎস রাস্তাঘাট পাড়ি দিয়ে, নানা রাস্তায় নানা ব্রিজে নানা ধরনের টাকাপয়সা শুল্ক এবং কর দিয়ে সারা পথ আপনাকে এবং আপনার চোদ্দ গুষ্টিকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে এসেছেন। এই দেশ ব্যস্ততার দেশ, কাজেই আমি প্রয়োজন হলেও কখনো কাউকে আমাকে টানাহ্যাঁচড়া করার জন্যে ডেকে আনি না। আমি দীর্ঘদিন এদেশে ছিলাম, এর নাড়িনক্ষত্র আমার জানা। বাওনা দেয়ার আগে এক দুটি ইলেকট্রনিক মেল ছেড়ে দিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি। বাইরে এসেই দেখলাম সুট টাই পরা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত চেহারার একজন মানুষ একটা কার্ডে আমার নাম লিখে উঁচু করে ধরে রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার নামটি বানান করেছে ভুল, ইকবাল না লিখে ইগবাল লিখেছে। যে-আঠারো বৎসর এদেশে ছিলাম কখনো তাদের দিয়ে নামটি শুদ্ধ বানানে লেখাতে পারি নি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ইকবাল কারও নাম হতে পারে না, সেটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে "ইগবাল"! চেষ্টা করে করে আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছি। আমি এগিয়ে গিয়ে স্যুট টাই এবং চশমা পরা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত চেহারার মানুষটিকে নিজের পরিচয় দিতেই সে আমাদের সুটকেস এবং ব্যাগ কাঁধে এবং হাতে তুলে নিল। মানুষটিকে দেখে কারও বোঝার উপায় নেই, কিন্তু সে কুলি এবং ড্রাইভার—আমাদের মালপত্র গাড়িতে তুলে আমাদের ড্রাইভ করে হোটেলে নিয়ে যাবে। তাকে তার জন্যে নির্ধারিত ফী দেয়ার পর আমি বখশিশ দেব এবং সে তখন আমার দিকে তাকিয়ে মধুরভাবে হেসে বলবে, "থ্যাঙ্ক য়ু স্যার!"

মানুষটিকে দেখে হঠাৎ আমার সিলেট রেল-স্টেশনের একজন হাতকাটা কুলির কথা মনে পড়ল এবং আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

গাড়িতে ওঠার সময় দেখলাম আমার ছেলে এবং মেয়ে দাঁত বের করে হাসছে। তারা এদেশে জন্ম নিয়েছে এবং এদেশে বড় হয়েছে, এটি তাদের মাতৃভূমি: নিজের দেশে ফিরে এসে তাদের ভারি আনন্দ হচ্ছে— ঢাকায় নেমে আমার যেমন আনন্দ হয়।

জেট লেগ

জেট লেগ একটা আধুনিক শব্দ। মানুষ যখন জেট প্লেনে করে শরীরের যে নিজস্ব সময়ের হিসাব রয়েছে সেটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পৃথিবীর এক মাথা থেকে অন্য মাথায় চলে যাচ্ছে তখন হঠাৎ করে এই আজব শব্দটা আবিষ্কার করতে হয়েছে। যেমন আমরা মোটামুটিভাবে চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে চলে এসেছি। শরীরের হিসেবে পার হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা, এক রাত থেকে অন্য রাত, কিন্তু দিনের হিসেবে বারো ঘণ্টা, এক রাত থেকে পরের দিন। শরীর বলছে এখন নিশুতি রাত, বিছানায় লম্বা হয়ে ঘুমাই— কিন্তু চোখ কান এবং অন্যসব ইন্দ্রিয় বলছে বাইরে খটখটে রোদ, এটা কি ঘুমোনোর সময়? শরীর মন এবং মস্তিষ্কের সমস্ত হিসেব গোলমাল করে দেয়ার এই যে আধুনিক পদ্ধতি সেটার নামই জেট লেগ।

যুক্তরাষ্ট্র দেশটি আসলে প্রায় একটি মহাদেশ—এর এক মাথা থেকে অন্য মাথায় গেলেও জেট লেগ হয়ে যায়। একবার নিউজার্সি থেকে এক কনফারেন্সে সান্তিয়াগো যেতে হয়েছিল। রাতে হোটেলে ঘুমাতে গিয়েছি, ভোররাতে যখন পুরো হোটেলের মানুষ ঘুমিয়ে আছে, আমি তখন জেট লেগের কারণে জেগে বসে আছি। হঠাৎ ভয়ংকর শব্দে পুরো হোটেল কেঁপে উঠল, সেই শব্দ এত প্রচণ্ড যে তার আঘাতে হোটেলের জানালার কাঁচ ভেঙেচুরে একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা! আমি এবং আমার সাথে সাথে হোটেলের সব মানুষ ছুটে বের হয়ে এলাম, কিন্তু এই ভয়ংকর শব্দ কোথা থেকে এসেছে কেউ বলতে পারল না।

মজার ব্যাপার হল সান্তিয়াগো শহরের মানুষ এখনও জানে না সেটা কোথা থেকে এসেছে। এর নানারকম ব্যাখ্যা দেয়া হয়— যেটা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সেটা এরকম : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্সের অসম্ভব দ্রুতগামী কিছু প্লেন রয়েছে, সেগুলি নিয়ে গোপনে গবেষণা হচ্ছে। বাইরের কোনো মানুষ তার ইদিস জানে না। মাঝে মাঝে গোপনে সেগুলি আকাশ দিয়ে উড়ে যায়, যখন এই প্লেনগুলি শব্দের বন্ধন ভেদ করে তখন যে ভয়ংকর সনিক বুম হয় এটা তারই শব্দ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই শব্দ কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না সত্যি, কিন্তু যারা একবার সেই শব্দ একবার শুনেছে দ্বিতীয়বার আর শুনতে চাইবে না!

হোটেল-বাটেল

আমরা যে-হোটেলে আছি তার নাম রেসিডেন্স ইন। এটা হোটেলের জগতের মাঝে একটু অন্য ধরনের, এর মাঝে একটা বাসা-বাসা ভাব রয়েছে। হোটেল যেরকম চারকোনা দেয়াশলাইবাক্সের মতো হয় এবং তার মাঝে খোপ খোপ বাক্সে স্যুট টাই পরা মানুষেরা থাকে এটা মোটেও সেরকম নয়। এটা অনেক জায়গা জুড়ে ছোট ছোট বাসার মতন, একেকটা বাসায় আবার কয়েকটা ঘর, সেইসব ঘরে ফ্রীজ, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ডিশ-ওয়াশারসহ রান্নাঘর রয়েছে। বাইরে বাস্কেটবল-ভলিবল খেলার মাঠ, বারবিকিউ করার গ্রিল, বিশাল সুইমিং পুল। বাসার মতো হোটেল বলে আমি এটাকে বাসা + হোটেল = বাটেল বলে থাকি। হোটেলে যেরকম স্যুট টাই পরা রাগী চেহারার মানুষেরা ঘুরে বেড়ায় এখানে মোটেও সেরকম নয়, যারা আছে তাদের বেশির ভাগই বাচ্চাকাচ্চাসহ পরিবার। আমরা পৌঁছানোর আধা ঘণ্টার মাঝে দরজায় টুকটুক শব্দ, খুলে দেখি তিনটি ছোট ছোট মেয়ে, আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আমার কন্যাকে জিজ্ঞেস করল, "খেলবে আমাদের সাথে?"

"কী খেলছ তোমরা?"

"বালু দিয়ে ঘর বানাচ্ছি। তারপর সেটা লাথি দিয়ে ভেঙে ফেলি।"

আমার কন্যার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং বালুমাটি ঘাঁটাঘাঁটি করার এই অপূর্ব সুযোগ এতটুকু হাতছাড়া না করে চোখের পলকে বের হয়ে গেল। একটু পরে দেখি আমার পুত্রসন্তান— যাকে হাতি দিয়ে ঠেলেও ঘর থেকে বের করা যায় না, সে তার সমান সাইজের একটা টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে তার বয়সি আরেকটা ছেলের সাথে টেনিস খেলছে। সত্যিকার টেনিস খেলার সাথে তার কোনো মিল নেই, কিন্তু খেলা —তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হোটেলে গা হাত পা ছড়িয়ে বসার সাথে সাথে সমস্ত শরীরে মেলট্রেনের মতো ঘুম ঝাঁপিয়ে পড়ল। গাছের গুঁড়ির মতো বিছানায় গড়িয়ে পড়ার সময় শেষবার মনে হল, "এটা নিশ্চয়ই জেট লেগ। কোনো মানুষের এর থেকে মুক্তি নেই।"

বাইরে থেকে আমার পুত্র এবং কন্যার আনন্দধ্বনি শুনতে পেলাম— এবং আবিষ্কার করলাম শরীর, মন এবং মস্তিষ্কসংক্রান্ত যত জটিল ব্যাপার রয়েছে, ছোট বাচ্চাদের সেগুলি স্পর্শও করে না! এর যন্ত্রণা সইতে হয় শুধু বড় মানুষদের।

২৮ এপ্রিল, রবিবার

গাড়ি

ভোররাত থেকে আমরা পুরো পরিবার ঘুম থেকে জেগে উঠে বসে রইলাম। বহুদিন পরে ভোরবেলা কেমন করে সূর্য ওঠে, অন্ধকার কেটে আলো হয়ে যায়— ব্যাপারটা খুঁটিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুঁটিয়ে লক্ষ করা গেল (যাঁরা কখনো দেখেন নি এই বেলা তাঁদের জানিয়ে রাখি বিনে পয়সায় এবং বিনে পরিশ্রমে দেখার জন্যে এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আরেকটু আলো হলে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষেরা ছোট ছোট প্যান্ট পরে দৌড়াতে বের হল। কুকুর-সচেতন মানুষেরা কুকুরকে বাথরুম করানোর জন্যে কুকুর, ছোট প্লাস্টিকের কাপ এবং ছেনি নিয়ে বের হল। খবরের কাগজ বিলি করার জন্যে টিন-এজাররা বের হল তাদের গাড়ি নিয়ে— রাস্তা থেকে গাড়ির জানালা দিয়ে খবরের কাগজটি ছুড়ে দেয়, নিখুঁত নিশানা—একেবারে ঘরের দোরগোড়ায় এসে পড়ে। আরও একটু বেলা হলে আমরা নাশতা খেতে বের হলাম। হোটেলেই আয়োজন, খাবার সাজানো আছে, নিজে নিয়ে খেতে হবে।

নাশতা করে, গোসল সেরে, জামাকাপড় পরে, অর্থাৎ একটা দিন শুরু করার জন্যে যা যা করা প্রয়োজন আমরা তার সবকিছু শেষ করে বসে আছি, কিন্তু তবু দিনটা শুরু করতে পারছি না--কারণ এখনও আমাদের কাছে কোনো গাড়ি নেই। এদেশে ঘর না থাকলে চলে, বিছানা-বালিশ না থাকলে চলে, চাকরিবাকরি না থাকলে চলে, স্ত্রী পুত্র পরিবার না থাকলেও চলে, কিন্তু গাড়ি না থাকলে চলে না!

আমেরিকানদের কাছে গাড়ি শুধু যাতায়াত করার জন্যে একটা বাহন নয়, সেটা তাদের জীবনের একটা অংশ। যদি কোনো আমেরিকানকে বলা হয় "তোমার বাবা ছিল গরুচোর, তোমার মা একটি ডাইনিবিশেষ এবং তোমার ছেলেমেয়েরা সাক্ষাৎ ইবলিশের ছাও" —তারা মনে যেটুকু আঘাত পাবে তার থেকে অনেক বেশি আঘাত পাবে যদি কেউ বলে, "তোমার গাড়িটা একেবারে রদ্দি মার্কা!" আমেরিকানদের কথাবার্তার বড় অংশ হয় গাড়ি নিয়ে। গাড়ি নিয়ে তারা গান লেখে, সিনেমা তৈরি করে। সাহিত্যের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে গাড়ি' প্রেম ভালবাসা হয় গাড়িতে। খুন-জখম হয় গাড়িতে। গাড়ি নিয়ে তৈরি হয়েছে তাদের কালচার।

কাজেই সেই দেশে যতক্ষণ একটা গাড়ি না থাকছে আমরা যে পুরোপুরি অচল হয়ে বসে থাকব তাতে অবাক হবার কী আছে! গাড়ি ভাড়া করার অফিস খুলবে নয়টার সময়, তাই ধৈর্য ধরে নয়টা পর্যন্ত বসে রইলাম। ঠিক নয়টার সময় একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে গেলাম গাড়ি ভাড়া করতে। একটা ক্রেডিট কার্ড আর ড্রাইভার'স লাইসেন্স দেখিয়ে গাড়ি ভাড়া করতে সময় লাগল ঠিক দুই মিনিট তিরিশ সেকেন্ড!

গাড়ির চাবি নিয়ে বের হয়ে এলাম পার্কিং লটে— সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ঝকঝকে নূতন একটা ফোর্ড মিস্টিক। এই বছরের মডেল, দরজা খুলে ভিতরে বসে ওডোমিটারে তাকিয়ে দেখি সেটাতে দেখাচ্ছে মাত্র তিন মাইল— ফ্যাক্টরি থেকে সদ্য নিয়ে এসেছে। ভিতরে বসে আবিষ্কার করলাম গাড়ির সীটটা একটু বেশি সামনে, পিছনে আর একটু সরিয়ে নিলে মন্দ হত না। সীটের নিচে হাত ঢুকিয়ে লিভার ধরে টানাটানি করতেই হাতে গ্রিজ এবং কালি লেগে গেল, কিন্তু সীট নড়ল না! এখন গাড়ি নিয়ে বের হবার আগে যদি কেমন করে সীট নাড়াতে হয়, জানালা খুলতে হয় সেসব গাড়ির ম্যানুয়েল পড়ে শিখতে হয় তা হলে তো সমস্যা!

আমি গাড়িটার ভিতরে এক নজর তাকালাম এবং হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমি খাঁটি বঙ্গীয় সন্তান বলে ধরতে পারছি না-- এখানে সবকিছুই নিশ্চয়ই ইলেকট্রনিক! এবারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পেলাম ছোট ছোট বোতাম। চেপে ধরতেই গাড়ির সীট পিছিয়ে যায়, এগিয়ে আসে, কাত হয়ে যায়। রিয়ার ভিউ মিরর নড়াচড়া করে, জানালা খোলে, বন্ধ হয়। গাড়ি চালানোর যে পরিশ্রম ছিল তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই! এই গাড়ি এখন শুধু গাড়ি নয়, প্রায় একটা বুদ্ধিমান প্রাণী। এটা এখনও কোনো কথা বলে না— আমার বন্ধুর একটা গাড়ি ছিল সেটা সত্যি সত্যি কথা বলত, নারীকণ্ঠে আদুরে গলায় মনে করিয়ে দিত, "তুমি কিন্তু এখনও সীট-বেল্ট বাঁধো নি। প্লীজ বেঁধে নাও।" কিংবা "বেশি জোরে চলাচ্ছ গাড়ি, আরেকটু আস্তে প্লীজ!"

আর কিছুদিন—তারপর গাড়ি— নিশ্চয়ই চালাতে হবে না, উঠে বলব, "চলো দেখি নিউমার্কেট" —গাড়ি সাথে সাথে চলবে নিউমার্কেট।

আমাদের দেশে গাড়ি অবশ্যি এভাবেই চলে, গাড়ির মালিক আদেশ দেয়, গাড়ি চলতে থাকে— একজন ড্রাইভার থাকে এই যা পার্থক্য।

স্বজন

অনেকদিন পর এদেশে ফিরে এসেছি। এখানে আমাদের অসংখ্য পরিচিত মানুষ রয়েছে, বলতে গেলে তাদের কেউই জানে না যে আমরা এসেছি। আমরা ইচ্ছে করেই জানাই নি, হঠাৎ করে এসে চমকে দেবার একটা মজা রয়েছে।

প্রথমে প্যাট্রিশিয়ার বাসা, যখন আমরা নিউজার্সি ছিলাম তখন সে আমাদের পড়শি ছিল। প্যাট্রিশিয়ার ছোট ছেলে স্টীভান আমাদের ছেলের সাথে পড়ত, বিশেষ বন্ধু। আমার ছেলে যেরকম শুকনো পাতলা এবং দুবলা, সে ঠিক তার উলটো—বিশাল শক্ত পাথরের মতো তার শরীর। কাউকে যদি কখনো সে একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়, তাকে তক্ষুনি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। স্টীভানের বাবার নাম জন, প্যাট্রিশিয়া যখন হাই স্কুলে পড়ত (আমাদের দেশে যেটা কলেজ সেটা এখানে হাই স্কুল) তখন জনের সাথে পরিচয়। জন অত্যন্ত সুপুরুষ মানুষ, কিন্তু একটু ছন্নছাড়া গোছের। প্রায়ই স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে চলে যায়, কয়দিন একা একা কিংবা অন্য কোনো মেয়ের সাথে থাকে, তারপর বাচ্চাকাচ্চা এবং স্ত্রীর জন্যে যখন মন কাঁদে তখন আবার ফিরে আসে। আমাদের সাথে প্যাট্রিশিয়া এবং জনের যখন পরিচয় হয়েছে তখন তাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। আইন অনুযায়ী আর স্বামী-স্ত্রী নয়, তার পরেও কিন্তু তারা একই সাথে আছে, মোটামুটি একটা সুখী পরিবার।

প্যাট্রিশিয়ার বাসার সামনে এসে গাড়ি পার্ক করেছি। আমার স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা পা টিপে টিপে বাসায় যাচ্ছে (কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে প্যাট্রিশিয়ার বাসার দরজা সব সময় খোলা থাকে, কেউ যখন বাসায় থাকে না তখনও) আমি গাড়িতে বসেই একটু পরে বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। দৌড়ে গিয়ে দেখি প্যাট্রিশিয়া আমার স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে হাউমাউ করে কাঁদছে। আমি কাছে গেলাম না—তা হলে আমাকেও জড়িয়ে ধরবে, কোনো মহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরলে আমি বিশেষ অস্বস্তি বোধ করি।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর শুনলাম প্যাট্রিশিয়া বলছে, "তোমরা বিশ্বাস করবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না, ভোরে ঘুম থেকে উঠেই আমার মনে হল আজকে আমার বাসায় কেউ আসবে। আমি ঘরদোর পরিষ্কার করলাম, সকাল-সকাল গোসল করে রেডি হয়েছি। একটা কেক তৈরি করতে দিয়েছি— আর কী আশ্চর্য! সত্যি সত্যি তোমরা--"

আমার স্ত্রী এবং প্যাট্রিশিয়া দুজন দুজনের খুব বন্ধু। তাদের কথা বলতে দিয়ে আমি বাইরে চলে এলাম। বাইরে লনে তখন পাড়ার ছেলেপিলেরা হাজির হয়েছে। স্টীভানের জন্যে বাংলাদেশ থেকে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম আনা হয়েছে এবং মাঠে সেটাই লাগানো হচ্ছে। আমেরিকাতে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলার প্রচলন নেই (এখানকার ফুটবল খেলা হচ্ছে লাউয়ের মতো একটা বলকে নিয়ে সন্ত্রাসীদের মতো ভয়াবহ মারপিট)। ফুটবল খেলাটি যাকে এখানে সকার বলা হয়ে থাকে ইদানীং স্কুলের ছেলেমেয়েদের মাঝে জনপ্রিয় হচ্ছে, কিন্তু ক্রিকেট এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ক্রিকেট স্ট্যাম্প লাগানো হল, ব্যাট কীভাবে ধরতে হয় শেখানো হল, কীভাবে বোলিং করতে হয় দেখানো হল, উইকেট কীপার কোথায় থাকবে বলা হল, ফিল্ডারদের দায়িত্ব কী বুঝিয়ে দেয়া হল এবং মহা উৎসাহে আমেরিকার মাটিতে বাচ্চাদের নিয়ে প্রথম শৌখিন ক্রিকেট খেলা শুরু হল।

একটু পরে দেখি বেসবল যেভাবে খেলে ঠিক সেভাবে একজন পা তুলে একপায়ে দাঁড়িয়ে এক জায়গা থেকে বল ছুড়ে দিচ্ছে, ব্যাটসম্যান ব্যাটটা ঘাড়ের উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং বলটা ছুড়ে দেবার পর সেটাকে কষে একটা মার লাগিয়ে ব্যাটটা ছুড়ে দিচ্ছে মাটিতে, তারপর দৌড়ানো শুরু করছে!

ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম দিয়ে সবাই খেলছে বেসবল! বেসবল এখানকার জনপ্রিয় খেলা, সবাই তার নিয়ম জানে। এদেশে ক্রিকেট খেলা আমদানি করা খুব সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না!

পীর সাঈদাবাদী

ভোরবেলাটা বিভিন্ন পরিচিত বন্ধুর সাথে দেখা করে দুপুরবেলা হাজির হলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের এক সহপাঠীর বাসায়। সেখানে গিয়ে দেখি গাড়ি আসছে এবং যাচ্ছে এবং তাদের ভিতর থেকে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা পুরুষ এবং সুন্দর শাড়ি পরা মহিলারা নামছে এবং উঠছে। হঠাৎ করে আমাদের মনে পড়ল আজকে কোরবানি ঈদ।

আমাদের দেখে সবাই হইচই করে উঠল, আমরা আসছি সেটা কেউ জানত না। কোলাকুলি ইত্যাদি প্রথমিক উচ্ছ্বাস শেষ করে সবাইকে নিয়ে এক বিশাল আড্ডা শুরু হল। আড্ডার বক্তব্য ঘুরেফিরে দেশ, দেশে কেমন লাগছে, দেশে কী হবে ইত্যাদি। আড্ডা চলাকালীন একসময় হঠাৎ আমার বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর ফুটফুটে দুটি মেয়ে ছুটে এল আমাদের মাঝে। ছোট শিশুদের একটা চমৎকার ব্যাপার আছে, তারা দেখতে দেখতে বড় হয়ে যায়। বয়স্ক একজন মানুষ বছরের পর বছর একই রকম থেকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায়, তার কথা বলার ভঙ্গি চেহারা চিন্তাভাবনার কোনো পরিবর্তন হয় না। ছোট শিশু, সে হয়তো এক বছর আগে ছিল ন্যাদা ন্যাদা শিশু, পরের বছর সে ছটফটে দুরন্ত একজন বাচ্চা। বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর মেয়ে দুটিকে দেখে আমার বেশ লাগল। তাদের ফুটফুটে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে আমার পীর সাঈদাবাদীর কথা মনে পড়ল এবং আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ব্যাপারটা খুলেই বলি।

আমার এই বন্ধু এবং বন্ধুপত্নী দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সমসাময়িক। তারা বিয়ে করেছিল গোপনে এবং আমি সেই বিয়ের সাক্ষী ছিলাম— সেই হিসেবে তাদের পারিবারিক জীবনে আমি সবসময় অবলীলায় অনুপ্রবেশ করে এসেছি। তারা দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিল, এদেশের সর্বাধুনিক চিকিৎসার কল্যাণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত তাদের কোল জুড়ে এসেছে ফুটফুটে শিশু। তারা যেটুকু খুশি হয়েছিল আমরা তার থেকে এতটুকু কম খুশি হই নি।

এর কিছুদিন পর আমরা দেশে ফিরে এসেছি। হঠাৎ করে দেখি ইনকিলাব জাতীয় পত্রিকায় বিশাল পৃষ্ঠাজোড়া পীর সাঈদাবাদীর বিজ্ঞাপন, সেখানে আমার বন্ধুটির একটি পারিবারিক ছবি এবং তার স্বহস্তে লিখিত একটা চিঠি যেখানে সে হা বিতং করে লিখেছে কীভাবে তাদের নিঃসঙ্গ জীবন পীর সাঈদাবাদীর দোয়ায় সন্তানজন্মের আনন্দে ভরে উঠেছে। বিজ্ঞাপনটি দেখে আমি থ হয়ে গেলাম, সেখানে যে-সমস্ত মিথ্যা তথ্য রয়েছে আমার বন্ধু নিজের হাতে সেটি লিখতে পারে না, নিশ্চয়ই কেউ একজন তার নামে লিখেছে। কে লিখতে পারে সেটা আন্দাজ করতে আমার দেরি হল না। আমার জীবনে আমি পীরদেরকে যত বড় প্রতারণা করতে দেখেছি আর কাউকে সেরকম দেখি নি।

এর কিছুদিন পরেই আমার সাথে বন্ধুটির দেখা হয়েছিল, আমি তাকে সামনা-সামনি ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেছি, সে স্বীকার করেছে যে সে চিঠিটা লেখে নি। তার বিনা অনুমতিতে এবং অন্য একটি কারণের কথা বলে পারিবারিক ছবিটা নিয়ে সেই বিজ্ঞাপনটি তৈরি করা হয়েছিল।

আমি আমার বন্ধুকে বলেছিলাম একটা প্রতিবাদ লিখে দিতে, সে রাজি ছিল, কিন্তু তার স্ত্রী রাজি হয় নি। তার ধারণা তা হলে তার সন্তানদের ওপর পীরের অভিশাপ পড়বে। আমার বন্ধু পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচ.ডি. করেছে। সে এবং তার স্ত্রী দুজনেই বেল ল্যাবরেটরির মতো বিশ্বখ্যাত গবেষণাগারে কাজ করে, কিন্তু তবু তারা একটি ভয়ংকর প্রতারণার প্রতিবাদ করতে সাহসী হল না। অথচ সেই বানোয়াট বিজ্ঞাপনটি দেখে না-জানি কত নিঃসন্তান দম্পতি এসে এই পীরের কাছে তাদের সর্বস্ব সহায়-সম্পত্তি নিয়ে ধরনা দিয়েছে! ব্যাপারটা চিন্তা করে রাগে দুঃখে আমার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। আমার এই বন্ধু-বন্ধুপত্নীর মতো শিক্ষিত রুচিবান আধুনিক বিজ্ঞানীরা যদি একজন প্রতারক পীরকে প্রতারণার সুযোগ দেন তা হলে সেই দেশে যে ফতোয়াবাজরা নূরজাহানদের মতো মেয়েদের মাটিতে পুঁতে ঢিল ছুড়ে হত্যা করবে এতে অবাক হবার কী আছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২৯ এপ্রিল, সোমবার

খবরের কাগজ

আমেরিকার খবরের কাগজ অত্যন্ত বিচিত্র একটা জিনিস, সেখানে খবর ছাড়া আর সবকিছু পাওয়া যায়। যেহেতু নাম খবরের কাগজ, কাজেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু খবর দিতে হয়, সেই খবরগুলি সাধারণত হয়ে থাকে রগরগে এবং গুরুত্বহীন। আমি যে বানিয়ে বলছি না সেটা প্রমাণ করার জন্যে প্রত্যেকদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় হেডলাইনে কী ছাপা হচ্ছে তার দুটি উদাহরণ দেব। আজকের উদাহরণ :

১. ছয় বছরের একটি বাচ্চা তার এক মাসের ছোট একটি ভাইকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছে। বাচ্চাটি মারা যায় নি, কিন্তু মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে চলনশক্তিহীন অথর্ব হয়ে গেছে।

২. নূতন ধরনের পেট্রল স্টেশন তৈরি হয়েছে যেখানে কোনো মানুষ থাকবে না। সমস্ত কাজকর্ম করা হবে যান্ত্রিকভাবে মানুষের অনুপস্থিতিতে।

হাঁচি

প্রত্যেক মানুষেরই হাঁচি দেয়ার একটা ভঙ্গি থাকে, আমারও আছে। অন্যদের হাঁচি দেয়ার মাঝেও একটা সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু আমার হাঁচিতে কোনো সৌন্দর্য নেই, সেটি মোটামুটি ভয়াবহ। আমার সমস্ত শরীর কেঁপে নাক-মুখ দিয়ে ভয়ংকর একটা শব্দ বের হয় এবং সমস্ত মাথা প্রবল বেগে আন্দোলিত হয়। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে আমার হাঁচিগুলি আসে যখন আমি গাড়ি চালাই তখন। আমার স্টিয়ারিং হুইল কেঁপে ওঠে, এক্সেলেটারে চাপ পড়ে যায়, গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে একটু লাফিয়ে ওঠে। আজ ভোরে আমি যখন বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চ সেন্টারে আমার পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে প্রবল বেগে হাঁচি এসে আমাকে আন্দোলিত করতে শুরু করল। বিচ্ছিন্ন একটা হাঁচি নয়, নিয়মবাঁধা হাঁচি, একটার পর আরেকটা, তারপর আরেকটা।

তিরিশটার মতো হাঁচি দিয়ে হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম আমি আবার অ্যালার্জির দেশে ফিরে এসেছি। নিউজার্সিতে বসন্তকালে গাছে-গাছে ফুল ফোটে, অপূর্ব তাদের সৌন্দর্য— কবিরা সেই ফুল দেখে দিস্তা দিস্তা কাগজে কবিতা লিখে ফেলেন, শিল্পীরা ক্যানভাসের পর ক্যানভাসে ছবি এঁকে ফেলেন, গায়কেরা ক্যাসেটের পর ক্যাসেট গান গেয়ে ভরে ফেলেন, কিন্তু আমার ভিতরে সেই ফুল জাগিয়ে তোলে এক ভয়াবহ আতঙ্ক। আমি জানি অপূর্ব সেই ফুল থেকে অদৃশ্য পুষ্পরেণু বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, আমার নিশ্বাসে সেটা যাচ্ছে আমার শরীরে এবং সাথে সাথে শুরু হচ্ছে ভয়াবহ অ্যালার্জি : হাঁচি হাঁচি এবং হাঁচি। হাঁচির পর শুরু হয় চোখজ্বালা। চোখের রং হয় রক্তবর্ণ, দেখে মনে হয় কাউকে খুন করতে যাচ্ছি। শুধু তা-ই নয়, সেই চোখের ভিতরে চুলকাতে শুরু করে, ইচ্ছে করে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে দুটি চোখ খুলে বাইরে নিয়ে এসে শিরিশ-কাগজ দিয়ে খানিকক্ষণ ঘষে নিই।

অ্যালার্জির এই ভয়াবহ আক্রমণে আক্রান্ত আমি একা নই, আমার মতো বহু মানুষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেয়েছেন। তাঁদের জন্যে রেডিও টেলিভিশন খবরের কাগজে বাতাসে ফুলের পুষ্পরেণু কতটুকু রয়েছে ঘোষণা করা হয়। আমার মতো যারা ভুক্তভোগী তাদের নিয়মিত ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধপত্র খেতে হয়, ইনজেকশান নিতে হয়। ঠিক কী কারণে জানি না, ডাক্তারদের কাছে যেতে আমার খুব ভয় করে—তাই অ্যালার্জির সিজনে আমি হাঁচির পর হাঁচি দিতে থাকি, রগড়ে রগড়ে চোখের বারোটা বাজিয়ে দিই এবং যখনই চমৎকার কোনো ফুল দেখি মনেমনে সেটাকে গালি দিয়ে তার চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে ফেলি তবু ডাক্তারদের ধারেকাছে যাই না।

বছর চারেক আগের কথা, বাসার সামনে ঘাস কাটার মেশিনে লন কাটছি, এমন সময় আমার একটা হাঁচি এল—আমি সশব্দে হাঁচি দিলাম। পাশের বাসার ব্রুস তার লন থেকে চিৎকার করে বলল, "ব্লেস ইউ"— তোমার উপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। হাঁচি দিলে এদেশে এটা বলা নিয়ম।

আমি বললাম, "থ্যাংক য়্যু।" কেউ ব্লেস ইউ বললে তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

হাঁচি দিয়েই আমি অনুভব করলাম গলা এবং নাক খুশখুশ করছে, যার অর্থ এটা সাধারণ হাঁচি নয়, অ্যালার্জির হাঁচি। একনাগাড়ে অন্তত তিরিশটা দিতে হবে। আমি দ্বিতীয়বার হাঁচি দিলাম এবং ব্রুস দ্বিতীয়বার বলল, "ব্লেস ইউ!"

আমি শার্টের হাতা দিয়ে নাক মুছে বললাম, " ব্রুস, আমি এখন প্রায় তিরিশটার মতো হাঁচি দেব। তুমি কি তিরিশবার ব্লেস ইউ বলবে?"

"তিরিশটা দেবে?"

"কমপক্ষে।"

"তা হলে বড় একটা ব্লেস ইউ দিয়ে দিই তিরিশটার জন্যে।"

এই বলে সে বিকট স্বরে "ব্লেস ইউ" বলে হুংকার দিয়ে উঠল। আমি আমার তিরিশটা হাঁচি দিতে শুরু করে দিলাম।

পুরানো বন্ধু

আমি যেখানে কাজ করতাম, বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চ, সেখানে গিয়ে দেখি আমার বন্ধু জি.কে. আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। দেখা হবার প্রাথমিক উচ্ছ্বাস দেখানো শেষ হবার পর সে জিজ্ঞেস করল, "কয়দিন থাকবে?"

"এখনও ঠিক করি নি। দেশে কাজ করতে করতে প্রায় খরচা হয়ে গেছি। এখানে কয়দিন শুয়ে শুয়ে ঘুমাব।" সায়েন্স ফিকশান লেখার জন্যে যে কয়েক দিস্তা কাগজ আর এক ডজন বল পয়েন্ট কলম নিয়ে এসেছি সেটা আর বললাম না।

"শুধু ঘুমাবে? এখানে এসেছ যখন আমাদের জন্যে একটা কাজ করে দাও।"

"কী কাজ?"

"বলব তোমাকে, এখন চলো সবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই।"

আমি জি.কে.-র সাথে সাথে সবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এখানে আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি, ইনফরমেশান সুপার হাইওয়ে বলে জনপ্রিয় যে-শব্দটি আজকাল সবার মুখে-মুখে, আমরা এখানে তার প্রথম একটি কার্যকর মডেল তৈরি করেছিলাম। এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ল্যাবরেটরি সেটা দেখিয়ে অনেক সুনাম অর্জন করেছিল, আমি প্রায় নিজের হাতে তার একটি একটি স্ক্রু লাগিয়ে সেটা দাঁড় করিয়েছিলাম। ল্যাবরেটরি-ঘরে এসে আমি একটু নস্টালজিক হয়ে গেলাম, আমার হাতে তৈরি যন্ত্রপাতি দাঁড়িয়ে আছে আমি নেই ব্যাপারটার মাঝে একধরনের গভীর দার্শনিক ভাব রয়েছে।

কিছুক্ষণের মাঝেই পরিচিতদের দেখা পেতে শুরু করলাম। সবাই মিলে কাফেটারিয়াতে বসে কফি খেতে খেতে তখন বিশাল আড্ডা শুরু হয়ে গেল। বাঙালিরা আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করে, অন্যান্য জাতি সবসময় কাজ করে এ-ধরনের হাস্যকর কাথাবার্তা প্রায়ই শোনা যায়। আঠারো বৎসর আমেরিকায় থেকে আমি আবিষ্কার করেছি এর থেকে ভুল ধারণা আর কিছু নেই। পৃথিবীর সব মানুষ একরকম। পার্থক্যটা উপরে, ভাসাভাসা, একটু ভিতরে গেলে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। নিজের দেশে আড্ডা দেয়ার কারণে আমার যে-পরিমাণ সময় নষ্ট হয়েছে তার সমান কিংবা বেশি সময় নষ্ট হয়েছে আমেরিকাতে, আমেরিকানদের সাথে আড্ডা দিয়ে। কেউ যদি মনে করে আমেরিকাতে মানুষ শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দর্শন এইসব বড় বড় জিনিস নিয়ে আড্ডা দেয়, এই বেলা জানিয়ে রাখি সেটাও ভুল ধারণা। আমেরিকানদের আড্ডার বিষয় পরচর্চা, পরনিন্দা এবং যখন মেয়েরা উপস্থিত নেই তখন তাদের সম্পর্কে রসালো মন্তব্য; রাজনীতি নিয়ে আলোচনা একটু কম হয়, কম হওয়ারই কথা— যে-দেশে আন্দোলন নেই, মিছিল নেই, হরতাল স্ট্রাইক নেই, রাজনৈতিক সন্ত্রাসী নেই, ছাত্র-রাজনীতি নেই সেখানে রাজনৈতিক বিষয়ের মতো বিরক্তিকর একটা জিনিস নিয়ে কে কথা বলতে চাইবে?

কাফেটারিয়াতে আমাদের আড্ডা খুব জমে উঠেছে, এই মূহূর্তে বিষয়বস্তু একটু শোভন, যারা এদেশে থেকে নিজের দেশে ফিরে গেছে তারা কেমন আছে। একজন বলল, "শালার এই দেশে কি কোনো সুযোগ-সুবিধে আছে? আমার এক বন্ধু দেশে ফিরে গেছে, সেখানে তার বিশাল অফিস, সেক্রেটারি, অফিসের সাথে বাথরুম!"

"বাথরুম?" কয়েকজন চোখ বড় বড় করে ফেলল। "নিজের ব্যক্তিগত বাথরুম?"

"হুম! নিজের বাথরুম। শুধু তা-ই না, তার যদি চা কফি খেতে ইচ্ছে করে শুধু মুখটা খুললেই হয়, চা কফি এসে যায়। নিজের গিয়ে আনতে হয় না।"

"সত্যি বলছ?" সবাই চোখ গোল গোল করে ফেলল।

"খোদার কসম।"

এইবেলা কয়েকজন আমার দিকে তাকাল। একজন জিজ্ঞেস করল, "দেশে তোমার কী অবস্থা?"

আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, "ইয়ে— মানে, আমারও অফিসে একটা বাথরুম আছে। আর যদি চা খেতে ইচ্ছে করে তা হলে আমিও কাউকে বলতে পারি—"

আমার পরিচিত বন্ধুরা বজ্রাহতের মতো বসে রইল। একজন মানুষের নিজের বাথরুম থাকবে কিংবা চা কফি খাবার ইচ্ছে করলে নিজের আনতে হবে না এ-ধরনের ব্যাপার তাদের চিন্তারও বাইরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্কুল

বিকেলে হোটেলে ফিরে এসে খোঁজ পেলাম আমি যখন বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে ওদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়েছি আমার স্ত্রী তখন সত্যিকার কাজ করেছে— আমার ছেলে এবং মেয়েকে তাদের আগের স্কুলে ভরতি করে দিয়ে এসেছে। এখানে পাবলিক স্কুল ফ্রী এবং পড়াশোনা বাধ্যতামূলক, কাজেই স্কুলে ভরিত করানো কোনো সমস্যা নয়, কিছু কাগজপত্র লাগে এবং টি.বি. জাতীয় অসুখ নেই তার একটা ডাক্তারি প্রমাণ লাগে। আমরা যে এখানে মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্যে এসেছি এবং তারপর আবার চলে যাব সেটি স্কুলে ভরতি হওয়ার জন্যে কোনো সমস্যা নয়। শুধু স্কুলে যে ভরতি করিয়ে দেয়া হয়েছে তা-ই নয়, পরদিন থেকে স্কুল-বাস হোটেল থেকে তাদের তুলে নেবে।

স্কুলে ভরতি করানোর ঘটনাটি বেশ মজার। স্কুলের সেক্রেটারি আমার পুত্রসন্তানকে দেখে বলল, "দেরি করে এসেছ স্কুলে?"

স্কুলে দেরি করে এলে অফিসে সেক্রেটারিকে জানাতে হয় এবং সেখান থেকে ব্যবস্থা করা হয়। ছেলে বলল, "কিছু দেরি তো হয়েছেই!"

"কী বলছ কিছু দেরি! এখন বাজে দশটা, স্কুল শুরু হয়েছে আটটায়। তোমার দুই ঘণ্টা দেরি হয়েছে।"

আমার ছেলে মাথা নেড়ে দাঁত বের করে হেসে বলল, "মিসেস ফেইন, আমার দেরি হয়েছে এক বছর দুই ঘণ্টা।"

মিসেস ফেইন চমকে উঠলেন এবং আমার ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তাই তো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি তোমার দেশে চলে গিয়েছ!"

৩০ এপ্রিল, মঙ্গলবার

খবরের কাগজ

আজকের খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার দুটি হেডলাইন এরকম :

১. খেলে মোটা হবে না এরকম একটা ওষুধ বাজারে ছাড়া হয়েছে। এক দিনের ডোজের জন্যে খরচ পড়বে আড়াই ডলার। ওষুধটির নাম রিডাক্স (REDUX)— মস্তিষ্কের যে-অংশে ক্ষুধার অনুভূতি হয় ওষুধটি সেখানে গিয়ে ক্ষুধার অনুভূতিটাকে দূর করে দেবে। তাই খাওয়ার ইচ্ছে করবে না, আর কেউ যদি কম খায় তাকে শুকিয়ে হতেই হবে!

২. এদেশের গর্ভবতী মহিলাদের শতকরা পঁচিশ জনকে তাদের স্বামীরা মারধোর করে।

উপরের খবর দুটির মাঝে প্রথমটিকে খুব কষ্ট করে খবর হিসেবে চালানো যায়, দ্বিতীয়টি একটি পরিসংখ্যান। কিন্তু দুটিই ছিল প্রথম পৃষ্ঠার হেডলাইন। এই হচ্ছে আমেরিকান খবরের কাগজের নমুনা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বৃষ্টি

আজকের দিনটি ছিল একেবারে সাদামাটা। সারাদিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হতে পারে বৃষ্টি। এখানে বৃষ্টি হয় এপ্রিল-মে মাসে। বাচ্চাদের বইয়ে এদেশি খনার বচন হিসেবে লেখা থাকে April showere bring may Flowers, বাংলায় মনে হয় অনুবাদ করা যায়--

এপ্রিলের বৃষ্টি

মে'তে ফুল সৃষ্টি!

আজ সারাদিন সেই এপ্রিলের বৃষ্টি হচ্ছে। মোটামুটি ঝরঝর করে বৃষ্টি, সেই বৃষ্টি দেখে শুধু দেশের কথা মনে পড়ছে। বাংলাদেশের বর্ষাকালের বৃষ্টি থেকে সুন্দর কোনো দৃশ্য মনে হয় পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

যুক্তরাষ্ট্র বিশাল দেশ—সত্যিকার অর্থে এটি প্রায় একটি মহাদেশ। এর একেক অঞ্চলের জল-হাওয়া একেক রকম। উত্তর-পশ্চিম কোনার সিয়াটলে প্রায় সারাবছর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হত। আকাশ থাকত মেঘে ঢাকা বিষন্ন। সেখানে হঠাৎ যখন মেঘ কেটে ঝকঝকে রোদ বের হয়ে আসত তখন এত ভালো লাগত বলার নয়! সে হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস এলাকা ছিল একটা মরুভূমি অঞ্চল। দিনের পর দিন সেখানে বৃষ্টির কোনো চিহ্ন নেই। মনে আছে একবার দীর্ঘদিন থেকে অনাবৃষ্টি, পানির খুব অভাব। নিয়ম করে দেয়া হল কেউ ঘাসে পানি দিয়ে পানির অপচয় করতে পারবে না।

দেখতে দেখতে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসার সামনে ঘাসের সবুজ লনগুলি শুষ্ক বিবর্ণ পোড়া তামাটে রং নিতে শুরু করল। তখন লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের কিছু মানুষ যে-কাজটি করল সেটা শুধুমাত্র আমেরিকার মানুষেরাই করতে পারে। তারা বাসার সামনের বিবর্ণ লনটি স্প্রে পেইন্ট দিয়ে সবুজ রং করে নিল! বাসার সামনে এখন ঝকঝকে সবুজ রঙের লন, দেখতে এর থেকে ভয়াবহ কিছু আমি দেখেছি বলে মনে করতে পারি না।

সিয়াটল এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের পর নিউজার্সির জল-হাওয়া অনেকটা গতানুগতিক। শীতের সময় শীত-- কিছু তুষারপাত, গরমের সময় গরম এবং বৃষ্টির সময় বৃষ্টি। আমরা এসেছি বৃষ্টির সময় কাজেই বৃষ্টি হবে বিচিত্র কী?

এদেশে বৃষ্টিকে ভালোবাসার নিয়ম নেই, যখন বৃষ্টি হয় তখন বৃষ্টিকে গালি দিয়ে কথাবার্তা বলতে হয়, নাক সিটকে বলতে হয় "কী জঘন্য আবহাওয়া"। আমি পরিচিত মানুষদের সাথে দুবেলা নিয়মমাফিক সেটা করে যাচ্ছি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে।

আকাশ কালো করে বৃষ্টি হচ্ছে, আর দেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, কয়দিন পরেই দেশে ফিরে যাব ভেবে কী ভালোই না লাগছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খবরের কাগজ

আজকের খবরের কাগজের খবরগুলি এরকম :

১. ডেট্রয়েটের একজন যুবক, তার বয়স ২০, ওজন দুশো ষাট পাউন্ড (যাদের ধারণা নেই, তাদের জন্যে বলছি, দুশো ষাট পাউন্ড মানে একটা ছোটখাটো দৈত্য), উচ্চতা ৬ ফুট চার ইঞ্চি। তার বান্ধবীর বয়স তেত্রিশ, ওজন ১১৫ পাউন্ড, উচ্চতা পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি।

যুবকটি তার বান্ধবীটিকে একটা ব্রিজের উপর এত পাশবিকভাবে মারছিল যে মেয়েটি সহ্য করতে না পেরে ব্রিজের উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়। ব্যাপারটা কোর্টে গেছে, বিচার হয়েছে, মানুষটা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং মনে হচ্ছে তার বিশ থেকে বাইশ বছর জেল হয়ে যাবে।

খবরটার গুরুত্বটুকু কিন্তু অন্য জায়গায়। যখন ছোটখাটো দৈত্যের মতো মানুষটি তার বান্ধবীকে মারছিল এবং শেষ পর্যন্ত মেয়েটি ব্রিজ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে তখন ব্যাপারটি অসংখ্য মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, দর্শকদের কাছে পুরো ব্যাপারটি ছিল একটি দর্শনীয় আর উপভোগ্য জিনিস এবং তারা সারাক্ষণ নানাধরনের আনন্দধ্বনি করে ব্যাপারটাতে উৎসাহ দিয়েছে।

২. এদেশের টিন-এজাররা (যাদের বয়স তেরো থেকে আঠারো) আর মলে যেতে পছন্দ করছে না (মল শব্দটির অর্থ ছাদেঢাকা সুদৃশ্য দোকানপাটের সমন্বয় যেখানে প্রায় সব ধরনের দোকানপাট রয়েছে, ইদানীং মলের ভিতর সিনেমা হল, খাবারের জায়গা, এমনকী ছোট বাচ্চাদের ডে-কেয়ারও তৈরি হচ্ছে)।

আজকের দুটি হেডলাইনের প্রথমটি শুধু রগরগে খবর নয়, এটি খুব আতঙ্কজনক খবর। মানুষের ভিতরে একটা অন্ধকার জগৎ থাকতে পারে এবং সেটা সম্মিলিতভাবে বের হয়ে একটি মেয়েকে মারতে মারতে মেরে ফেলার মতো ঘটনা থেকে আনন্দ পেতে পারে, সেটা পড়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চায়।

দ্বিতীয় খবরটি কাগজ নষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়।

কম্পিউটার গুদাম

এ-বছর এসে একটা নূতন জিনিস দেখছি, সেটা হচ্ছে গুদামের মতো বিশাল বড় কম্পিউটারের দোকান। আগে দোকানপাটকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যেত— একটা হচ্ছে সুপার মার্কেট, যেটা সত্যিই "সুপার" মার্কেট, সেখানে যদিও প্রায় সবকিছু পাওয়া যায় তবু সেটা মূলত গৃহস্থালি জিনিসের দোকান। এগুলি বিশাল, ভিতরে প্রায় হারিয়ে যাবার মতো অবস্থা। অন্যগুলি হচ্ছে ছোটখাটো বিশেষ ধরনের দোকান, যেমন : খেলনার দোকান, কাপড়ের দোকান, স্টেশনারি দোকান, জুতার দোকান কিংবা বইয়ের দোকান।

এবারে এসে আবিষ্কার করলাম কম্পিউটারের সুপার মার্কেট গজিয়ে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মতো। বিশাল গুদামের মতো দোকান, সেখানে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার-সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিসপত্র। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কম্পিউটার শেষ পর্যন্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা বিশেষ যন্ত্রের স্তর পার হয়ে এখন রেডিও টেলিভিশন ফ্রীজ বা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মতো গৃহস্থালি জিনিসের মতো হয়ে যাচ্ছে।

তবে অন্যান্য গৃহস্থালি জিনিসের সাথে এর একটা বড় পার্থক্য রয়েছে— রেডিও টেলিভিষন ফ্রীজ বা মাইক্রোওয়েভ ওভেন কিনে এনে কেউ আবিষ্কার করবে না এক মাস পর সেটা অর্ধেক দামে পাওয়া যাচ্ছে। কম্পিউটারের বেলায় কিন্তু তা-ই ঘটছে, এত দ্রুত এর উন্নতি হচ্ছে যে আজকের মডেল এক বছরের মাঝে হয়ে যাচ্ছে জঞ্জাল, দাম কমে আসছে হুহু করে।

কম্পিউটারের সুপার মার্কেট দেখার জন্যে আজ গিয়েছিলাম "কম্পিউটার সিটি" নামে একটা দোকানে। কম্পিউটার, প্রিন্টার, সফট ওয়ার, কম্পিউটারের বই হেনো তেনো দিয়ে বোঝাই। খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে হঠাৎ বুঝতে পারলাম আসলে এটা বয়স্ক মানুষের খেলনার দোকান! সারা পৃথিবীতে কম্পিউটার একটা বিশাল বিপ্লব করেছে সত্যি, সাধারণ মানুষ কিন্তু সত্যিকার অর্থে এখনও সেটা ব্যবহার শুরু করে নি। আগে ওয়ার্ড প্রসেসিং করত (চিঠি এবং রিপোর্ট লেখা), কম্পিউটার একটু শক্তিশালী হবার পর কম্পিউটার গেম খেলছে, ইদানীং ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবার পর নেটওয়ার্কে বিচরণ করছে। মোটামুটি এই কয়েক ধরনের সহজ এবং বুদ্ধিহীন কাজের জন্যে তৈরি হয়েছে বিলিওন বিলিওন ডলারের খেলনা। সবাই খেলছে সেই খেলনা দিয়ে।

অথচ কম্পিউটার দিয়ে কী আশ্চর্য জাদু করে দেয়া যায় সেই খবর কেউ পেল না!

ব্রাডলি

রাত্রিবেলা দেখতে পেলাম আমার মেয়ে বাদামি রঙের বহু ব্যবহারে বিবর্ণ একটি টেডি বিয়ারকে আদর করে তার পাশে বসিয়ে রেখেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কী? কোথা থেকে পেলে?"

"আব্বু তুমি কিছু জান না—" আমার ছেলেমেয়েদের আমার সম্পর্কে ধারণা খুব উচ্চ নয়, আমার সম্পর্কে কথাবার্তায় সবসময় তারা এ-ধরনের কোনো বাক্য ব্যবহার করে। "এটা হচ্ছে ব্রাডলি।"

"ব্রাডলি? সেটা আবার কী?"

"দেখছ না এটা একটা টেডি বিয়ার?"

"ও!"

"স্কুল থেকে ব্রাডলি আজকে আমার সাথে এসেছে। আমার সাথে থাকবে, কালকে স্কুলে ফিরে যাবে, তারপর আরেকজনের বাসায় যাবে। ব্রাডলি একেকদিন একেকজনের বাসায় যায়।"

"কেন?"

"তুমি কিছু বোঝ না।" আমার মেয়ে আমার বুদ্ধিহীনতায় বিশেষ বিরক্ত হয়ে বলল, "যেদিন ব্রাডলি যার বাসায় যায় সেদিন তাকে জার্নাল লিখতে হয়। আজকে ব্রাডলি কী করল সব আমার লিখতে হবে।"

আমি হঠাৎ করে ব্রাডলি-রহস্যটা বুঝতে পারলাম। হোম-ওয়ার্ক নামক যে ভয়াবহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা ব্যাপার রয়েছে সেটা কী চমৎকারভাবে অন্য একটা রূপ নিয়ে নিয়েছে। যা ব্যাডলিকে ধরে বেঁধেও এক পাতা লেখানো যায় না, তারাও কী প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে ব্রাডলিকে নিয়ে জার্নাল লিখবে! স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর বুদ্ধি দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। বললাম, "দেখি জার্নালটা, কী লিখেছ!"

"এখনও শেষ হয় নাই।"

"তবু দেখি অন্যেরা কী লিখেছে।"

জার্নালটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লাম, সবাই কল্পনা করে নিয়েছে ব্রাডলি একটা বড় আকারের চরিত্র, যেন সে জীবন্ত, যেন তার ভিতরে সত্যিকার অনুভূতি রয়েছে। কে কী করেছে সব জার্নালে লেখা রয়েছে, কাঁচা হাতে লেখা কিন্তু কী সুন্দরভাবে সেটা থেকেই তাদের বাসার একটা ছবি ফুটে উঠেছে। আমার মেয়ে লেখা এখনও শেষ করে নি। শুরু করেছে এভাবে—

> "আমার মাথামোটা বড় ভাই, যে বিশেষ একটি
> যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়, ব্রাডলিকে ধরে একটা
> আছাড় দিয়েছে। ব্রাডলির চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে
> আমি কোনোভাবে এই নরপশুর হাত থেকে তাকে
> রক্ষা করলাম। রক্তপিপাসু আমার এই ভাই..."

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে জার্নালটা ফেরত দিলাম। দুই ভাইবোনের সম্পর্ক সাপে-নেউলে, আদায়-কাঁচকলায়, নাকি আওয়ামী লীগ-বিএনপি-তে আমি এখনও নিশ্চিত হতে পারছি না।

২ মে, ১৯৯৬

খবরের কাগজ

আজকের খবরের কাগজের দুটি হেডলাইন এরকম :

১. রাস্তায় দুটি লেনের মাঝখানে যে সাদা রং দেয়া হয় সেই গাড়ি উলটে গিয়ে রুট ১৮ এবং গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ে সাদা রঙে সয়লাব হয়ে গেছে। যে-বাসের সাথে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে সেই বাসের যাত্রীরা সবাই সাদা রঙে চুপসে ভিজে গিয়ে একেবারে ভূতের মতো হয়ে গেছে। অ্যাকসিডেন্টের পর দেখা গেছে রাস্তার দুপাশে সাদা রঙের অসংখ্য মানুষ গালে হাত দিয়ে উদাস মুখে বসে আছে।

২. এদেশে আঠারো বছর বয়স হবার আগে কেউ গাড়ি চালাতে পারে না, কিন্তু প্লেনের বেলায় সেরকম কোনো নিয়ম নেই বলে সাত বছরের একটা মেয়ে প্লেন চালিয়ে দেশ পারাপার করার একটা নূতন রেকর্ড করার চেষ্টা করছিল। আবহাওয়া খারাপ ছিল, তবু তার বাবা-মা নূতন রেকর্ড করার লোভে মেয়েটাকে নিয়ে আকাশে উঠতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে মারা গেছে। ঘটনাটা ঘটেছিল এপ্রিল মাসে, আজকে একটা আইন করা হল যে, নাম কেনার জন্যে এ-ধরনের ঘটনা আর কেউ ঘটাতে পারবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইন্টারনেট বিজনেস

বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে পিটার কাইজার ছিল আমাদের দুই ধাপ উপরে অর্থাৎ আমার যে বস সে তারও বস। পিটার জাতিতে জার্মান। দীর্ঘদিন থেকে এদেশে আছে, কিন্তু এখনও সে মুখ খোলামাত্রই কারও বুঝতে বাকি থাকে না যে সে আসলে জার্মান (যেমন "আই থিংক সো" তার মুখে শোনায় "আই সিং সো") পিটার অত্যন্ত ভদ্র মানুষ, সে ইউরোপ থেকে এসেছে বলেই কি না জানি না তার কাজকর্ম চালচলনে একটা অত্যন্ত সুরুচির পরিচয় রয়েছে। তার পোশাক নিখুঁত এবং সে আস্তে হাঁটতে পারে না, তাকে দেখেই মনে হয় বুঝি কোথাও কোনো ট্রেন ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

এবারে এসে পিটারের সাথে দেখা হয় নি, আজকে সকালে তাকে অফিসে পেয়ে গেলাম। আমাকে দেখে সে ভারি খুশি হল। প্রথমে পারিবারিক খবর বিনিময়; তার স্ত্রী জাপানি, দুই ছেলেমেয়ের চেহারায় ককেশিয়ান এবং জাপানির একটা সূক্ষ্ম মিশ্রণ রয়েছে, তাদের পড়াশোনার খবর— একজনের একটা বাচ্চা হয়েছে বলে সে যে এখন "নানা" হয়ে গেছে সেটা নিয়ে তাকে বিশেষ আহ্লাদিত দেখা গেল। আমি কী করছি কেন করছি খোঁজখবর নিতে নিতে হঠাৎ তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে ষড়যন্ত্রীদের মতো গলা নামিয়ে বলল, "তুমি তোমার দেশে একটা কাজ করতে পার।"

"কী কাজ?"

"ইন্টারনেট। আমাদের এখানে লিওনার্ড ছিল মনে আছে? আমার মতোই এক্সেকিউটিভ ডিরেক্টর? সে তার ঘরে কয়েকটা কম্পিউটার বসিয়েছে, কয়েকটা টি-ফোর লাইন ভাড়া নিয়েছে, তারপর ইন্টারনেট সার্ভিস দেয়া শুরু করেছে। এখন সে কোটিপতি!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। তোমাদের দেশে এখনও নিশ্চয়ই এখানকার মতো শুরু হয় নি, কাজেই তুমি গিয়ে শুরু করে দাও। দেখতে দেখতে কোটিপতি হয়ে যাবে। তখন আমাকে ফাইভ পার্সেন্ট দেবে তোমাকে এই অমূল্য উপদেশটি দেবার জন্যে।"

ইন্টারনেট হচ্ছে বিশ্বজোড়া কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক, পৃথিবীর যে-কোনো কম্পিউটার থেকে যে-কোনো কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা যায়। সারা পৃথিবীর কম্পিউটারগুলি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হলেও বাংলাদেশ সেখান থেকে অনুপস্থিত। বাংলাদেশে যারা নীতি নির্ধারণ করেন তাঁরা মনে হয় কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র করেই এই দেশ আর দেশের মানুষকে তথ্য-বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। আমি অবশ্যি পিটারকে তার কিছুই বললাম না, কেন জানি বলতে লজ্জা হল।

[দেশে ফিরে এসে অবশ্যি আবিষ্কার করেছি বাংলাদেশে শেষ পর্যন্ত ইন্টারনেট সার্ভিস শুরু হয়েছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে খুব ধীরে ধীরে, কিন্তু শুরু হয়েছে সেটাই বড় কথা।]

৩ মে, শুক্রবার

খবরের কাগজ

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন এরকম:

১. এ-বছর আমেরিকার আটলান্টা শহরে অলিম্পিক শুরু হতে যাচ্ছে, সে-উপলক্ষে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট কিছু স্ট্যাম্প বের করেছে। অলিম্পিক কমিটি সেজন্যে পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করে দিয়েছে। অলিম্পিক কমিটির সাথে পোস্টাল বিভাগের কারবার এত বেশি যে খেলা চলাকালীন চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের জন্যেও সেখানে পোস্টাল বিভাগ ঢুকতে পারবে না, সেটা করবে ইউ.পি.এস. নামের একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান!

মাটির নিচে দিয়ে যে ট্রেন যায় সেটাকে বলে সাবওয়ে। এই সাবওয়েতে একজন বোমা মেরেছিল। তাকে আজকে শাস্তি দেয়া হয়েছে, ৯৫ বছরের জেল।

ব্যাংলাডেশ

স্কুলে হোটেলে ফিরে দেখি আমার ছেলে হাসিহাসি মুখে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই সে একটা সুদৃশ্য স্কুলব্যাগ দেখিয়ে বলল, "আজকে স্কুলে এটা আমি প্রাইজ পেয়েছি।"

"তাই নাকি?" পুত্র স্কুলে প্রাইজ পেলে গর্বিত পিতার যেরকম আনন্দে উদ্ভাসিত হতে হয়, ঠিক সেরকম মুখভঙ্গি করে বললাম, "কিসের জন্যে পেলে?"

"এ.টি.অ্যান্ড টি. থেকে কয়েকজন সায়েন্টিস্ট এসেছিল তাদের কম্পিউটার নিয়ে, আমাদেরকে ইন্টারনেট আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব দেখাতে। তখন কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক এইসব নিয়ে প্রশ্ন করেছে— যারা ঠিক উত্তর দিয়েছে তারা এই ব্যাগ পেয়েছে।"

"ভেরি গুড। তোমাদের দেখিয়েছে নেটওয়ার্ক?"

"হ্যাঁ। আমাদেরকে বলেছে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের কম্পিউটারে যাওয়া যাবে। তার পরে আমাদেরকে বলেছে যে-কোনো একটা দেশের নাম বলতে।"

"কোন দেশের নাম বললে তোমরা?"

"বাংলাদেশ ছাড়া আর কী বলব? আমার সব বন্ধুই বলেছে বাংলাদেশ। তারা অবশ্যি বাংলাদেশ বলতে পারে না, বলে ব্যাংলাডেশ।"

"হ্যাঁ, জানি।" এরা 'কার্ডিও পুলমানারি রিসাসিটেশান' বলতে পারে, 'হিবিস্কাস রোজা সাইনানসিস' বলতে পারে, 'বোম্বাক্স মালাবারিকাম' বলতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশ বলতে পারে না, বলে ব্যাংলাডেশ! আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নেটওয়ার্কে বাংলাদেশ খেতে পারলে?"

"পেরেছি। যেই টাইপ করেছে বাংলাদেশ, তখন বাংলাদেশের সব ওয়েব সাইট বের হয়ে এল। বাংলাদেশের ম্যাপ, ফ্ল্যাগ। বাংলাদেশের ছবি।"

আমি খুব সাবধানে একটা নিশ্বাস বুক থেকে বের করে দিলাম। আমি জানি বাংলাদেশে কোনো ওয়েব সাইট নেই, কিন্তু প্রবাসী যেসব বাঙালি আছে তারা সেই দেশের কম্পিউটারে বাংলাদেশের নামে অসংখ্য ওয়েব সাইট তৈরি করে রেখেছে। কেউ 'বাংলাদেশ' টাইপ করলেই সেইসব ওয়েব সাইট হাজির হয়।

স্কুলের বাচ্চাদের সামনে আমাদের দেশের সম্মান রক্ষা হয়েছে আমার সেই প্রবাসী বন্ধুদের জন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৪ মে, শনিবার

খবরের কাগজ

আজকের দুটি হেডলাইন এরকম :

১. স্থানীয় হাসপাতালের যে হেড নার্স রয়েছে তার কাগজপত্র সব ভুয়া।

২. দুজন কিশোর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মানুষের ক্রেডিট কার্ড নম্বর জোগাড় করে সেটা দিয়ে টাকা চুরি করে বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে।

লিবার্টি সায়েন্স সেন্টার

নিউজার্সি শেষ হয়ে যেখানে নিউ ইয়র্ক শহর শুরু হয়েছে ঠিক সেখানে লিবার্টি সায়েন্স সেন্টার নামে চমৎকার একটা বিজ্ঞানের জাদুঘর রয়েছে। যখন আমরা এই এলাকায় থাকতাম সারাবছরের জন্যে টিকিট কাটা ছিল, কোনো উইকএন্ডে কিছু করার না থাকলেই চলে আসতাম এখানে। ভারি মজার মজার জিনিস আছে এখানে। একটি দুটি এরকম :

ভারচুয়াল বাস্কেট বল : কম্পিউটারে আজকাল নানা ধরনের খেলা তৈরি হয়েছে। সব খেলাই খেলতে হয় কম্পিউটারের বাইরে থেকে। লিবার্টি সায়েন্স সেন্টারে একটি বাস্কেটবল খেলার মাঠ রয়েছে যেখানে সত্যিকার মানুষ কম্পিউটারের ভিতরে ঢুকে গিয়ে পরাবাস্তব প্লেয়ারদের সাথে বাস্কেটবল খেলতে পারে।

জায়গাটা একটা খোলা জায়গার মতো, সেখানে কিছুই নেই। অথচ কেউ যদি সেখানে দাঁড়ায় হঠাৎ করে সে দেখতে পাবে সে কম্পিউটারের বিশাল স্ক্রীনে ঢুকে গেছে। শুধু তাই নয়, সে হাত দিয়ে কম্পিউটারের স্ক্রীনের মাঝে থেকে একটা বল নিতে পারবে, প্লেয়ারের সাথে ধস্তাধস্তি করে বাস্কেট করতে পারবে। কেউ যদি খোলা জায়গায় মানুষটির দিকে তাকায় দেখবে মানুষটা হাস্যকর ভঙ্গিতে লাফঝাঁপ দিচ্ছে। কিন্তু যদি কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে তাকায় দেখবে মানুষটিকে স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে যেখানে সে বাস্কেটবল কোর্টে পরাবাস্তব প্লেয়ারদের সাথে খেলছে। সেইসব প্লেয়ার বল কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে, বাস্কেট করার চেষ্টা করলে লাফিয়ে বলটাকে ধরে ফেলে।

ভারচুয়াল বাস্কেটবল লিবার্টি সায়েন্স সেন্টারের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা, মানুষের— বিশেষ করে বাচ্চাদের এত ভিড় থাকে যে কাছে যাওয়ার উপায় নেই। আজকে মোটেই ভিড় ছিল না, তাই খানিকক্ষণ বাস্কেটবল খেলে দেখলাম। বলগুলি একটু আঠালো ধরনের, স্ক্রীনে সেটা হাতের সাথে লেগে থাকতে চায়, খুব কায়দা করে না ছুড়লে বাস্কেট করা খুব শক্ত। প্রতিপক্ষ, কম্পিউটারে পরাবাস্তব প্লেয়ার খুব দুর্ধর্ষ প্লেয়ার, আমাকে সহজেই হারিয়ে দিল। কম্পিউটারের ভিতর থেকে অসংখ্য দর্শক আমাকে হারানোর আনন্দে যে হর্ষধ্বনি করল সেটা শোনা গেল অনেকদূর থেকে!

অন্ধকার টানেল : লিবার্টি সায়েন্স সেন্টারের আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে অন্ধকার টানেল। অন্ধকার কথাটা আমরা সবাই ব্যবহার করি, তার মানে কী সেটাও আমরা জানি। কিন্তু আমার ধারণা পুরোপুরি অন্ধকার পৃথিবীর খুব কম মানুষই দেখেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখানে পুরোপুরি অন্ধকার একটা টানেল রয়েছে, সেখানে একদিক দিয়ে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে যেতে হয়। টানেলটা উপরে নিচে ডানে বাঁয়ে হঠাৎ হঠাৎ ঘুরে গেছে, দেয়ালে হাত দিয়ে দিয়ে আন্দাজ করে নিতে হয়। ভিতরে এত নিকষ কালো অন্ধকার যে আক্ষরিক অর্থে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। ভিতরে ঢুকেই মনে হয় আর কোনোদিন বুঝি সেখান থেকে বের হতে পারব না, অন্ধকার গোলকধাঁধায় চিরদিনের মতো আটকা পড়ে গেলাম। আমার সামনে ছিল বাচ্চা একটা মেয়ে, সাহস করে সে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু খানিকদূর গিয়েই সে ভয়ে আতঙ্কে রক্ত-শীতল-করা একটা চিৎকার দিল। সাথে সাথে ভিতরে টুক করে একটা আলো জ্বলে ওঠে, দেয়াল থেকে একটা দরজা খুলে যায়, আর একজন মানুষ এসে ঢুকল মেয়েটাকে কোলে করে বের করে নেয়ার জন্যে। মেয়েটাকে সরিয়ে নেবার পর ভিতরে আবার ঘুটঘুটে কুচকুচে কালো অন্ধকার।

জায়গাটা খুব বড় নয়, কিন্তু বের হয়ে মনে হল ভিতরে বুঝি এক যুগ কাটিয়ে ফেলেছি! বাইরে এসে দেখি কাছেই একটা টিভি স্ক্রীন, ভিতরে নিশ্চয়ই কোথাও ইনফ্রারেড একটা ক্যামেরা লাগানো রয়েছে, সেই ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে সবাই অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে যাচ্ছে, মুখ ভয়ে আতঙ্কে পাংশুবর্ণ। টিভি স্ক্রীনে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, অথচ যাদের দেখছি তারা ঘুটঘুটে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিচ্ছে— ব্যাপারটার মাঝে খুব একটা কৌতুকের ব্যাপার রয়েছে বের হয়ে আসার পরেই শুধু সেটা টের পেলাম।

ওমনি থিয়েটার : থিয়েটার বলতে সাধারণত আমরা বুঝি স্টেজের নাটক, কিন্তু লিবার্টি সায়েন্স সেন্টারে সেটি হচ্ছে একধরনের সিনেমা। সিনেমা-হলটি একটা বিশাল গোলকের মতো। সবাই ভিতরে বসে এবং সিনেমাটি চারিদিকে দেখানো হয়, যারা ব্যাপারটি না দেখেছে তারা এটা দেখার অভিজ্ঞতা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না। পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার একটা দৃশ্যের কথা মনে আছে যখন নিচে পড়ে যাবার আতঙ্কে মানুষজন সিটকে খামচে ধরে রেখে আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলে—ছোট বাচ্চাদের চিৎকারের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

পৃথিবীর অনেক জায়গাতে এরকম থিয়েটার রয়েছে, তবে দাবি করা হয় লিবার্টি সায়েন্স সেন্টারের ৮৮ ফুট ব্যাসের এই স্ক্রীনটি এদেশের সবচেয়ে বড় স্ক্রীন। লিবার্টি সায়েন্স সেন্টারে এলেই আমরা এই স্ক্রীনে একটা সিনেমা দেখে যাই, এবারে যেটা দেখলাম তার নাম— দি সিক্রেট অফ লাইফ অন আর্থ— পৃথিবীর জীবনের রহস্য। স্ক্রীনে ৮৮ ফুট বড় বড় পোকামাকড় দেখে আত্মা শুকিয়ে যায়, মনে হয় এই বুঝি স্ক্রীন থেকে লাফিয়ে বের হয়ে মড়াৎ করে আমাদের ঘাড়টা ভেঙে কচকচ করে খেয়ে ফেলল।

মাকড়শা : মাকড়শার সাথে আমার কোনো প্রেম নেই। সে-মাকড়শা যত ছোটই হোক আর যত বড়ই হোক আমি তার থেকে শতহস্ত দূরে থাকি। আমি সম্ভবত জ্যান্ত বাঘের সাথে এক খাঁচায় থাকতে পারব, কিন্তু মাকড়শার সাথে এক ঘরে নয়।

মাকড়শার জন্যে আমার প্রবল বিতৃষ্ণার কারণেই কি না জানি না, লিবার্টি সায়েন্স সেন্টারে এলেই আমি পোকামাকড়ের ঘরটিতে সাজিয়ে রাখা মাকড়শাগুলিকে একনজর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে যাই। পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বড় যে মাকড়শা, যেগুলি হাতের তালুর মতো বড়, মোটা এবং রোমশ, যাদের নাম টারেনশুলা সেগুলিকে এখানে সাজিয়ে রাখা হয়।

আজকে গিয়ে দেখি পোকামাকড়ের বিভাগের দায়িত্বে যিনি আছেন তিনি আজকে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে সবাইকে বিশাল গোবদা একটি গাঢ় খয়েরি রঙের রোমশ টারেনশুলাকে স্পর্শ করতে দিচ্ছেন। এই মাকড়শাগুলি বেশি মোটাসোটা বলেই কি না জানি না ছোটছুটি করে না, তাকে কেউ আদর করতে চাইলেও বাড়াবাড়ি আপত্তি করে না। মাকড়শাটির সামনে একগাদা বাচ্চাকাচ্চা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে এবং একজনের পর আরেকজন টারেনশুলার পিঠ চাপড়ে তাকে আদর করে যাচ্ছে।

যে-ভদ্রলোক পোকামাকড় বিভাগের দায়িত্বে আছেন, শুনতে পেলাম তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিচ্ছেন, বলছেন, "এই মাকড়শাকে তোমরা ইচ্ছে করলে হাতে নিতে পার, দেখবে এটা হেঁটে হেঁটে হাত বেয়ে উপরে উঠে আসবে। তবে সাবধান, হাত থেকে যেন নিচে ফেলে দিও না, এটা উপর থেকে পড়ে গেলে ফেটে যায়।"

ঘেন্নায় আমার বমি করে ফেলার মতো অবস্থা হচ্ছিল, তার মাঝে শুনতে পেলাম আমার ছেলে গদগদ স্বরে বলছে, "আমি হাতে নেব, আমি হাতে নেব—"

আমি তখন যেটা কোনোদিন করি নি সেটা করলাম, তার শার্টের কলার চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে চক্ষু রক্তবর্ণ করে বললাম, "খুন করে ফেলব।"

উচ্চতা : লিবার্টি সায়েন্স সেন্টারে একটা উচ্চতামাপক যন্ত্র রয়েছে, তার নিচে দাঁড়ালেই সেটি উচ্চতা মেপে সেটা আবার একটা কণ্ঠস্বরে বলে দেয়। যন্ত্রটির মাঝে খানিকটা রসবোধ ঢোকানো আছে এবং সেটা রসিকতা করার চেষ্টা করে। আমি দুই হাত উপরে তুলে নিচে দাঁড়ালাম, যন্ত্রটি আমার উঁচু করে রাখা হাতকে পুরো উচ্চতা ভেবে বলল, "তোমার উচ্চতা সাত ফুট তিন ইঞ্চি। সর্বনাশ! তুমি এখানে কী করছ? বাস্কেটবল টিমে নাম লেখাও, বছর বছর মিলিওন মিলিওন ডলার কামাই করতে পারবে।"

খুঁটিনাটি : লিবার্টি সায়েন্স সেন্টারের অসংখ্য প্রদর্শনীর কথা বলে শেষ করা যাবে না, সম্ভবত তার প্রয়োজনও নেই। প্রদর্শনীর মাঝে অসংখ্য চোখ-ধাঁধানো জিনিস রয়েছে সত্যি, তার পাশাপাশি রয়েছে অত্যন্ত সাধারণ কিছু জিনিস, দুটি বড় বড় আয়নাকে পাশাপাশি রেখে তৈরি হয়েছে "অসীম কক্ষ" —সেখানে পা দিলেই দেখা যায় অসংখ্য প্রতিফলনের পর প্রতিফলন হয়ে ঘরের দেয়াল অসীম শূন্যে মিলিয়ে গেছে। তিনটি বড় বড় আয়না দিয়ে মানুষের সাইজের ক্যালিডাইস্কোপ তৈরি করা হয়েছে, ভিতরে দাঁড়ালে দেখা যায় নিজের অসংখ্য প্রতিফলন, মনে হয় বুঝি কোনো ঘরে শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে! সাবানের ফেনা দিয়ে বিশাল বুদবুদ তৈরি করার ব্যবস্থা রাখা আছে, সেই বুদবুদ এত বড় যে বাচ্চারা তার ভিতরে ঢুকে যেতে পারে! একটা এরারোখেবরো দেয়াল তৈরি করে রাখা আছে, বাচ্চারা খামচাখামচি করে সেই দেয়াল বেয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করছে।

প্রদর্শনীর সবচেয়ে মজার ঘরটি হল জঞ্জালের ঘর। পৃথিবীর যত পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতি সব এখানে গাদা করে রাখা আছে। বাচ্চারা সেগুলি টেবিলে রেখে হাতুড়ি দিয়ে মারছে, স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে খুলছে, টানাটানি করছে—সম্পূর্ণ অর্থহীন একধরনের খাঁটি আনন্দ!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যারা এখানে ভিড় জমিয়েছে সবাই আট নয় দশ বছরের বাচ্চা— নাহয় আমিও যে বসে আছি সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

৫ মে, রবিবার ১৯৯৬

খবরের কাগজ

আজকের খবরের হেডলাইন এরকম :

১. টেনিসিতে ব্রান্ডেনবার্গ শহরের টর্নেডো এসে আঘাত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মাঝামাঝি অঞ্চল টর্নেডোর জন্যে কুখ্যাত। বছরের এই সময়ে অসংখ্য টর্নেডো এসে আঘাত করে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা শুরু করে দেয়।

২. কম্পিউটারে বেআইনি অনুপ্রবেশ খুব বেড়ে গেছে। যেহেতু আজকাল নেটওয়ার্কিং করে পৃথিবীর সব কম্পিউটার একটার সাথে আরেকটা জুড়ে দেয়া আছে, কাজেই যে-কেউ এখন যে-কোনো কম্পিউটারে বেআইনিভাবে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে, অনেকবার তারা সত্যি সত্যি অনুপ্রবেশ করে ফেলছে।

আজকে যে-দুটি হেডলাইন ছেপেছে তার মাঝে প্রথমটি খবর, দ্বিতীয়টি নয়।

মৃত্যুদিবস

আজ ৫ মে, আমার বাবার মৃত্যুদিবস। পঁচিশ বছর আগে উনিশ শো একাত্তর সালে এই দিনে পাকিস্তানি মিলিটারিরা আমার বাবাকে মেরে ফেলেছিল। সকালে উঠে আমার ছেলেমেয়েকে কথাটা বলতেই আমার মেয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজকে কি তোমার খুব মন-খারাপ?"

"না। আগে আমার খুব মন খারাপ হত। এখন হয় না।"

"কেন হয় না?"

"অনেকদিন হয়ে গেছে তাই। এখন যখন আমার বাবার মৃত্যুদিবস আসে আমি আর সব ভালো ভালো জিনিসগুলির কথা ভাবি। আমার সেটাই ভালো লাগে।"

"তার অনেক ভালো ভালো জিনিস ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কী কী? বলবে কয়েকটা?"

"যেমন মনে করো মানুষটা দেখতে অসম্ভব সুন্দর ছিল, একেবারে রাজপুত্রের মতো। অসম্ভব হাসিখুশি মানুষ ছিল, সেন্স অব হিউমার ছিল সাংঘাতিক। খুব সুন্দর গল্প লিখতে পারত—তোমাদের বড়চাচা যে এত বড় সাহিত্যিক হয়েছে সেটার কারণ হচ্ছে এই মানুষটা। খুব গান শুনতে ভালবাসত, তোমাদের ফুপুরা যখন গান গাইত আমরা সবাই তখন গোল হয়ে বসতাম, আর আমাদের একটা হরিণ ছিল, সেই হরিণটা তখন হাঁটি হাঁটি পা করে আমাদের কাছে আসত, তখন ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসত আর...."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বলেছিলাম এই দিনটিতে আমি মন-খারাপ করব না, কিন্তু হঠাৎ করে কেন জানি মন-খারাপ হয়ে গেল।

৬ মে, সোমবার

খবরের কাগজ

আজকের খবরের কাগজের দুটি হেডলাইন এরকম :

১. কিডনি অপারেশান করে দুটি বিড়ালের প্রাণরক্ষা করা হয়েছে। ভার্জিনিয়ার স্যান্ডি এবং পিটন কার এই অপারেশন করার জন্যে খরচ করেছেন পাঁচ হাজার ডলার।

২. ক্লাইড এবং কেন্ডি রোট্রামাল বিয়ে করেছে হাইওয়ে ৫০-এর লেফট টার্ন নেয়ার রাস্তায়। ঠিক এখানে মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল ছেলেটি। রাস্তার পাশে যখন তারা বিয়ে করছিল হুশহাশ করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল তাদের দুই পাশ দিয়ে।

উপরের দুটিই খবর, কিন্তু কোনোটাই প্রথম পৃষ্ঠার খবর নয়।

ঠাণ্ডা

আজ মে মাসের ছয় তারিখ, বাংলা মাসের হিসেবে বৈশাখ মাস। বৈশাখ মাসে কাঠফাটা গরম থাকার কথা, কিন্তু এখানে হঠাৎ করে ভয়ংকর ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। আমি এরকম ঠাণ্ডার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, যে-ঠাণ্ডায় শরীরের ভিতরে হাড় পর্যন্ত জমে যায়! গরমের সময় এসেছি বলে জরুরি প্রয়োজনের জন্যে হালকা সোয়েটার নিয়ে এসেছি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে পুরো পার্কা নিয়ে আসা উচিত ছিল। খবরে শুনছি নিউজার্সির উত্তরের দিকে কোনো কোনো জায়গায় তাপমাত্রা শূন্যের নিচে নেমে গেছে— শুনেই আমার আত্মা শুকিয়ে যাবার অবস্থা।

আমি গরম দেশের মানুষ, বরফ তুষারে মোটে আভ্যাস নেই। নিরাপদ জায়গায় বসে তুষারপাত দেখতে বেশ লাগে, ভালো করে তুষার পড়লে সেটা দিয়ে স্নো-ম্যান তৈরি করাও মোটামুটি একটা মজার কাজ। তুষার পড়ে যখন রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায় তখন ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে রগরগে একটা বই নিয়ে আগুনের আঁচে বসে সময় কাটাতেও মন্দ লাগে না। এতসবের পরেও আমি শীতকে ভয় পাই, আমার ব্যক্তিগত ধারণা আমার ভিতরে খানিকটা সরীসৃপের রক্ত আছে, তাই সরীসৃপের মতোই ঠাণ্ডা পড়লে আমি জবুথবু হয়ে যাই। বৈশাখ মাসে নিউজার্সির এই শীতে আমি একেবারে কাবু হয়ে গেলাম।

শীত নিয়ে আমার নানা ধরনের অভিযোগ শুনে বেল কমিউনিকেশান্সে আমার এককালীন সহকর্মী হাওয়ার্ড হাহা করে হেসে বলল, "শীতের সময় বরফের উপর কত রকম খেলাধুলা করা যায় তুমি জান?"

আমি হাতজোড় করে বললাম, "রক্ষে কর।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি কখনও স্কী কর নি?"

আমি প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললাম, "যতক্ষণ পর্যন্ত প্লাস্টিক দিয়ে উষ্ণ তাপমাত্রার কৃত্রিম তুষার তৈরি না হচ্ছে আমি স্কী করতে যাচ্ছি না।"

হাওয়ার্ড হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আর কিছু না হোক, তুষার তো দেখতে সুন্দর। আমি যে লগ-হাউস তৈরি করেছি, শীতের সময় সেখানে বসে অরণ্যে তুষার দেখতে কী চমৎকার লাগে!"

"লগ-হাউস?" আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুমি লগ-হাউস তৈরি করেছ?" আমার ধারণা ছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের এবং লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডারের প্রেইরির সেই কুটিরগুলিই বুঝি গাছের গুঁড়ি বা লগ দিয়ে তৈরি হয়! সত্যি সত্যি এই আধুনিক যুগে কেউ যে গাছের গুঁড়ি বসিয়ে বাড়ি তৈরি করতে পারে আমার ধারণার মাঝে ছিল না।

হাওয়ার্ড তখন আমাকে তার লগ-হাউসের গল্প শোনাল। যদিও নির্জন বনে গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি, তার মাঝে আধুনিক জীবন-যাপনের সবকিছু তো আছেই, এমনকি স্যাটালাইট ডিশ এবং উষ্ণ স্নানের জন্যে জাকুজিও রয়েছে। আমাকে চোখ কপালে তুলতে দেখে সে পকেট থেকে চাবির রিং বের করে চাবি খুলে দিতে দিতে বলল, "জঙ্গলে থাকলেই যে কষ্ট করে থাকতে হবে কে বলেছে! এই নাও চাবি, এই উইকএন্ডে তুমি তোমার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে থেকে এসো।"

আমি চাবি ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "যদি কখনো সুযোগ হয় নেব—এখন থাক।"

শুধু হাওয়ার্ড নয়, আমি অন্য আমেরিকানদেরকেও মানুষদের এরকম বিশ্বাস করতে দেখেছি। এরা মুখের কথায় বাড়ি, গাড়ি, সম্পত্তি, ক্রেডিট কার্ড আরেকজনের হাতে তুলে দেয়। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস একটা চমৎকার ব্যাপার। আমার মনে হয় সেটা হতে পারে কোনো মানুষ যখন নিজেকে বিশ্বাস করে তখন—ধরে নেয় অন্যেরাও বুঝি তার মতন।

হাওয়ার্ডের কথা যখন বলছিই, তার আরেকটু পরিচয় দেয়া দরকার। আমার দেখা মানুষদের মাঝে সে হচ্ছে সবচেয়ে বড়, দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে তার সমান অন্য কাউকে এখনও আমি দেখি নি। এই বিশাল দেহ নিয়ে সে ছাগলছানার মতো ক্ষিপ্র। প্রতিদিন বিকেলে ফুটবল খেলে (আমাদের দেশের ফুটবল যেখানে গোলে বলকে লাথি মেরে মেরে নেয়া হয়, আমেরিকান ফুটবলে সেখানে লাউয়ের মতো একটা বল নিয়ে নৃশংস মারামারি করা হয়)। আমেরিকায় ফুটবল খেলা পরিচিত নয় বলে প্লেয়ার পাওয়া মুশকিল, বেচারার জন্যে সে আমাকে প্রায়ই সাধাসাধি করে। হাওয়ার্ডের দিকে একনজর দেখেই আমি সবিনয়ে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি, হাওয়ার্ডের সাথে ফুটবল খেলা আর পাটশলা নিয়ে ট্যাংকের সাথে যুদ্ধ করার মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

কুকুরছানার পার্টি:

বিকেলে প্যাট্রিশিয়ার বাসায় ফোন করে তাকে পাওয়া গেল না। তার বাচ্চারা জানাল সে কুকুরের বাচ্চাদের পার্টিতে গিয়েছে। একজন মহিলার কুকুরের এগারোটি বাচ্চা সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগারোজনকে দিয়েছে—প্যাট্রিশিয়া তাদের একজন। কুকুরের বাচ্চাগুলি কেমন আছে, কত বড় হয়েছে দেখার জন্যে সেই মহিলা তার বাসায় পার্টি দিয়েছে—সবাই তাদের কুকুরের বাচ্চা নিয়ে গিয়েছে সেই পার্টিতে।

মানুষের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না জানি না— কুকুরের বাচ্চাগুলির জন্যে নাকি নানারকম উপাদেয় খাবার রাখা হয়েছে।

৭ মে, মঙ্গলবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইনগুলি এরকম :

১. সতেরো বছর পর সিকাডারা আবার আসছে! সিকাডা হচ্ছে ঘাসফড়িং-এর মতো একধরনের পোকা। এগুলি মাটির নিচে থাকে, সতেরো বৎসর পরপর বের হয়ে এসে বিকট চেঁচামেচি শুধু করে দেয়। তারা এমন বিকট শব্দ করতে থাকে যে কানের বারোটা বাজিয়ে দেয়। সিকাডাগুলি বের হবে গরম পড়লে, আবার শীতের আগে বংশবৃদ্ধি করে সতেরো বৎসরের জন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

২. রাটগার্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রফেসর একটা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে। তার একটা বই বের হয়েছে, সেখানে কী একটা ভুল রয়ে গেছে, সেই ভুলটার কথা চিন্তা করতে করতে তার মাথা বিগড়ে গিয়ে এই ঘটনা!

আজকের দুটি খবরের দুটিই সম্ভবত হেডলাইন হিসেবে আসতে পারে। সিকাডার হেডলাইনটি অবশ্যি ঠিক খবর নয়, এটি একটি প্রতিবেদন হতে পারত। সিকাডারা যদিও সতেরো বৎসর পরপর বের হয়ে আসে, কিছু কিছু সিকাডা (মনে হয় হিসেবে ভুল করে) আগেই বের হয়ে আসে। ১৯৮৮ সালে সেরকম অঙ্কে কাঁচা কিছু সিকাডা বের হয়ে এসে দিনরাত বিকট স্বরে শব্দ করে গেছে। শব্দটা ঝিঁঝিপোকার ডাকের মতো, কিন্তু তার থেকে অনেক কর্কশ এবং অনেক জোরে, শুনে মনে হয় কোথাও মেশিনগানের গুলি হচ্ছে। '৮৮ সালের ভুল হিসেবে বের হওয়া সিকাডাদের দিয়েই যদি এই অবস্থা হয়, এই বছর গ্রীষ্মে কী হবে কে জানে!

রেডিও

শুনে একটু অবাক হওয়ার কথা যে আমেরিকাতে মানুষ খুব রেডিও শোনে। রেডিও এবং টেলিভিশনের মাঝে টেলিভিশন এত শক্তিশালী মাধ্যম যে তার সামনে রেডিও পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবার কথা— কিন্তু সেটা হয় নি। তার একটা কারণ রয়েছে, সেটা হচ্ছে গাড়ি। এদেশে মানুষ তার জীবনের একটা বড় অংশ একা একা গাড়িতে কাটায়। এই দীর্ঘ সময় কাটানোর জন্যে তাদের আসলে রেডিও শোনা ছাড়া অন্য কিছু করার নেই। গাড়িতে টেলিভিশন বসিয়ে দেওয়া দুঃসাধ্য কিছু নয়, সেটা গাড়ির ড্রাইভারের জন্যে বিপদ ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু করবে না। কাজেই তাদের হাত বাড়াতে হয়েছে রেডিওর দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদেশের রেডিও আমাদের দেশের রেডিও থেকে ভিন্ন. সেখানে একজন বা দুজন থাকে তাদেরকে বলে ডিস্ক জকি এবং তারা নিজেদের মাঝে কিংবা শ্রোতাদের সাথে কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠান চালাতে থাকে। ব্যাপারটার একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমি রেডিও অন করে ফ্রী ওয়ে দিয়ে সত্তর থেকে আশি মাইলে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, গাড়ির ক্যাসেট-প্লেয়ারে শোনার জন্যে যে-দুটি রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট জোগাড় করেছিলাম সেগুলি এতবার শোনা হয়ে গেছে যে এখন আর শুনতে ইচ্ছে করছে না, তাই বোতাম টিপে একটা রেডিও স্টেশন চালু করেছি। একটা গান হচ্ছে, ভাঙা গলার কোনো একজন পুরুষ "বেবে বেবে বেবে..." বলে বিকট সুরে চিৎকার করতে করতে একসময় থেমে পড়ল এবং ঠিক তখন পুরুষকণ্ঠে ডিস্ক জকি বলল, "কেমন লাগল গানটা সিন্ডি?" সিন্ডি নামের মহিলা বলল," আ-হা—কী গান! দিনে আমি একশোবার শুনতে পারি এই গান!"

পুরুষ : "খাঁটি কথা, কিন্তু শ্রোতাদের তো আর একটা গান একশোবার শোনাতে পারি না।"

মহিলা : "তা ঠিকই বলেছ। অনেকক্ষন কান্ট্রি সং শোনা হয় না, এবারে একটা কান্ট্রি সং দেয়া যাক।"

পুরুষ : "হু হু হুম-ম্-ম্। এই যে একটা গান আছে। উইলি নেলসনের, একটু পুরানো গান, কিন্তু একেবারে আসল মাল।"

মহিলা : "দাও, এইটাই দাও।" এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে, "আচ্ছা, আজকে বাইরে আবহাওয়া কেমন?"

পুরুষ : "চমৎকার! ঝকঝকে রোদ, তাপমাত্রা পঁচাত্তর, একেবারে বীচে গিয়ে শুয়ে থাকার আবহাওয়া। তুমি কি এ-বছর বীচে গিয়েছ?"

মহিলা : "না, এখনও যাই নি। বীচের কথাই যখন বললে, নূতন একধরনের সুইম স্যুট বের হয়েছে জান? শরীরের প্রায় পুরোটাই দেখা যায়—"

পুরুষ : (হাসি) "পুরোটা তো আগেই দেখা যেত—"

মহিলা : "এখন আরও বেশি দেখা যায়। খুব চলছে বাজারে।" সুর পালটে, "তুমি আজকের খবরের কাগজ দেখেছ?"

পুরুষ : "না, এখনও দেখি নি। কেন, কী হয়েছে?"

মহিলা : "পাঁচ হাজার মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সবচেয়ে সুন্দর পাছা কার। তাদের মাঝে শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন কার নাম বলেছে জান?"

পুরুষ : "কার?"

মহিলা : "প্যাট্রিক সোয়েজ!"

পুরুষ : কোনো কথা না বলে শুধু শিস দেবার মতো শব্দ করল।

মহিলা : "প্যাট্রিক সোয়েজের পাছা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে দর্শনীয়!" (শ্রোতাদের উদ্দেশে) "শ্রোতারা— তোমরা চলে যেও না, এক্ষুণি আমরা উইলি নেলসনের গান দেব। গানের শেষে তোমাদের বলব, প্যাট্রিক সোয়েজের পাছার পর দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কার পাছা।"

রেডিওতে গান শুরু হয়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিনলিপি

আজকের দিনটি ছিল মোটামুটি সাদামাটা, বাচ্চারা স্কুলে গেছে, সেখান থেকে ছেলেটিকে নিয়ে গেছে স্ট্যাচু অভ লিবার্টিতে। এক হাতে মশাল অন্য হাতে বইপত্র নিয়ে যে বিশাল মহিলার মূর্তি সমুদ্রের একটা দ্বীপের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। মেয়েটিকে নিয়ে গেছে প্ল্যানেটরিয়ামে। সব স্কুল এখন তাদের শিক্ষাবর্ষশেষের দিকে চলে আসছে, শীত কেটে উষ্ণ দিনও এসে যাচ্ছে, তাই প্রায় প্রত্যেক দিনই তারা কোথাও-না-কোথাও যাচ্ছে।

আমি দিনটিতে আমার নিজের কাজ শেষ করে রাতে হোটেলের নিভাঁজ বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে কিছু একটা লেখার চেষ্টা করছি। সাদা কাগজে নূতন একটা সায়েন্স ফিকশান-এর নামটা শুধু লেখা হয়েছে, "পৃ" — তারপর আর কিছু এগোয় নি।

৮ মে, বুধবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন নিউজার্সি এলাকায় এসে সিগারেট খাওয়ার বিরুদ্ধে বিশাল বক্তৃতা দিয়ে দিনটিকে "কিক বাট ডে" হিসেবে ঘোষণা করেছেন। "কিক বাট" কথাটির অর্থ দুরকম, আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, "পাছাতে লাথি দাও"। তবে সিগারেটের গোড়াকেও এদেশে যেহেতু "বাট" বলে, কাজেই এখানে এর অর্থ "সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস দূর করো।"

২. একজন মানুষ তার বোনটিকে চাকু দিয়ে তেত্রিশবার আঘাত করে মেরে ফেলেছে, বোনটির দোষ যে সে একজন মেক্সিকান মানুষের সাথে প্রেম করত। মানুষটি সম্ভবত স্কিতজোফ্রেনিক, আজকে তার বিচার শুরু হয়েছে।

দুটিই খবর, কিন্তু হেডলাইনে আসার মতো নয়।

স্যার

আজকে বেল কমিউনিকেশান্সে যেতেই আমার বন্ধু জি.কে. বলল, "দেশ থেকে তোমার নামে ই-মেইল এসেছে। তোমার অ্যাকাউন্ট জানে না, তাই আমার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে।"

আমি বললাম, "আসার সময় আমি তোমার ই-মেইলের ঠিকানা দিয়ে এসেছি। কী লিখেছে?"

"আমি পড়ি নি, তোমার চিঠি তুমিই পড়ো। তবে—"

"তবে কী?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বুঝতে পারি নি, ভেবেছিলাম আমার ই-মেইল তাই পড়তে শুরু করেছিলাম। তোমাকে সম্বোধন করেছে স্যার।"

আমরা কথা বলতে বলতে জি.কে.-র অফিসে তার কম্পিউটারের উপর ঝুঁকে দেশ থেকে আসা চিঠি পড়ছি তখন জি.কে. আবার জিজ্ঞেস করল, "কে লিখেছে?"

"আমার একজন সহকর্মী। আরেকজন শিক্ষক।"

জি.কে. চোখ কপালে তুলে বলল, "আরেকজন শিক্ষক তোমাকে স্যার বলে ডাকে?"

আমি মাথা নাড়লাম। জি.কে.-র ঘরে তখন আর কয়েকজন এসেছে অন্য কাজে। আমাদের কথোপকথন শুনে একটু এগিয়ে এসে বলল, "কী বললে? জাফর ইকবালের সহকর্মীরা তাকে স্যার ডাকে?"

আমি মাথা নাড়লাম, "বাচ্চা কমবয়সি শিক্ষক তাই আমাকে স্যার ডাকে। আমাদের দেশে তা-ই নিয়ম। আমিও আমার থেকে বয়সি শিক্ষকদের স্যার ডাকি।"

"শিক্ষকরাই যদি তোমাকে এত সম্মান করে তা হলে ছাত্ররা? ছাত্ররা কী করে?"

"আমাদের দেশে ছাত্ররাও শিক্ষকদের অনেক সম্মান করে। মনে করো তারা সিগারেট খাচ্ছে, হঠাৎ যদি আমাকে দেখে চট করে সিগারেট লুকিয়ে ফেলবে।"

"লুকিয়ে ফেলবে?" একজন চোখ কপালে তুলে বলল, "কেন?"

"মনে করা হয় গুরুজনদের সামনে সিগারেট খাওয়া বেয়াদপি।"

"কী আশ্চর্য! চা-কফির বেলায়? তোমাদের দেখলে ছাত্ররা কি চা-কফি ঢেলে ফেলে দেবে?"

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, "না, চা-কফি খেতে পারে।"

"তোমাকে আর কী কী করে সম্মান দেখায়?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "যেমন মনে করো আমি যখন ক্লাস নেবার জন্যে যাই তখন সব ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে যায়।"

"দাঁড়িয়ে যায়? খোদার কসম?"

"খোদার কসম। সবাই দাঁড়িয়ে যায়, আমি যতক্ষণ বসতে না বলি তারা বসতে চায় না।"

"আর কী কী করে?"

আমাকে খানিকক্ষণ ভাবতে হল, আমাদের কালচারে শিক্ষক কিংবা বয়স্কদের আরও নানাভাবে সম্মান দেখানো হয়, ব্যাপারগুলি এত স্বাভাবিক যে সেটা যে কাউকে বলা যায় আমার কখনো মনে হয় নি। আমি খানিকক্ষণ ভেবে বললাম, "আমার সাথে যখনই কোনো ছাত্রছাত্রীর দেখা হয় তারা আমাকে সালাম দেয়।"

"সালাম? সেটা কী?"

আমাকে সালাম দেয়ার পদ্ধতিটা বুঝিয়ে দিতে হল। পৃথিবীর সব দেশেই পরিচিত কাউকে দেখলে সম্ভাষণের রীতি আছে, কিন্তু আমাদের সালাম দেয়ার সময় হাত উপরে তোলা এবং যিনি সালাম নিচ্ছেন তাঁরও মাথা ঝোঁকানোর একটা ব্যাপার আছে। পুরোটা বুঝিয়ে দিতে গিয়ে আমি একটু হেসে বললাম, "তোমাদের একটা জিনিস বলি।"

"কী জিনিস?"

"যখন আমি আমেরিকায় ছিলাম তখন মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতাম ঘাড় ব্যথা করছে, এটাকে ডানে-বাঁয়ে নাড়াতে পারছি না। ডাক্তার বলেছিল প্রতিদিন ঘাড়ের ব্যায়াম করতে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় ডানে বামে করবে পঞ্চাশবার, উপরে-নিচে পঞ্চাশবার। আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল, অনেক জরুরি কাজই করতে ভুলে যাই, কাজেই ঘাড়ের ব্যায়াম আর কখনো করা হয়ে ওঠে নি, তাই কয়দিন পরেপরেই ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করতাম, ঘাড় ব্যথা। আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে যাবার পর দেড় বছর হয়ে গেল আমার ঘাড় নিয়ে কোনো সমস্যা হয় নি, কেন জান?"

শ্রোতৃবর্গ উৎসুক চোখে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"ছাত্রদের সালাম নেয়ার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে নিতে হয়, আমার দৈনিক ব্যায়ামের পুরোটাই হয়ে যাচ্ছে এভাবে। দিনে কয়েকশো ছাত্রছাত্রীর সালাম নিচ্ছি আমি।"

সবাই হোহো করে হেসে উঠল।

বিদেশি

দুপুরে সবাই মিলে লাঞ্চ খাচ্ছি, আমাদের সাথে বসেছে ভাসিলিয়েচ নামের একজন, সে ল্যাবরেটরির উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। জাতিতে সম্ভবত গ্রীক, কথায় একটা গ্রীক গ্রীক ভাব রয়েছে। সে যে-রিসার্চ দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা নূতন ধরনের একটি ব্যাটারি তৈরি করেছে, ব্যাটারিটি ওজনে খুব হালকা বলে সেটার গুরুত্ব খুব বেশি। পৃথিবীর আর কেউ জানুক কি না-জানুক ঢাকা শহরের সবাই জানে গাড়ির ধোঁয়া এবং পোড়া পেট্রলের গন্ধ কী জিনিস। যদি গাড়ি ব্যাটারি দিয়ে চালানো হত সাথে সাথে দুটি ব্যাপার ঘটত— গাড়ি হয়ে যেত নিঃশব্দ এবং গাড়ির ধোঁয়া বলে যে কুৎসিত ব্যাপারটি রয়েছে সেটা অদৃশ্য হয়ে যেত ঢাকা শহরের যে-সমস্যা সেই ধরনের সমস্যা পৃথিবীর বড় প্রায় সব শহরেই রয়েছে, কাজেই ব্যাটারি দিয়ে চালানো যায় যে-গাড়ি সেই গাড়ির দিকে সবারই একটা ঝোঁক রয়েছে। আমি ভাসিলিয়েচকে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাটারির গাড়ি বাজারে ছাড়তে কতদিন?"

"বাজারে তো এখনই পাওয়া যাচ্ছে, দাম সাধারণ গাড়ি থেকে তিন-চারগুণ বেশি, আর তার চাইতে বড় সমস্যা ব্যাটারি চার্জ করার স্টেশন। গাড়ির গ্যাস (এখানে পেট্রলকে বলে গ্যাস, গ্যাসোলিনের সংক্ষিপ্ত) যেমন মোড়ে মোড়ে পাওয়া যায় ব্যাটারির চার্জার তো মোড়ে মোড়ে পাওয়া যায় না।"

"তুমি কখনো ব্যাটারির গাড়িতে চড়েছ?"

ভাসিলিয়েচ আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "চড়ব না কেন? আমাদের বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চেই তো আছে একটা— আমরা একটা তৈরি করেছি না! আমাদের ব্যাটারি লাগাব সেখানে—"

উপস্থিত যারা ছিল তাদের সবাই তখন বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং তার ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যার সাথে সাথে সেটা কীভাবে রাজনৈতিক সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে প্রভাব ফেলবে সেটা নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। একদল বিজ্ঞানীর সাথে কথা বলার এটাই হচ্ছে মজা— তারা তাদের নিজেদের ক্ষেত্রের বাইরেও জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে এতটুকু ভয় পায় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলোচনা ঘুরে যেতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মাঝে সেটা আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় আলোচনায় চলে এল। সারা পৃথিবীর সাথে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে সেই প্রতিযোগিতায় আমেরিকার টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু।

সেটা নিয়ে দীর্ঘ এবং উত্তপ্ত আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছিল— ভাসিলিয়েচ হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বলল, "তোমরা জান এই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি কোথায়?"

"কোথায়?"

"এই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে যে এটা তৈরি হয়েছে বিদেশিদের দিয়ে। এদেশে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষ, সব কালচারের মানুষ পাশাপাশি রয়েছে। এটা হচ্ছে একটা ছোট পৃথিবী। কাজেই অন্য দেশ যখন আমেরিকার সাথে প্রতিযোগিতা করতে যায় তখন তাদের প্রতিযোগিতা করতে হয় আরেকটা পৃথিবীর সাথে। একটা দেশ কি কখনো একটা পৃথিবীর সাথে পারে?"

একজন বলল, "কিন্তু—"

ভাসিলিয়েচ বাধা দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, এই টেবিলটার দিকেই তাকাও। এখানে কে কে আছে দেখো, আমি এসেছি গ্রীস থেকে, চুং এন জা এসেছে চীন থেকে, সুল এসেছে ব্রিটেন থেকে, মায়িডা এসেছে জাপান থেকে, জাফর এসেছে বাংলাদেশ থেকে, কৃষ্ণা এসেছে ভারতবর্ষ থেকে, ইউকান এসেছে কোরিয়া থেকে—"

আমরা একে একে হঠাৎ হাসতে শুরু করলাম, আজ আমাদের মাঝে আমেরিকার কেউ নেই!

৯ মে, বৃহস্পতিবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. ২৬৫ মিলিওন ডলার দিয়ে নিউজার্সির মেডোল্যান্ডে একটা থীম পার্ক তৈরি হবে যার ভিতরে থাকবে অভ্যন্তরীণ পাহাড়, সেই পাহাড়ে থাকবে কৃত্রিম তুষার যেখানে স্কী করা যাবে। থাকবে ভারচুয়াল রিয়েলিটির নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদ, থাকবে দোকানপাট, সিনেমা।

২. এখানে চেইন স্টোর বলে একটা কথা আছে যার অর্থ একই দোকান বিভিন্ন জায়গায় থাকে (বাটার জুতার দোকানের মতো)। সেরকম একটা চেইন স্টোর ছিল যার নাম "ক্রেজি এডি", বাংলায় যার অনুবাদ হবে পাগলা এডি। দোকানটি দিয়েছিল এডি এন্টার নামের একজন মানুষ। দেখা গেছে এই লোক ৪৫ মিলিওন ডলার চুরি করে ইজরায়েল পালিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে আনা হয়েছে—এখন বিচার চলছে।

আজকের হেডলাইনের কোনোটাই খবর নয়। দুনম্বরটা খবর হতে পারত যদি এটা টাটকা খবর হত—খবরটা বাসি, প্রায় বছর দুয়েকের পুরানো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিল ইয়াং

বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে গিয়ে আজকে বিল ইয়াংয়ের সাথে দেখা হল। আমি তিনতলায় যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম বিল ইয়াং অন্য পাশ দিয়ে হেঁটে আসছে। তাকে দেখে আমি হঠাৎ একধরনের আতঙ্ক অনুভব করতে থাকি। আমি জানতাম আজ হোক কাল হোক তার সাথে দেখা হবে এবং আমি সেই মুহূর্তটির কথা ভেবে সবসময় একধরনের আতঙ্ক অনুভব করেছি। বিল ইয়াং আমাকে দেখতে পেয়ে লম্বা পা ফেলে আমার দিকে এগিয়ে এল, আমিও মুখে হাসি ফুটিয়ে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "বিল, কী খবর?"

বিল আমার হাত ধরে বলল, "আমি শুনেছি তুমি বেড়াতে এসেছ। রোজ ভাবি দেখা করব, দেখা হচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, আমিও তা-ই ভাবছি।" আমি অবশ্যি সত্যি কথাটি বলতে পারলাম না যে আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

"কেমন লাগছে তোমার দেশ?"

"ভালো।" আমি তারপর আমার দেশের কথা বললাম। দেশের কথা শেষ করে আমি আবহাওয়ার কথা বললাম, কাজের কথা বললাম এবং হঠাৎ করে আমার নিজেকে বোকার মতো লাগতে থাকে। যে-কথাটি আমি এবং বিল কেউই উচ্চারণ করছি না হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম এখন সেই কথাটি বলতে হবে। কীভাবে বলতে হবে জানি না, কিন্তু বলতে হবে। আমি এসে খবর পেয়েছি তার কলোন ক্যান্সার হয়েছে, অপারেশান করে দেখেছে সেটা লিভার পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই, বিল এখন মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি বললাম, "বিল, আমি জানি না তোমাকে কেমন করে বলব, আমি এসে তোমার কথা শুনেছি। আমি খুব দুঃখিত বিল, আমি খুব দুঃখিত—"

বিল একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ব্যাপারটা আমার জন্যেও খুব কষ্টের।"

"আমি দুঃখিত বিল।"

"তুমি একটা জিনিস জান?"

"কী?"

"সারাজীবন আমি বেঁচে ছিলাম ভবিষ্যতের জন্যে। সামনে একটা কিছু করব সেটা সবসময় আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। যখন কিছু একটা করতে গিয়েছি, করতে পারি নি, তখন ভেবেছি পরের বার করব। জীবনে একটা দুঃসময় এসেছে, নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি যে ভবিষ্যতে দুঃসময় কেটে যাব। আজকের দিনটা আমি বেঁচে ছিলাম আগামীকালের লোভে। এখন কী হয়েছে জান?"

"কী?"

"এখন আমার আর আগামীকাল নেই। আমি বসে বসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারি না। আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।"

আমি নিচের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বিল একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মৃত্যু থেকে ভয়ংকর হচ্ছে এই অনুভূতি। যখন কোনো মানুষ ভবিষ্যতে কী করবে সেটার কল্পনা করতে পারে না, তার জীবনে আর কিছু নেই। তুমি বিশ্বাস করবে না সেটা কী ভয়ংকর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাতনা, কী ভয়ংকর হতাশা—"

আমার হঠাৎ মিসেস জাহানারা ইমামের কথা মনে পড়ল। তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁকে আমরা মিশিগানে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি কথা বলতে পারেন না, আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর হাত ধরে আমি তখন শিশুর মতো কেঁদেছিলাম আর তিনি মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটিয়ে কাগজে লিখলেন, এখন কান্নার সময় নয়, এখন আনন্দের সময়। মৃত্যুর মুখোমুখি এসে তাঁর বুকের ভিতরে কী অনুভূতি ছিল আমি জানি না, কিন্তু তাঁর মুখে ছিল একটি বিচিত্র হাসি।

পৃথিবীর কতজন মানুষ মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে এভাবে হাসতে পারে?

বব স্ট্যানলি

আমি যখন বেল কমিউনিকেশান্স ল্যাবরেটরিতে কাজ করতাম বব স্ট্যানলি ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। ক্যান্সার হয়ে তার ভোকাল কর্ড নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে সে কথা বলতে পারত না— অনেক কষ্ট করে সে কথার কাছাকাছি একধরনের ফিসফিস শব্দ করত, সেটা থেকেই তার কথা বুঝে নিতে হত। বব ছিল কম্পিউটারের জাদুকর এবং একজন অসম্ভব রসিক ব্যক্তি। যেহেতু তার কথা বলা ছিল একটা যুদ্ধের মতো, সে কথা বলত কম, কিন্তু সেই অল্প একটি-দুটি কথা বা শব্দ যে এত হাসির বান ছুটিয়ে দিতে পারত যারা না শুনেছে বিশ্বাস করবে না।

সেই বব স্ট্যানলি একদিন আমাকে বলল, কয়দিন থেকে তার বুকে কাশির মতো হয়েছে, মনে হয় ব্রঙ্কাইটিস। আমি বললাম, "তুমি কাজে আসছ কেন? বাসায় বিশ্রাম নাও। ব্রঙ্কাইটিস যদি নিমোনিয়া হয়ে যায় তখন কী করবে?"

বব স্ট্যানলি বাসায় গেল বিশ্রাম নিতে। পরদিন সে কাজে এল না। তার পরদিন খবর নিলাম ববকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে, তার নিমোনিয়া হয়ে গেছে। নিমোনিয়ায় কাবু একজনকে দেখতে গিয়ে যন্ত্রণা দেয়া ঠিক নয়। আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করে তাকে দেখতে যাব ঠিক করলাম, তখন খবর পেলাম নিমোনিয়া নয়, তার ফুসফুসে ক্যান্সার হয়েছে। যার একবার ক্যান্সার হয় এই কালব্যাধি মনে হয় আজীবন তার পিছুপিছু লোলুপ ভঙ্গিতে অনুসরণ করতে থাকে।

আমি তখন বব স্ট্যানলিকে দেখতে গেলাম। হাসপাতালে আধশোয়া হয়ে সে এবং তার স্ত্রী গভীর মনোযোগ দিয়ে টেলিভিশন দেখছে। আমেরিকান টেলিভিশনের সিটকমে একধরনের গতবাঁধা রসিকতা আছে, বব স্ট্যানলি সেই রসিকতায় হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। হাসপাতালের ঘরটিতে রোগ শোক বা দুঃখের কোনো ব্যাপার নেই।

বব স্ট্যানলির হাসপাতাল আমার বাসা থেকে দশ মিনিটের পথ, আমি প্রায় রুটিন-মাফিক তাকে দেখতে যাই। একদিন দেখে ফিরে আসছি, হঠাৎ সে তার হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি তার হাত ধরলাম, সে করমর্দন করে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "গুডবাই।"

গুডবাই শব্দটি বলে বিদায় নেবার সময়, আমি হঠাৎ করে চমকে উঠলাম।

পরদিন কাজে গিয়ে খবর পেলাম বব মারা গেছে। মানুষ কি সত্যিই মৃত্যুর আগে বুঝতে পারে তারা মারা যাবে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদেশে মৃত্যুর পরের ব্যাপারটি করে খুব সুন্দর করে। প্রথমে মৃতদেহটি প্রিয়জনকে শেষবারের মতো দেখানো হয়। অনুষ্ঠানটির নাম ওয়েক, একটি মৃতদেহ সমাহিত করার প্রতিষ্ঠানে তার আয়োজন করা হয়েছে। ছোট একটা মঞ্চের মতো জায়গায় ববের দেহটি সাজিয়ে রেখেছে। পোশাকে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না, ভুসভুসে জীনস এবং রং-ওঠা সোয়েট শার্ট ছিল তার প্রিয় পোশাক, আজ তাকে পরানো হয়েছে কালো স্যুট, ইস্ত্রি করা শার্ট, লাল রঙের টাই। ববের মুখে সবসময় থাকত ইয়াসির আরাফাতের মতো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, আজ তাকে শেভ করানো হয়েছে, চুল পাট করে আঁচড়ানো। মুখে তার সেই ঠাট্টা করার মতো একটা হাসি, চোখ বন্ধ। ববকে দেখে আমার শুধু মনে হাতে লাগল এক্ষুনি বুঝি চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে সে তার শব্দহীন গলায় একটা রসিকতা করবে।

আমরা যারা ববকে দেখতে গিয়েছিলাম সবাই একে একে তার স্ত্রীর সাথে কথা বললাম। ভদ্রমহিলা নিশ্চিতভাবে তার জীবনের সবচেয়ে বড় শোকের মাঝে রয়েছেন, কিন্তু সেই শোক তিনি করবেন নিভৃতে, আজ আমাদের সামনে তাঁর কালো পোশাক ছাড়া আর কোথাও শোকের চিহ্ন নেই। আমাদের দেখে মৃদু হেসে বললেন, "তোমরা এসেছ। বব থাকলে কী খুশি হত দেখলে!"

আমি বললাম, "মিসেস স্ট্যানলি, আমি খুব দুঃখিত। সবসময় আমার ববের কথা মনে থাকবে। আমার জীবনে আমি ববের মতো একজন রসিক মানুষ দেখি নি।"

ভদ্রমহিলা ফিক করে হেসে ফেলে আমাকে কাছে টেনে বললেন, "তুমি বুঝতে পেরেছ! কী আজব ছিল তার রসবোধ, তাই না?"

আমি মাথা নাড়লাম, ভদ্রমহিলার চোখেমুখে কোনো শোকের চিহ্ন নেই, কিন্তু আমার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল।

পরদিন ববের কফিন নিয়ে সমাধিক্ষেত্রে যাওয়া হল। বিশাল গাড়ির বহর, পুলিশকে আগে থেকে বলে দেয়া আছে, তারা গাড়ির বহরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। দিনের বেলা, কিন্তু সবাই হেডলাইট জ্বালিয়ে রেখেছে, এটাই নিয়ম। সমাধিক্ষেত্রে ববের কফিন নিয়ে আসা হল, আগে থেকে মাটি খুঁড়ে রাখা আছে। আমরা সবাই ঘিরে দাঁড়ালাম, ধর্মযাজক প্রার্থনা করে কফিন নামিয়ে দিলেন নিচে।

মনে আছে ঠিক তখন কী প্রচণ্ড হিমেল বাতাস বইছিল হুহু করে।

লিন কার্টিস

আমি যে-জিনিসটি তৈরি করছি সেটা পরীক্ষা করার জন্যে একটা ছোট সাইজের স্ক্রু দরকার। এসব জিনিস পাওয়া যায় লিন কার্টিসের কাছে। লিন কার্টিস হচ্ছে এই ল্যাবরেটরির সবচেয়ে চৌকস ইঞ্জিনিয়ার। সে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার নয়, জীবন শুরু করেছে টেকনিশিয়ান হিসেবে, কিন্তু তার চমৎকার কাজের পুরস্কার হিসেবে তাকে বিজ্ঞানী-ইঞ্জিনিয়ারদের সমান করে দেয়া হয়েছে। লিন কার্টিস আমাকে স্ক্রুটি খুঁজে দিল, আমি হাতে নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আবিষ্কার করলাম তার মুখটিতে বিষণ্ণতার একটি স্থায়ী ছাপ। আমাদের ল্যাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একসময় লিন কার্টিস ছিল সবচেয়ে হাসিখুশি মানুষ, তার বিশেষ ধরনের একটি হাসি ছিল যেটা শোনা যেত অনেকদূর থেকে। চেহারায় সবসময় আনন্দের একটা ছাপ ঝলমল করত।

আমার চোখের সামনেই হাসিখুশি লিন কার্টিস বিষণ্ন একজন মানুষে পালটে গেছে, ব্যাপারটা ঘটেছে তার মেয়ে মারা যাবার পর। তার মেয়ের বয়স ত্রিশের মতো, তার তিনজন ছেলেমেয়ে—বড়জন পাঁচ, তারপর দুই এবং ছোটটি একেবারে ছোট। ৪ জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস সবসময় সে-রাতে আকাশে বাজি ফোটানো হয়, লিন কার্টিসের মেয়ে তার বাচ্চাদের নিয়ে বাজি ফোটানো দেখে ফিরে আসছে। গাড়ি চালাচ্ছে তার স্বামী, একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হল। লিন কার্টিসের মেয়ে ছোট একটা আর্তনাদ করে ঢলে পড়ল সাথে সাথে। গাড়ি থামিয়ে সবাই দেখতে পেল মেয়েটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, দেহ প্রাণহীন। গুলি লেগেছে মাথায়।

এই সম্পূর্ণ অর্থহীন মৃত্যুটি ঘটেছে, কারণ পঞ্চাশ বছরের একজন মহিলা স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ করার জন্যে মদ খেয়ে একটা রিভলবার নিয়ে যত্রতত্র গুলি করে যাচ্ছিল, তারই একটি গুলি এসে লেগেছে তার মাথায়।

আমি এ নিয়ে আগে কখনো তার সাথে কথা বলি নি, আজকে কী মনে হল জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাতি-নাতনিরা কেমন আছে লিন?"

লিন বিষণ্নভাবে হেসে বলল, "ভালোই আছে, যদি এরকম একটা জীবনকে ভালো বলে।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"বড় ছেলেটির বয়স এখন আট, তার মা যখন মারা যায় তখন তার বয়স ছিল পাঁচ। পুরো ঘটনাটা তার চোখের সামনে ঘটেছিল, পুলিশকে সে নিজেই সবকিছু বলেছে। সবকিছু এখন তার স্পষ্ট মনে আছে, কোনোদিন ভুলবে না। দ্বিতীয়টির বয়স ছিল আড়াই, এখন সাড়ে পাঁচ। মা'কে সে ভুলে গিয়েছিল, এখন স্কুলে যাচ্ছে, হঠাৎ করে আবিষ্কার করেছে সবার মা আছে তার নেই। আশ্চর্য একধরনের নিঃসঙ্গতায় পেয়ে বসেছে তাকে। সবচেয়ে ছোটটি তিন, বাচ্চাটি অটিস্টিক।"

"অটিস্টিক? সত্যি?"

"হ্যাঁ। ডাক্তার ডায়াগনসিস করেছে। বাবা একা এই তিনটি বাচ্চাকে নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাদের দাদি থাকে তার সাথে। মাঝে মাঝে থাকে নানি।"

"যে-মহিলাটি গুলি করেছিল তার কী হয়েছে?"

"ছাড়া পেয়ে গেছে। ইচ্ছে করে তো মারে নি—দুবছর জেল খেটে বের হয়ে এসেছে। সুখে আছে নিশ্চয়ই কোথাও।"

আমারও তা-ই ধারণা, কতগুলি পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়ে এখন সে নিশ্চয়ই সুখে কোথাও জীবন কাটাচ্ছে। কিছু কিছু মানুষ সুখী হবার আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১১ মে, শুক্রবার

হেডলাইন

আজকের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. মিশিগানে ষোলো বছরের একটা ছেলে চার্চ থেকে সাড়ে তিন হাজার ডলার চুরি করেছে। এরকম একটা ছেলে তৈরি করার জন্যে মা-বাবাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে— বড় ধরনের জরিমানা।

২. টুইস্টার নামে একটা ছবি আজকে মুক্তি পাচ্ছে, ছবিটা তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৭০ মিলিওন ডলার, পরিচালকের নাম জান ডি বন্ট। ছবিটি তৈরি হয়েছে টর্নেডোর উপরে, বক্স-অফিস হিট করবে বলে সবার ধারণা।

আজকের খবর দুটিও হেডলাইন পাবার যোগ্য নয়। প্রথমটি সত্যিকার অর্থে খবর নয়, একটা নূতন আইডিয়া, দ্বিতীয়টি খবর হতে পারে, তবে দৈনন্দিন পত্রিকার নয়, সিনেমা পত্রিকার।

ঘর-পোড়া মহিলা

আমরা যে-হোটেলে আছি সেটা একটু বাসার মতন বলে যাদের অনেকদিন হোটেলে থাকতে হয় তারা এখানে থাকে। যেহেতু সবাই অনেকদিন করে থাকে তাই সবার সাথে মোটামুটি পরিচয় হয়ে যায়। সকালে নাশতার টেবিলে একজন মহিলাকে নাশতা করতে দেখি। আলাপী মহিলা। আজকাল আমাদের দেখলেই দীর্ঘ আলাপ শুরু করে দেয়। আজকে জিজ্ঞেস করলাম, "হোটেলে এসে উঠেছ কেন?"

"ঘর পুড়ে গেছে!"

"ঘর পুড়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে পুড়ল?

"বার বি কিউ করছিলাম। গ্রিলের উপর মাংসের প্যাটিস দিয়ে ভুলে গেছি। সেই মাংস পুড়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে জানালা দিয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকেছে। শব্দ শুনে এসে দেখি রান্নাঘর জ্বলছে।"

"সর্বনাশ!"

"আমি তখন কী করেছি জান?"

"কী করেছ?"

"আমার মা'কে ফোন করে চিৎকার করে বললাম, মা, বাড়িতে আগুন লেগেছে। মা বলল, ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করেছিস? আমি বললাম, না। মা তখন চিৎকার করে বলল, গাধা মেয়ে, তুই আমাকে ফোন করছিস কেন? ফায়ার ব্রিগেডে ফোন কর! এই বলে মা ফোন রেখে দিল। আমার মায়ের উপর এমন রাগ হল বলার নয়, কথার মাঝখানে ফোন রেখে দেওয়া কেমন ভদ্রতা?"

"তুমি কী করলে তখন?"

"কী আর করব! চিৎকার করতে লাগলাম, ডেভিড ডেভিড ডেভিড!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ডেভিডটা কে?"

"আমার হাজব্যান্ড। সে বাথরুম থেকে বলল, কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছ কেন, গোসল করছি দেখছ না? তখন আমি বললাম, আগুন লেগেছে! সাথে সাথে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। বাথরুম থেকে ন্যাংটা বের হয়ে এসে ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করল, তাতেই বাসাটা মোটামুটি বেঁচে গেল, না হলে পুরোটা ছাই হয়ে যেত।"

আমি নাশতা করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি নিজে কেন ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করলে না?"

মহিলা ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "জানি না।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত নাশতা শেষ করে উঠে এলাম।

পলিটিক্স

বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে কাজে করছি, আমার সাথে আছে জেফ ইয়াং। দীর্ঘদিন সে টেকনিশিয়ান হিসেবে আমার সাথে কাজ করেছে। আমাদের দেশে যেরকম টেকনিশিয়ান বা কেরানি ধরনের মানুষের সাথে "বড়সাহেবদের" একধরনের দূরত্ব থাকে এখানে সেটা নেই, জেফের সাথে আমার সম্পর্ক প্রায় বন্ধুর মতো। দেশে ফিরে আসার পর যতবার আমেরিকা গিয়েছি প্রত্যেকবার সে আমাকে নানাভাবে ফুসলিয়ে আবার আমেরিকায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। আমেরিকানরা আড্ডা মারে না বলে যারা দাবি করে তাদের সাথে জেফের পরিচয় করিয়ে দিলে তারা রাতারাতি তাদের মত পালটে ফেলবে। জেফ নানা ধরনের বিষয় নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে, তবে তার প্রিয় বিষয় হচ্ছে পলিটিক্স। আমাকে দেখে বলল, "তৈলাক্ত পিচ্ছিল আবর্জনার পিণ্ডটি আবার চলে আসবে মনে হচ্ছে।"

"কার কথা বলছ?"

"বিল ক্লিনটন।" জেফ রিপাবলিকানদের সমর্থক। আমেরিকাতে দুটি রাজনৈতিক দল—একটি ডেমোক্র্যাটিক, আরেকটি রিপাবলিকান। দুই দলের মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তবে রিপাবলিকান দলটি হয়তো একটু বেশি রক্ষণশীল। রক্ষণশীল কথাটি পণ্ডিত মানুষের ভাষা, সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্যে এভাবে বলা যায়—যখন ডেমোক্র্যাটিকেরা ক্ষমতায় আসে তখন দেশের দরিদ্র দুঃস্থ মানুষদের জন্যে সরকারি সাহায্য বেড়ে যায়। সামগ্রিক কোনো পরিকল্পনা নেয়া হয় না বলে দরিদ্র এবং দুঃস্থ মানুষদের বিশেষ উপকার হয় না, বরং তারা ফ্রী সাহায্যে অভ্যস্ত হয়ে আরও অলস হয়ে যায়। যখন রিপাবলিকানরা ক্ষমতায় আসে তখন তারা এ সব সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেয়া শুরু করে। রোনাল্ড রিগান ছিলেন রিপাবলিকান, রিগানের চরিত্র রিপাবলিকানদের চরিত্র খানিকটা ব্যাখ্যা করে। জিমি কার্টার এবং বিল ক্লিনটন ডেমোক্র্যাটিক এবং জিমি কার্টার ডোমাক্র্যাটিকদের চরিত্র খানিকটা ব্যাখ্যা করেন।

জেফের কথা শুনে আমি মুচকি হেসে বললাম, "এত রেগে যাচ্ছ কেন? দেশের মানুষ যাকে ভোট দেবে সে ক্ষমতায় আসবে।"

"কচু। বিল ক্লিনটন—তৈলাক্ত পিচ্ছিল বস্তুটি কী করছে দেখেছ?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কী করছে?"

"রিপাবলিকানদের মতো কথা বলছে। যেসব কথা এতদিন রিপাবলিকানরা বলে এসেছে এখন বিল ক্লিনটন সেইসব বলছে। বদমাইশিটা দেখেছ?"

"এর মাঝে বদমাইশিটা কোথায় দেখলে? এটার নাম পলিটিক্স। আর--"

"আর কী?"

"তোমাদের এই দুইটি দলের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই। শুধুমাত্র ইলেকশন করার জন্য দুটি দল দাঁড় করিয়ে রেখেছে। একজন আরেকজনের কথা তো বলবেই!"

"কক্ষনো না।"

"শুধু তা-ই না, তোমাদের এই দলের প্রতীক হচ্ছে সবচেয়ে নির্বোধ দুটি পশু, গাধা এবং হাতি। আমাদের দেশে কেউ যদি খুব বড় নির্বুদ্ধিতা করে তাকে গাধা বলে গালি দিই, কেউ যদি পুরোপুরি মূর্খ হয় তাকে বলি হস্তিমূর্খ।"

"গাধা একটা নির্বোধ পশু তুমি ঠিকই বলেছ।" রিপাবলিকান জেফ তার দলের প্রতীক হাতিকে সমর্থন করে বলল, "হাতি মোটেও মূর্খ পশু নয়--"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "পশুকেই যদি দলের প্রতীক করবে তা হলে সুন্দর তেজস্বী একটা পশু বেছে নিলে না কেন? রয়েল বেঙ্গল টাইগার কিংবা চিতাবাঘ কিংবা সিংহ? পৃথিবীতে কি সুন্দর পশু নেই?"

পৃথিবীর সব দেশের মানুষের মাঝে একটা মিল রয়েছে, কেউ কখনো তর্কে হার মানে না, তাই এবারেও জেফ তর্কে হার মানল না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে আমি আলোচনার বিষয়বস্তু পালটানোর চেষ্টা করলাম, "তোমাদের রিপাবলিকান দলের বব ডোলের অবস্থা কেমন?"

"আর বোলো না! নামটার জন্যেই হারবে-- বব ডোল তো নয় বব ডাল! আসলেই ডাল।"

ইংরেজিতে ডাল শব্দটি অনুত্তেজক এবং বিরক্তিকর কিছু বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়। বব ডোল চৌকস রাজনীতিক হলেও তাঁর কথা বলার ভঙ্গি একঘেয়ে এবং সত্যি সত্যি বিরক্তিকর। আমেরিকার মানুষ চটকদার জিনিস পছন্দ করে, এরকম অনুত্তেজক একজন মানুষকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নেবে বলে মনে হয় না।

জেফ হঠাৎ তার গলার স্বর পালটে নাকি সুরে মাথা নেড়ে নেড়ে বব ডোলের অনুকরণে কথা বলতে শুরু করল, "আমার মনে হয় বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় সুযৌক্তিক আলোচনা প্রয়োজন, বাস্তবিকপক্ষে এই বিষয়টি আমার দল এবং দেশের জন্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ...."

আমি জেফের কথা শুনেই আগামী ইলেকশানের ফলাফল টের পেয়ে গেলাম। যদি তার মাঝে পৃথিবীতে কোথাও যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় বা বিল ক্লিনটনকে ঘিরে মেয়েঘটিত কোনো ব্যাপার ঘটে যায় তা হলে অবশ্যি অন্য কথা।

অগোছালো

জি.কে. আমাকে কিছু কাগজপত্র ধরিয়ে দিয়ে বলল, "জাফর, তুমি কাগজপত্রগুলি দেখে দাও। আমাদের পেটেন্টের ড্রাফট।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বলল, "এগুলি অরিজিনাল কাগজ?"

জি.কে. বলল, "হ্যাঁ।"

"ফটোকপি করে রেখেছ তো এক কপি? জাফরকে কোনো কাগজপত্র দেয়ার মানে জান তো?"

জি.কে. দাঁত বের করে হেসে বলল, "তোমাকে সেটা বলতে হবে না। আমি এত বড় গাধা না যে নিজে ফটোকপি করে না রেখে জাফরকে কোনো কাগজ দিয়ে দেব!"

আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম, অগোছালো মানুষ হিসেবে আমার মোটামুটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে। দেশেও নানা কাজে আমার কাছে এসে বিভিন্ন লোকজন আমার কার্যপদ্ধতি নিয়ে নানা ধরনের সরস মন্তব্য করে গেছে। ঘরে ফেরার অবস্থার কথা তো ছেড়েই দিলাম। ব্যাপারটি নিয়ে কিছু করার নেই। একটা খাটো মানুষকে যেরকম লম্বা করা যায় না এটাও সেরকম। এটা নিয়েই আমার বেঁচে থাকতে হবে। আমার চরিত্রের এই দিকটি নিয়ে খোঁটা দিলে কিংবা হাসি তামাশা রসিকতা করলে আমি কিছু মনে করি না, হাসিহাসি মুখ করে ব্যাপারটা হজম করে নিই।

আমার এই অগোছালো চরিত্রের জন্যে সবসময়েই আমার নানা ধরনের অসুবিধে হয়েছে। একবার ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের একটা জটিল কাজ শেষ হয়েছে এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চের একজন উপরের দিকের কর্মকর্তা পিটার কাইজার খবর পেয়ে ছুটে এসে বলল, "চমৎকার একটা সুযোগ আছে আজ। জাপানি একটা কোম্পানির রিসার্চ ডিভিশনের চীফ এসেছে, তাকে এই কাজটা দেখানো যাক।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

পিটার আমার ল্যাবের চারিদিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু ল্যাবের এ কী অবস্থা! দেখে তো মনে হচ্ছে যুদ্ধ হয়ে গেছে!"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "ইয়ে— মানে কাজ করলে তো এরকম হয়েই যায়।"

"তাই বলে এরকম? জাপানিরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, আমার বউ জাপানি, আমি জানি। তোমার ল্যাব দেখেই তো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। এটা একটু ঠিক করতে হবে।"

"কখন আসছে জাপানিরা?"

"এক ঘণ্টার মাঝে।"

এবার আমার হার্ট অ্যাটাক হবার অবস্থা হল। ল্যাবরেটরির অপটিক্যাল টেবিলে অসংখ্য যন্ত্রপাতি, ওয়ার্ক বেঞ্চে নানা ধরনের টুলস এবং কলকবজা, একপাশে গোদা মার্কা বইপত্র, অন্য পাশে আধখাওয়া লাঞ্চ। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

সে-সময় আমার সাথে কাজ করত অন্য একটি কোম্পানি থেকে আসা একজন মানুষ, তার নাম জিম। সে আমার কাছেই ছিল, আমার অবস্থা দেখে মুচকি হেসে বলল, "এত ঘাবড়ানোর কী আছে? এসো ল্যাবরেটরিটাকে গুছিয়ে ফেলি।"

"কীভাবে গোছাবে? দেখেছ অবস্থাটা? এক বছর লাগবে শুধু যন্ত্রপাতিগুলি তুলতে। ছয়মাস লাগবে আবর্জনা পরিষ্কার করতে।"

জিম একগাল হেসে বলল, "ঠিক আছে, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি। তুমি যাও।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি তোমাকে সাহায্য করি।"

"কিছু প্রয়োজন নেই।" জিম আমাকে ঠেলে ল্যাবরেটরি থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছটফট করছি এবং শুনছি ভিতরে টুকটাক শব্দ হচ্ছে, ল্যাবরেটরি পরিষ্কার করার যে বিকট শব্দ হওয়ার কথা সেরকম কিছু নেই। ঠিক আধঘণ্টার মাঝে জিম দরজা খুলে দিয়ে বলল, "এসো ভিতরে।"

আমি ল্যাবটেরিতে ঢুকে হতবাক হয়ে গেলাম। পুরো ল্যাবরেটরিটি ছবির মতো ঝকঝক করছে। একজন মানুষ আধঘন্টার মাঝে এরকম বিশাল একটা ল্যাবরেটরির জঞ্জাল কেমন করে পরিষ্কার করল: আমি বিস্ফারিত চোখে জিমের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কেমন করে করলে তুমি?" জিম হাহা করে হেসে বলল, "আমি আগে মিলিটারিতে ছিলাম, সেখানে সাপ্লাই লাইনে কাজ করতাম, সেখানে শিখেছি কীভাবে পরিষ্কার করতে হয়।"

"কীভাবে?"

"তোমাকেও শিখিয়ে দিচ্ছি। কখনো জঞ্জাল পরিষ্কার করবে না, জঞ্জাল সাজিয়ে রাখবে। তাকিয়ে দেখো আমি কিছু পরিষ্কার করি নি, আমি সবগুলি এক লাইনে সাজিয়ে রেখেছি। ঐ দেখো স্ক্রু-ড্রাইভার, ভোল্ট মিটার, প্লায়ার্স, তারের টুকরো, ফাইবারের স্কুল এবং তোমার আধখাওয়া লাঞ্চ, সবগুলি এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। যেটা জঞ্জাল ছিল সাজিয়ে রাখার কারণে সেটা হঠাৎ সুন্দর হয়ে গেছে, দেখে আর জঞ্জাল মনে হচ্ছে না। ঐ দেখো তোমার যন্ত্রপাতি, পাওয়ার সাপ্লাই, স্কোপ, ট্রান্সমিটার-রিসিভার, আমি কিছু সরাই নি শুধু একটার সাথে আরেকটা মিলিয়ে সমান করে দিয়েছি। যেটা একটু আগে ছিল সেটাকে একটু পিছিয়ে দিয়েছি, যেটা পিছনে ছিল সেটাকে একটু আগিয়ে এনেছি, এর বেশি কিছু নয়।"

আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই তা-ই। ঘরের কোনোকিছু পরিষ্কার করা হয় নি, শুধু সাজিয়ে রাখা হয়েছে। জিম মুচকি হেসে বলল, "যারা বোকা তারা জঞ্জাল পরিষ্কার করে। বুদ্ধিমানরা সেটা সাজিয়ে রাখে।"

বলা যেতে পারে আমার জীবনে আমি যতগুলি গূঢ় তথ্য পেয়েছি তার মাঝে এটা হচ্ছে একটা।

১১ মে, শনিবার

হেডলাইন

আজকের দুটি হেডলাইন এরকম :

১. মেগান আইন স্থানীয় জজ আটকে দিয়েছেন।

২. ব্রিটিশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ মহড়ায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে চোদ্দজন মারা গেছে।

অনেকদিন পর আজকে খবরের কাগজে সত্যিকার খবর ছাপা হল, দুটি খবরই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম খবরটির অবশ্যি একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মেগান নামে একটা বাচ্চা মেয়ে থাকত এই এলাকায়। একদিন দেখা গেল একজন বিকৃত মনের মানুষ মেয়েটাকে অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে। মানুষটা ধরা পড়ল এবং দেখা গেল সে জেল থেকে কয়দিন আগে ছাড়া পেয়েছে। সে জেলে গিয়েছিল এই ধরনের বিকৃত মানসিকতার একটি কাজের জন্যে।

ঘটনাটার কয়দিন পর মেগানের বাবা-মা দেশে একটা নূতন আইন তৈরি করার জন্যে উঠেপড়ে কাজ করতে লাগল। এই আইন অনুযায়ী যখনই একজন বিকৃত মনের অপরাধী কোনো জেল থেকে ছাড়া পেয়ে লোকালয়ে থাকতে আসবে, সেই লোকালয়কে এটা জানাতে হবে, যেন তারা তাদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সতর্ক হতে পারে। মেগানের বাবা-মায়ের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, এদেশে এই আইন তৈরি হয়েছে।

আইনটি কাজে লাগাতে গিয়ে হঠাৎ একটা ছোট সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে স্থানীয় বিচারক সেটাকে আটকে দিয়েছেন। এটা অবশ্যি সাময়িকভাবে আটকে দেয়া, সে-ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই।

ওয়াশিংটন ডি.সি.

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মিউজিয়ামগুলি বুঝি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে। ওয়াশিংটন ডি.সি. নিউজার্সি থেকে চার ঘন্টার পথ। খুব ভোরে রওনা দিয়ে সেখানে দশটার মাঝে পৌছে যাওয়া যায়, আবার সারাদিন কাটিয়ে সন্ধেবেলা রওনা দিয়ে মাঝরাতের আগেই ফিরে আসা যায়। শুধু একটা সমস্যা—ছোট বাচ্চাদের ভোররাতে ঘুম থেকে তুলে তাদের প্রস্তুত করা খুব কঠিন ব্যাপার। স্কুলে যাবার জন্যে নিয়মিত সময়ে ঘুম থেকে তুলতেই অনেক বেগ পেতে হয়, কাজেই ভোররাতে তোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। যদি-বা তোলা যায় তারা থাকে তিরিক্ষি মেজাজে এবং সারাক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করে একটা আনন্দময় যাত্রার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে।

আমরা এই সমস্যাটার একটা সমাধান বের করেছি। রওনা দেবার আগেই গাড়িতে যা যা নেয়া দরকার তুলে নিই, তারপর ঠিক শুরু করার আগে ঘুমন্ত দুজনকে তাদের ঘুমের পোশাকেই কোলে করে তুলে এনে গাড়ির পিছনে শুইয়ে দিই। গাড়ি চলতে থাকে, গাড়ির মৃদু ঝাঁকুনিতে তাদের ঘুম আরও গভীর হয়ে যায় এবং যখন তাদের ঘুম ভাঙে তখন গন্তব্যস্থলে প্রায় পৌছে গেছি। রাস্তার পাশে বিশ্রাম নেবার জায়গা আছে, সেরকম কোথাও থেমে তাদের হাতমুখ ধুইয়ে জামাকাপড় পালটে দেয়া হয়।

ঠিক এই কায়দায় আমরা ওয়াশিংটন ডি.সি. পৌছে গেলাম বেলা এগারোটার মাঝে। আরও আগেই পৌছে যেতাম, কিন্তু শহরে পৌছানোর পর একেবারে ঘাটি ঢাকা স্টাইলের ট্রাফিক জ্যামে আটকে গেলাম। রাস্তায় কাজ হচ্ছে, তাই মাত্র একটা লেইন খোলা এবং সেখানে পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট নষ্ট হয়ে গেল।

মিউজিয়াম বললে আমাদের চোখের সামনে যে-জিনিসটা ভেসে ওঠে সেটা হচ্ছে আধো অন্ধকারে পুরানো জিনিস সাজিয়ে রাখা, এবং সেসব মিউজিয়াম নিয়ে ছোট বাচ্চাদের মাঝে কোনোরকম উৎসাহ সৃষ্টি করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে তাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পার্লামেন্ট ভবনের সামনে বিশাল খোলা চত্বর ঘিরে যে অপূর্ব স্মিতসোনিয়ান মিউজিয়ামগুলি রয়েছে সেগুলি ছেলে বুড়ো সবার মাথা খারাপ করে দেয়। যেমন ধরা যাক এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের কথা— পৃথিবীর ইতিহাসে আকাশে ওড়া নিয়ে যত ব্যাপার আছে তার প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখানে আছে কয়েকটা উদাহরণ দেয়া যাক :

রাইট ফ্লায়ার : রাইট ব্রাদার্স যে-প্লেনে করে নর্থ ক্যারোলিনার বালুবেলায় প্রথম আকাশে উড়েছিলেন সেই প্লেনটি এখানে আছে। সেখানে অরভিল রাইটের একটি প্রতিমূর্তিও বসানো রয়েছে, যেন প্লেনটি তিনি উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মজার ব্যাপার হল প্লেনের লেজ, যেটাকে আমরা পিছনে দেখে অভ্যস্ত, এই প্লেনে সেটা রয়েছে সামনে।

স্পিরিট অভ সেন্ট লুই : চার্লস লিন্ডবার্গ যে-প্লেনটি দিয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন সেই প্লেনটিও এখানে আছে। প্রথম একাকী একটা ছোট প্লেনে করে একটা মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চার্লস লিন্ডবার্গ খুব বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর খ্যাতি থেকে লাভবান হবার জন্যে কিছু মানুষ তাঁর শিশুসন্তানকে কিডন্যাপ করে নিয়েছিল মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে। ব্যাপারটি নিয়ে সারা দেশ জুড়ে এত হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল যে অপহরণকারীরা ভয় পেয়ে শিশুটিকে মেরে ফেলেছিল।

রবার্ট গাডার্ডের প্রথম রকেট : আধুনিক রকেটের জনক রবার্ট গাডার্ডের প্রথম দুটি রকেট এখানে রয়েছে। প্রায় খেলনার মতো দেখতে এই রকেটগুলি দেখে বিশ্বাসই করা যায় না যে একসময় এই রকেটগুলি মহাকাশ অভিযানের সূচনা করবে।

জন গ্লেনের ক্যাপসুল : রাশিয়ার মহাকাশ অভিযানের সাথে প্রতিযোগিতা দিয়ে আমেরিকার জন গ্লেন প্রথম মহাকাশে গিয়ে যে-ক্যাপসুলে ফিরে এসেছিলেন সেটাও এখানে সাজানো আছে। ক্যাপসুলটির ভিতরে উঁকি দিলে হতবাক হয়ে যেতে হয়, ইলেকট্রনিক প্যানেল, সুইচ, কন্ট্রোল সবকিছু এত প্রাচীন যে মনে হয় কোনো খ্যাপা বিজ্ঞানী বুঝি তার ঘরের পিছনে বসে বসে এটা তৈরি করেছে।

অ্যাপোলো এগারো ক্যাপসুল : মানুষ প্রথম চাঁদে গিয়েছিল অ্যাপোলো এগারো করে। যে-ক্যাপসুলে করে তিন নভশ্চর পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন সেটি এখানে সাজানো আছে। এটি দেখলে আমি সবসময়েই অভিভূত হয়ে যাই। এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে চওড়া অংশটুকু, যেটা বাতাসের সাথে ঘর্ষণে বেগ কমিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রায় উল্কার বেগে এটা বায়ুমণ্ডলে ছুটে এসেছিল, কিন্তু বাতাসের ঘর্ষণে উল্কার মতো পুড়ে ছাই হয়ে যায় নি, নভশ্চরদের নিরাপদে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিল। ক্যাপসুলের পিছনে তাকালে সেই ভয়ংকর তাপমাত্রার রেখে যাওয়া চিহ্ন দেখা যায়।

ভি-২ মিসাইল : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি ইংল্যান্ডে যে ভি-২ মিসাইল দিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আক্রমণ করত সেগুলির একটি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই ভি-২ মিসাইল হচ্ছে আধুনিক রকেটের আদিরূপ। যারা এই ভি-২ মিসাইলগুলি ডিজাইন করেছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া এবং আমেরিকা সেই বিজ্ঞানীদের ভাগাভাগি করে নিয়ে গিয়েছিল। সে-কারণে রাশিয়া এবং আমেরিকা মহাকাশ অভিযানে এত সহজে এগিয়ে যেতে পেরেছে।

স্কাইল্যাব : সত্তর দশকে মহাকাশে ল্যাবরেটরি তৈরি করার জন্যে যে স্কাইল্যাব পাঠানো হয়েছিল তার অংশবিশেষও এখানে রাখা আছে, ভিতরে তাকালে প্রথম যে-জিনিসটা মনে হয় সেটা হচ্ছে হাত-পা ছড়িয়ে বসার কোনো জায়গা নেই।

ভয়েজার : ১৯৮৬ সালে একটা প্লেন একবারও নিচে না নেমে পুরো পৃথিবী ঘুরে এসেছিল। প্লেনটিকে দেখে মোটেও প্লেন বলে মনে হয় না, এর মাঝে কেমন জানি মাকড়শা মাকড়শা ভাব রয়েছে। প্লেনের ডিজাইনার বার্ট রুটান হিসেব করে বের করেছেন যে যদি একটি প্লেন অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি করতে হয় তা হলে সেটা যত ভারী হবে এবং সেই ভারী প্লেনকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আনতে যে-পরিমাণ জ্বালানি লাগবে সেটা হবে যুদ্ধজাহাজ ক্যারিয়ারের সমান। কাজেই তিনি প্লেনটাকে ডিজাইন করলেন কার্বন কম্পোজিট হালকা জিনিস দিয়ে। প্লেনটা চালিয়ে নিয়ে গেলেন বার্ট রুটানের ভাই ডিক রুটান এবং জিনা ইয়েগার নামের একজন মহিলা।

এই পুরুষ এবং মহিলা-পাইলটের থাকার জন্যে জায়গাটা ছিল একটা টেলিফোন বুথের সমান। সেখানে দুজন গায়ে গা লাগিয়ে প্রায় সপ্তাহখানেক কাটিয়েছেন। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মানুষের অসম সাহসিক কীর্তি দেখে আমার মনে যে-প্রশ্নটি জেগেছিল সেটি বড় বিচিত্র।

তাঁরা বাথরুম করেছিলেন কীভাবে?

চাঁদের মাটি : ওয়াশিংটন ডি.সি. -তে এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামে সবচেয়ে চমকপ্রদ যে-জিনিসটি সেটি হচ্ছে চাঁদের এক টুকরো পাথর। সেটাকে একটা জায়গায় শক্ত করে গেঁথে রাখা হয়েছে। দর্শকেরা সেটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতে পারে, আমি যতবার এই মিউজিয়ামে এসেছি চাঁদের এই টুকরোটাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখেছি। যতবার আমি এই চাঁদের পাথরটি স্পর্শ করেছি আমার সারা শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেছে। আকাশের সেই চাঁদ—যে-চাঁদের নরম জোছনায় আমরা শৈশব কৈশোর যৌবন অতিক্রান্ত হয়েছে সেই চাঁদের টুকরোটি আমি নিজ হাতে ছুঁয়ে দেখছি! এটা কি সত্যিই বিশ্বাস করা যায়?

চাঁদের মাটি ছুঁয়ে আমি যখন সারা শরীরে শিহরন অনুভব করি তখন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে একজন গার্ড। সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখে কেউ এই অমূল্য চাঁদের মাটিকে খিমচে তুলে নেয়ার চেষ্টা করছে কি না।

এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামে প্রদর্শনের জন্যে আর যেসব জিনিস রয়েছে তার তালিকা দীর্ঘ, জিনিসগুলি দেখতে যেরকম ভালো লাগে তার বর্ণনা শুনতে তত ভালো লাগার কথা নয় বলে এবেলা এখানেই শেষ করে দেয়া যাক।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এনোলা গে : আমি যুক্তরাষ্ট্রে এলেই এই মিউজিয়ামগুলি দেখে যাবার চেষ্টা করি সত্যি, কিন্তু এইবার আমি তাড়াহুড়া করে প্রথম সুযোগে চলে এসেছি তার কারণ রয়েছে। দেশে থাকতেই খবর পেয়েছিলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিরোশিমাতে বোমা ফেলেছিল যে-প্লেনটি— "এনোলা গে", সেটাকেও এখানে আনা হয়েছে। আমি সেটাকে দেখতে চাই। যে-প্লেনে করে পৃথিবীর একমাত্র পারমাণবিক বোমা (বিজ্ঞানের ভাষায় পারমাণবিক বোমা শব্দটি ভুল, বলা উচিত নিউক্লিয়ার বোমা) মানুষের উপর ফেলা হয়েছিল এবং চোখের পলকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে পৃথিবীর ইতিহাসের একটা নূতন কালো অধ্যায় লেখা হয়েছিল, সেটি দেখার একধরনের অসুস্থ কৌতূহল আমাকে অনেকদিন থেকে তাড়না করছিল।

এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের যেখানে এনোলা গে রাখা হয়েছে সেখানে গিয়ে প্রথমেই যে জিনসটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে এই প্লেনটার সাইজ— প্লেনটা এত বড় যে পুরোটা এখানে আনার কোনো উপায় নেই, এর ফিউজলেজের অংশ, পাখা, রাডার প্রপেলরগুলো এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছে যেন পুরো প্লেনটার একটা অনুভূতি পাওয়া যায়। যে-বোমাগুলি হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে ফেলা হয়েছিল তাদের মডেল সাজিয়ে রাখা আছে, আসল বোমাগুলি দুটি বিস্তীর্ণ জনপদকে ধ্বংস করার জন্যে ব্যবহার করা হয়ে গেছে।

আমি দীর্ঘ সময় এনোলা গে-এর কাছাকাছি কাটিয়ে দিলাম। খুঁটিনাটি অনেক তথ্য রয়েছে, বোমা ফেলার সময়ে তোলা সত্যিকারের ছায়াছবি, যারা বোমা ফেলেছে তাদের সাক্ষাৎকার, ঐতিহাসিক তথ্য, ছবি, ম্যাপ। ছোট থাকতে শুনেছিলাম যে-পাইলট বোমা ফেলেছিল সে পিছনে তাকিয়ে যখন ধ্বংসলীলা দেখেছে হাহাকার করে বলেছে, "এ আমি কী করেছি!" শুধু তা-ই না, তার বেসে ফিরে এসে সে পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে। এই গল্পটি সত্যি নয়, যে-টিমটি অত্যন্ত সুচারুরূপে তাদের দায়িত্ব পালন করে এসেছে তাদের ভিতরে পুরো ব্যাপারটি নিয়ে এতটুকু অপরাধবোধ নেই।

কেউ যদি এটা থেকে মনে করে আমেরিকানরা অনুভূতিহীন দানববিশেষ সেটাও সত্যি নয়। যারা দ্বিতীয় মাহাযুদ্ধের ইতিহাস পড়েছে তারা জানে জাপান তখন তাদের অধিকৃত এলাকায় এবং যুদ্ধের ফ্রন্টে কী ভয়ংকর হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছিল। যদি এক-দুটি পারমাণবিক বোমা ফেলে এই ভয়ংকর যুদ্ধ সময়ের অনেক আগে শেষ করে অসংখ্য মানুষের প্রাণ বাঁচানো যায় তা হলে সেটাই হচ্ছে অধিকতর মানবিক—এটাই হচ্ছে তাদের যুক্তি। যদিও এত সহজে তার ব্যাখ্যা করা যায় না।

যুদ্ধ হয়তো মানুষের মাঝে বীরত্ব, দেশপ্রেম, সাহসিকতা এবং ত্যাগ বের করে আনে, কিন্তু একই সাথে সেটি মানুষের ভেতরে যে অকল্পনীয় দানব বের করে আনে সেই কথাটি কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সেই দানব যে কী ভয়ংকর সেটা জানে শুধু তারাই যারা এই যুদ্ধের মাঝে দিয়ে গিয়েছে।

মাইক্রো মিউজিয়াম : ওয়াশিংটন মিউজিয়ামের আমার সবচেয়ে প্রিয় মিউজিয়ামটির নাম ন্যাশনাল গ্যালারি অভ আর্ট। পৃথিবীর অসংখ্য বড় বড় শিল্পীর আঁকা ছবি এখানে টাঙানো আছে, এই মিউজিয়ামে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি, তবে এর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝে একটা সমস্যা রয়েছে। আমার পুত্র এবং কন্যা আধোআলোতে সাজিয়ে রাখা ছবির গ্যালারিতে— যেখানে বয়স্ক মানুষেরা কথা না বলে প্রায় নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে, অল্পতেই অধৈর্য হয়ে যায়। তাই সপরিবারে এখানে দীর্ঘ সময় থাকা যায় না। বাচ্চাদেরকে পাশের মিউজিয়ামে— যেখানে ভয়াবহদর্শন ডাইনোসর, বুনো প্রাণী, সাপ-খোপ রয়েছে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমি এখানে একা একা আসি। এসে দীর্ঘ সময় পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের সাথে সময় কাটিয়ে যাই।

এই মিউজিয়ামে এসে এবারে একটা নূতন জিনিস দেখলাম যার নাম দিয়েছে মাইক্রো মিউজিয়াম। এটি হচ্ছে কম্পিউটারের মাঝে মিউজিয়াম, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবিগুলি স্ক্যান করে তার ভিতরে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে রাখা আছে। মিউজিয়ামে না গিয়েই একজন মিউজিয়ামে যাবার অভিজ্ঞতা পেতে পারে। হাতে সময় ছিল না বলে বেশি সময় নিয়ে দেখতে পারি নি, কিন্তু যেটুকু দেখেছি তাতেই মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের মতো দেশের মানুষদের, যাদের সত্যিকার ছবিটি দেখার সৌভাগ্য হয় না, তারা এখন সহজে মাইক্রো মিউজিয়ামে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখতে পারবে।

ফিরিওয়ালা

ঠিক যখন আমাদের ফিরে যাবার সময় হল তখন তুমুল বৃষ্টি, এমন তার তোড়জোড় যে বাংলাদেশের বৃষ্টিকে হার মানায়। মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে, ফিরে যেতে হবে নিউজার্সি, গাড়িটা পার্ক করা আছে পার্কিং লটে, সেটাও অনেক দূর কাজেই আর দেরী করতে পারি না। কী করব চিন্তা করছি তখন হঠাৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো একজন ফিরিওয়ালা এসে হাজির, সে ছাতা বিক্রি করছে— পাঁচ ডলার করে দাম।

দুটি ছাতা কিনে বৃষ্টি বাঁচিয়ে আমরা চারজন কোনোমতে হেঁটে হেঁটে গাড়ির কাছে এসে পৌছেছি, গাড়িতে ঢুকে ছাতা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি ছাতা আর বন্ধ হয় না! চাপাচাপি করতেই কড়াৎ শব্দ করে কোথায় জানি ভেঙে গেল।

দেশে এরকম ছাতা হলে নিশ্চয়ই বলতাম জিঞ্জিরার তৈরি— খোদ আমেরিকাতে বসে কী বলব?

১২ মে, রবিবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইনগুলি এরকম :

১. ফ্লোরিডায় ভেল্যুজেট ফ্লাইট ৫৯২, মায়ামি থেকে অ্যাটলান্টা যাচ্ছিল একটা ডি. সি. ৯ দিয়ে, প্লেনটা বিধ্বস্ত হয়ে যাত্রী ক্রু মিলে একশো নয়জন মারা গেছে।

২. দীর্ঘ অভিজ্ঞতা চাকরির নিরাপত্তা হিসেবে বিবেচনা করা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজকের খবরের প্রথমটি নিঃসন্দেহে হেডলাইন পাবার উপযোগী একটা খবর। সংবাদপত্র রেডিও টেলিভিশন এ-ধরনের খবর পেলে উল্লসিত হয়ে ওঠে, এটি নানাভাবে প্রচার করে যাবে। এর ভিতরে মানুষের দুঃখ এবং শোকের একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু এদেশে যেহেতু সবকিছুই বিক্রি করা হয়, মানুষের দুঃখ এবং শোকটাকেও বিক্রি করা হবে।

দুই নম্বর তথ্যটি সত্যি, এদেশে কারও চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু তবু খবরের কাগজে হেডলাইন পাওয়ার উপযোগী খবর বা তথ্য এটি নয়।

খবরের কাগজ

আজ রবিবার, সকালে উঠে নাশতা করে খবরের কাগজ হোটেলের রুমে এনেছি, বিশাল খবরের কাগজ দেখে হঠাৎ মনে হল পৃষ্ঠাগুলো গুনে দেখি।

প্রথম ২৮ পৃষ্ঠা খবরের জন্যে। তার সাথে খেলাধুলা, ভ্রমণ, বিজ্ঞাপন, ছোটখাটো ম্যাগাজিন সব মিলিয়ে হয়েছে ৫৩০ পৃষ্ঠা। পাঁচশো তিরিশ পৃষ্ঠা কতটুকু সে-সম্পর্কে কারও যদি ধারণা না থাকে তা হলে তাকে মনে করিয়ে দেয়া যায় সঞ্চয়িতার পৃষ্ঠাসংখ্যা সাড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি।

এই পাঁচশো তিরিশ পৃষ্ঠার দুই-তিন পৃষ্ঠা পড়ার উপযোগী এবং সেটুকু পড়া হয়ে গেলে পুরো জিনিসটা ঘাড়ে করে নিয়ে ফেলে দিতে হবে।

ভালোবাসার বিজ্ঞাপন

রবিবারের খবরের কাগজে ভালোবাসার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি হচ্ছে "পুরুষের খোঁজে মেয়ে।" দ্বিতীয়টি হচ্ছে "মেয়ের খোঁজে পুরুষ।" তৃতীয় এবং চতুর্থটি একটু বিচিত্র "পুরুষের খোঁজে পুরুষ" এবং "মেয়ের খোঁজে মেয়ে।" পঞ্চমটি একটু মজার— "বুড়ো-বুড়ির খোঁজে বুড়ো-বুড়ি।" প্রত্যেক বিভাগ থেকে কয়েকটা করে তুলে দিচ্ছি :

১. পুরুষের খোঁজে মেয়ে

আলিঙ্গনপিপাসু

বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে, শ্বেতাঙ্গিনী ব্রিস্টান, বাদামি চুল, উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন, ছিপছিপা দেহ, বেড়াতে, নাচতে এবং সিনেমা দেখতে পছন্দ করে সেরকম মানুষের খোঁজে। যোগাযোগের ঠিকানা : (এখানে খবরের কাগজের একটা কোড নম্বর)

শুধু আমার জন্যে

সেক্সি, শ্বেতাঙ্গিনী, অবিবাহিতা মেয়ে, বয়স ২৯, উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি, ওজন ১২০ পাউন্ড, প্রকৃতিকে ভালবাসে। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি একশো পঞ্চান্ন পাউন্ড ওজনের ২৯ থেকে ৩৭ বৎসর বয়সের পুরুষমানুষ খুঁজছে। জীবনকে খুব হালকাভাবে নিতে পছন্দ করে। শুধুমাত্র অসম্ভব রূপবানরা যোগাযোগ করতে পারে। ঠিকানা : (কোড নম্বর)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই সুযোগ ছেড়ে দিও না

শ্বেতাঙ্গিনী অবিবাহিতা মেয়ে। লম্বা এবং আকর্ষণীয়া। বয়স উনিশ। ২০ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের অবিবাহিত পুরুষের খোঁজে। মূলত বন্ধুত্বের জন্যে, তবে অন্য কিছুও হতে পারে। কোনো রোগ থাকতে পারবে না। যোগাযোগের ঠিকানা : (কোড)

এ-ধরনের প্রায় চারশো ভালোবাসার কাঙালিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। বিজ্ঞাপনের ভাষা মোটামুটি এ-ধরনেরই।

২. মেয়ের খোঁজে পুরুষ

সবকিছু দেব

১৫ থেকে ৩৯ বছরের মেয়েকে যে পুরোপুরি একটি মেয়ে। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, ওজন ১৬৫ পাউন্ড। রোমান্সের খোঁজে। মোটেও ধার্মিক নয়। দোকানে ঘুরতে পছন্দ করে। ঠিকানা : (কোড)

রান্না করে দেব

অবিবাহিত, শ্বেতাঙ্গ চাকরিজীবী, বয়স ২৬, উচ্চতা ৬ ফুট, ওজন ১৯০ পাউন্ড, নীল চোখ এবং সোনালি চুল। ঘরে বাইরে সব কাজে উৎসাহী। খুঁজছে হালকা পাতলা অবিবাহিতা শ্বেতাঙ্গিনী, চাকরিজীবী মেয়ে। ঠিকানা : (কোড)

মহিলার খোঁজে পুরুষদের এরকম ভালোবাসার বিজ্ঞাপন রয়েছে প্রায় তিনশো। মহিলাদের বিজ্ঞাপন থেকে তাদের বিজ্ঞাপনের ভাষা তুলনামূলকভাবে একটু কম বেপরোয়া।

৩. পুরুষের খোঁজে পুরুষ

সুদর্শন খেলোয়াড়

হোমোসেকচুয়াল, সুদর্শন পুরুষ, বয়স ১৮। বাদামি চুল, কালো চোখ। ২০ থেকে ৩০ বৎসর বয়েসি হোমোসেকচুয়াল পুরুষ খুঁজছে। বন্ধুত্ব দিয়ে শুরু করে স্থায়ী সম্পর্কের অন্বেষায়। ঠিকানা : (কোড)

খবরের কাগজে এ-ধরনের বিজ্ঞাপন রয়েছে দশটি।

৪. মেয়ের খোঁজে মেয়ে

আমার মুখে হাসি ফোটাও

৩১ বৎসর বয়স, নাচতে পছন্দ করে। সিনেমা, সী বিচ এবং শিশু ভালবাসে। একই ধরনের মহিলার খোঁজে। এই এলাকায় হলে ভালো হয়। বন্ধুত্ব কিংবা তার চাইতেও বেশি কিছুর খোঁজে। ঠিকানা : (কোড)

এ-ধরনের বিজ্ঞাপন রয়েছে প্রায় দশটি। এই বিজ্ঞাপনের ভাষাগুলি খুব মার্জিত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৫. বুড়োবুড়ির খোঁজে বুড়োবুড়ি

রিটায়ার্ড শ্বেতাঙ্গ পুরষ। বয়স বাহাত্তর, যদিও দেখে মনে হয় ষাট। বাইরে খেতে এবং সিনেমা দেখতে পছন্দ করে। শ্বেতাঙ্গিণী মহিলাকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার জন্যে উৎসুক। কোনো এক ধরনের সম্পর্কও হতে পারে। ঠিকানা : (কোড)

বুড়োবুড়ির খোঁজে বুড়োবুড়ির বিজ্ঞাপনের সংখ্যা রয়েছে পাঁচটি।

এদেশের মানুষকে বাইরে থেকে দেখে ঠিক বোঝা যায় না, এখানে মানুষ যেভাবে জীবন উপভোগ করছে, ঠিক তার পাশাপাশি বিশাল এক জনগোষ্ঠী রয়েছে নিঃসঙ্গ। সেই নিঃসঙ্গতা যে কী ভয়ানক সেটি এই বিজ্ঞাপন পড়লে বোঝা যায়।

মানুষ কি সত্যিই ভালোবাসার জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে পারে?

মাদার্স ডে

আজকে মাদার্স ডে বা মাতৃদিবস। ব্যাপারটি বেশ মজার— এদেশে মা এবং বাবার জন্যে দুটি দিন আলাদা করে রাখা আছে, প্রথম শুনলে মনে হয় কী চমৎকার একটা আইডিয়া, মা এবং বাবার জন্যে আলাদা একটা দিন! মা এবং বাবাকে যদি সম্মান না দেখাই তা হলে কাকে সম্মান দেখাব? আসল ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয়।

যেমন ধরা যাক আমাদের জেফ ইয়াং-এর কথা। একদিন সে এসে বলল, "মা'কে একটা হোমে দিয়ে এলাম।"

"হোমে?"

"হ্যাঁ, বাবা মারা যাবার পর একা একা থাকা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। বাড়িটা বিক্রি করে এখন হোমে চলে গেল।"

"বাড়িটা বিক্রি করে দিলে? আহা, তোমার মা বেচারি নিশ্চয়ই কতদিন এই বাড়িতে ছিল, কতরকম স্মৃতি! বিক্রি করতে তোমার মায়ের নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে—"

জেফ আমার কথার কোমল অংশটুকু হয় বুঝতে পারল না, নাহয় বুঝতে চাইল না। বলল, "চমৎকার জায়গা! বাসে করে দোকানপাটে নিয়ে যায়। প্রতি বৃহস্পতিবার বিংগো খেলা। রবিবার চার্চ।"

"কিন্তু থাকবেন একা একা?"

"একা কেন হবে? আরও অনেকে আছে।"

"কিন্তু তোমরা থাকবে না?"

জেফ সরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমরা কেমন করে থাকব!"

এইরকম বুড়োবুড়ির সংখ্যা অসংখ্য। তারা সন্তানদের থেকে আলাদা হয়ে একা একা থাকে। এইরকম মায়েদের ফোন করার জন্যে মাদার্স ডে তৈরি করা হয়েছে। এই দিনে ছেলেমেয়েরা রুটিন করে তাদের মা'কে ফোন করে। ফোন করে মা'দের বলে, "হ্যাপি মাদার্স ডে—শুভ মাতৃদিবস।"

এর থেকে বড় রসিকতা আর কী হতে পারে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুধু যে বুড়ো নিঃসঙ্গ মা'দের ফোন করার জন্যে দিনটি তৈরি করা হয়েছে সেটি সত্যি নয়। এর মাঝে আসলে আরও বড় ষড়যন্ত্র আছে, সেটা হচ্ছে পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র। সব মাই যে বুড়ি সেটা সত্যি নয়, সত্যি কথা বলতে কী কমবয়সি মায়ের সংখ্যাই বেশি। মাদার্স ডেতে তাদেরকে উপহার দেয়ার নিয়ম, সে উপলক্ষে একমাস আগে থেকে রেডিও, টেলিভিশন এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া শুরু হয়ে যায়। যত মেয়েলি জিনিস আছে বাজারে তার ছড়াছড়ি দেখা যায়, পোশাক, গয়না, বাসনপত্র সবকিছুর বিশেষ সেল দেয়া হয়— সব মিলিয়ে একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার! আমার ধারণা মা'দের প্রতি ভালোবাসা থেকে নয়, জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্যে এই দিনটি তৈরি করা হয়েছে।

মাদার্স ডে থেকে যে ভাল কিছু বের হয় না সেটা বললে অবশ্যি মিথ্যে বলা হবে। এই দিনটি উপলক্ষে স্কুলের বাচ্চাদেরকে সবসময়েই তাদের মা'দের জন্যে বিশেষ কিছু একটা করার জন্যে উৎসাহ দেয়া হয়। স্কুলে বাচ্চারা খুব উৎসাহে মায়ের জন্যে উপহার তৈরি করে বাসায় এনে লুকিয়ে রাখে এবং মাদার্স ডেএর ভোরবেলায় সেটা বের করে দেয়। কাঁচা হাতে কিন্তু গভীর ভালোবাসায় তৈরি মায়ের জন্যে সেই উপহার দেখে মায়েরা যখন অভিভূত হয়ে যায় (অন্তত অভিভূত হবার অভিনয় করে) তখন মনে হয় দিনটি মন্দ নয়। আজ ভোরবেলায় আমার ছেলেমেয়েরাও তাদের স্কুল থেকে তৈরি করে আনা মায়ের উপহার বের করে আনল (মা কেন ভালো তার উপরে ভালো ভালো কয়টি কথা নিজেদের তৈরি করা ফ্রেমে সাজানো এবং ফ্রীজের উপর লাগানোর জন্যে চুম্বকের উপর নকশা করা ছবি) এবং সেটা নিয়ে যথোপযুক্ত আহা-উহু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হল।

বাবাদের জন্যে আলাদা করে রাখা দিনটি জুন মাসের শেষের দিকে, ততদিনে স্কুল ছুটি হয়ে যায়! তাই স্কুল ছুটি হবার আগেই বাবাদের জন্যে এরকম একটা উপহার তৈরি করে দেয়া হয়। সেই উপহার বাবা যেন কিছুতেই খুঁজে না পায় সেজন্যে খুব ভালো করে লুকিয়ে রাখা হয়। সাধারণত ফাদার্স ডের ভোরবেলা সেই উপহার খুঁজে বের করা শুরু হয় এবং দেখা গেছে সেটা এত ভাল করে লুকিয়ে রাখা হয় যে আর কখনোই সেটা খুঁজে পাওয়া যায় না! যে-উপহার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেটা পেলে আমি কী খুশি হতাম আমাকে সেটাই তখন অভিভূত হয়ে প্রকাশ করতে হয়।

এই বেলা বলে রাখি ব্যাপারটা কঠিন নয়।

ডিজনিওয়ার্ল্ড

সন্ধেবেলা ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে বসেছি বেড়ানোর পরিকল্পনা পাকা করার জন্যে। ডিজনিল্যান্ড এবং ডিজনিওয়ার্ল্ড নামের বাচ্চাদের দুটি স্বর্গ রয়েছে এদেশে। একটি লস অ্যাঞ্জেলেসে, অন্যটি ফ্লোরিডায়, দুটিই নিউজার্সি থেকে অনেক দূরে। সেখানে বাচ্চাদের বেড়াতে নিয়ে যাব বলে কথা দিয়ে এনেছি। প্লেনের টিকিট কেনার ব্যাপার আছে, হোটেল ভাড়া করার ব্যাপার আছে, কাজেই একটু সময় নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে, আমি তাই আমার ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে বসেছি। তাদের বললাম, "সামনের সপ্তাহে ডিজনিওয়ার্ল্ডে যাওয়া যাক, কী বল?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাদের চোখ আনন্দে চকচক করে ওঠে, হাতে কিল মেরে বলল, "চলো যাই।"

আমি বললাম, "যেতে লাগবে একদিন, ফিরে আসতে একদিন, সেখানে থাকতে হবে কমপক্ষে চারদিন, কেনেডি স্পেস সেন্টারে গিয়েছিলাম মনে আছে? সেটাও কাছেই আছে, একসাথে ঘুরে আসব। তা হলে সব মিলিয়ে হল ছয়দিন।"

"ছয়দিন।" আমার ছেলে এবং মেয়ে একই সাথে চমকে উঠল, "ছয়দিন আমাদের স্কুল কামাই হবে?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "ডিজনিওয়ার্ল্ডে তো তোমাদের স্কুল নেই, স্কুল তো কামাই হবেই।"

"অসম্ভব!" আমার ছেলে মুখ শক্ত করে বলল, "আমি স্কুল কামাই করে ডিজনিওয়ার্ল্ড যাব না। উইকএন্ডে ঘুরে আসব।"

আমার মেয়েও মাথা নাড়ল, "উঁহুঁ, স্কুল কামাই করা যাবে না।"

আমি তখনও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে কোনো বাচ্চা স্কুল কামাই হবে বলে ডিজনিওয়ার্ল্ডে যেতে চাইছে না! খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললাম, "কিন্তু এই স্কুলে তো তোমাদের এমনি মজা করার জন্যে দেয়া হয়েছে। তোমাদের সত্যিকার স্কুল তো বাংলাদেশে। সেখানে গিয়ে পরীক্ষা দেবে—পাশ করবে সেখানে। এখানে স্কুলে গেলেই কী আর না-গেলেই কী?"

আমার ছেলে এবং মেয়ে মাথা নেড়ে বলল, "উঁহুঁ, স্কুল কামাই করা যাবে না। আমাদের এতদিনের বন্ধু, তাদের ছেড়ে চলে যাব, আবার কবে দেখা হবে—আমরা যেতে চাই না।"

আমি খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে বসে থেকে বললাম, "তোমরা যদি যেতে না চাও জোর করে তো আর নিতে পারি না! তোমাদের জন্যেই যাওয়া। পরে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।"

"দোষ দেব না।" ছেলে মাথা নেড়ে বলল, "আর ডিজনিওয়ার্ল্ডে এমন কী জিনিস—কিছু রাইড, কিছু মিকি মাউস---"

ব্যাপারটা যেটুকু বিচিত্র তার থেকে বেশি দুঃখের। এদেশে বাচ্চাদের স্কুলগুলো খুব যত্ন করে তৈরি করা হয়। যেটুকু পড়ানোর কথা আমার ধারণা সেটুকু পড়ানো হয় না, কিন্তু একটি বাচ্চার মানসিক বিকাশের জন্যে আর সবকিছু করানো হয়। আমার ছেলে এবং মেয়ে এরকম চমৎকার একটা পরিবেশ থেকে প্রায় হঠাৎ করে দেশের স্কুলের মুখোমুখি হয়েছে যেখানে প্রচণ্ড পড়াশোনার চাপ, শাস্তির ভয়, ভিন্ন কালচার থেকে আসার একধরনের অস্বাচ্ছন্দ্য, সব মিলিয়ে একধরনের ভয়ের অনুভূতি। দীর্ঘদিন সেই চাপ, ভয় এবং অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে হঠাৎ তারা তাদের পরিচিত পরিবেশে ফিরে এসেছে। অন্য বাচ্চারা স্কুলকে সহ্য করে যায়, কিন্তু তারা শুধু সহ্য করছে না, উপভোগ করছে। সেই উপভোগের কাছে হার মেনেছে ডিজনিল্যান্ডের মতো জায়গা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৩ মে সোমবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন এরকম :

১. গতকালকের প্লেন দুর্ঘটনা কেমন করে ঘটেছে এখনও কেউ জানে না। প্লেনের পাইলট ছিল অত্যন্ত চৌকস একজন মহিলা। প্লেনটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে একটা জলা জায়গায়, কেউ বেঁচে নেই সেটা নিশ্চিত, কিন্তু ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা নিয়ে খুব সমস্যা হচ্ছে।

২. শিক্ষাবর্ষ শেষ হবার পর এখানে প্রম-নাইট হয়, যেখানে ছেলেমেয়েরা নাচানাচি করে আনন্দ করে। একটি মেয়ে দিনটাকে বিশেষভাবে পালন করার জন্যে আলট্রা লাইট প্লেনে করে এসেছে। আলট্রা লাইট খুব ছোট প্লেন যেখানে একজন—বড় জোর দুজন বসতে পারে— প্লেনটাকে দেখে ইঞ্জিন লাগানো একটা বড় ঘুড়ির মতো মনে হয়।

দিনলিপি

আজকের দিনটি একেবারেই সাদামাটা দিন, অনেক খুঁজেপেতেও লেখার মতো একটি ঘটনাও পাওয়া গেল না!

১৪ মে, মঙ্গলবার

হেডলাইন

১. একটি ছেলে রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছে, তার বয়স মাত্র চোদ্দ।

২. ফ্লাইট ৫৯২-এর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে ব্ল্যাক বক্সটি পাওয়া গেছে।

আজকের প্রথম খবরটি মোটামুটি চমকপ্রদ, তবে হেডলাইন পাবার যোগ্য কি না সে বিষয়ে খানিকটা সন্দেহ রয়েছে! ছেলেটির নাম দেখে মনে হচ্ছে সে ভারতীয় বংশোদ্ভূত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পড়াশোনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে যারা খুব ভাল করে, প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা এই উপমহাদেশ থেকে আগত পিতামাতার সন্তান।

অত্যন্ত অল্প বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হয়ে যাবার ঘটনা আমি আগেও দেখেছি, ব্যাপারটি চমকপ্রদ এবং খবরের কাগজে ছাপানোর উপযোগী হলেও সেই কমবয়সি ছেলে এবং মেয়ের জন্যে ব্যাপারটি আনন্দের নয় বলে আমার ধারণা। মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় হচ্ছে শৈশব এবং শৈশবের সবচেয়ে মধুর স্মৃতি হচ্ছে সমবয়সি বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা কিংবা দুরন্তপনা করে সময় কাটানো। এই শিশুপ্রতিভার মানুষেরা জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। পড়াশোনার ব্যাপারে তারা প্রতিভাবান হলেও শারীরিক এবং মানসিকভাবে তারা শিশুই থেকে যায়। কাজেই যাদের সাথে তাকে সময় কাটাতে হয়, অন্যান্য ছাত্রছাত্রী তারা কেউ তাকে গ্রহণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারে না। আমি যখন সিয়েটল শহরের ইউনিভার্সিটি অভ ওয়াশিংটনে পড়াশোনা করছি তখন সেখানকার নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে এক গ্রীষ্মে এই ধরনের একটি শিশুপ্রতিভাকে পাঠানো হয়েছিল, তার বয়স দশ কিংবা এগারো হবে, কিন্তু ইতিমধ্যে সে কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এই প্রতিভাবান মেয়েটিকে দেখে তার জন্যে আমার খুব মায়া হয়েছিল, বয়সে অনেক বড় মানুষদের সাথে তার ওঠাবসা করতে হচ্ছে এবং সে নিজে প্রাণপণে বড় হওয়ার চেষ্টা করছে। বড় হওয়ার পথ হিসেবে সে নিজেকে সাজিয়ে তোলার পথটি বেছে নিয়েছিল এবং সেজন্যে একটু পরেপরে বাথরুমে গিয়ে পোশাক পালটে, মুখে রং মেখে, ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে বের হয়ে আসত। আমার ধারণা, এই ধরনের বাচ্চাদের বেলায় বাবা-মা'কে তাদের বিশেষ পড়াশোনার ব্যবস্থা করে নিজের সমবয়সি বন্ধুদের সাথেই বড় হতে দেয়া উচিত।

আজকের দুনম্বর খবরটি— বিধ্বস্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্সটি খুঁজে পাওয়া গেছে, সেটি হেডলাইন পাবার উপযোগী খবর। সব প্লেনের নানা ধরনের তথ্য, পাইলটদের কথাবার্তার রেকর্ডিং সংরক্ষণ করা থাকে। বাক্সটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণেও তার ক্ষতি না হয়, কাজেই প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার পর সবচেয়ে প্রথমে ধ্বংসাবশেষ থেকে এই ব্ল্যাক বক্সটি খুঁজে বের করা হয়।

টেলিভিশন

আমরা যে-হোটেলে আছি তার সব রুমেই বড় বড় টেলিভিশন রয়েছে, আজ ফিরে এসে দেখি সেই টেলিভিশন পালটে আরও বড় বড় টেলিভিশন দেয়া হয়েছে। যে-লোকটি টেলিভিশন পালটাচ্ছে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কী?"

"আগের টেলিভিশন পুরানো হয়ে গেছে, তাই—"

"কে বলছে পুরানো হয়ে গেছে, চমৎকার টেলিভিশন।"

লোকটা দাঁত বের করে হেসে বলল, "এই টেলিভিশনটা আরও চমৎকার! কত বড় স্ক্রীন দেখেছ?"

"তা ঠিক।" আমি টেলিভিশনের ঝকঝকে ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। গত কয়েক বছরে নিশ্চয়ই টেলিভিশন প্রযুক্তিতে বড় ধরনের কিছু উন্নতি হয়েছে যেটা আমরা জানি না।

লোকটা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আগের টেলিভিশনগুলো কী করেছ?"

"হোটেলের কর্মচারীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, একটা পঞ্চাশ ডলার করে। আমি সাতটা কিনেছি।"

"কয়টা?"

"সাতটা।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সাতটা টেলিভিশন দিয়ে তুমি কী করবে?"

লোকটা দাঁত বের করে হেসে বলল, "এত সস্তায় পেয়ে যাচ্ছি তাই কিনে রাখলাম। বাসায় রাখার জায়গা নেই, নাহয় আরও অনেক কিনে রাখতাম।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টেলিভিশনের অনুষ্ঠান

আমি টেলিভিশনের ভক্ত নই। খবর শোনা ছাড়া টেলিভিশন দেখি খুব কম, আজকে নতুন টেলিভিশন দিয়েছে, তাই সোফায় হেলান দিয়ে রিমোট কন্ট্রোলে চ্যানেল পালটাতে পালটাতে যাচ্ছি, অসংখ্য অর্থহীন অনুষ্ঠানের মাঝে দুটি খবর বেশ মনে হলো। প্রথমটি একটি কলেজের বাস্কেট বল টীম নিয়ে। দলের একজন ছেলের ক্যান্সার হয়েছে বলে তাকে কিমোথেরাপি দিচ্ছে। কিমোথেরাপি দেয়া হলে মাথার চুল পড়ে যায়, তাজেই ছেলেটির এখন ন্যাড়া মাথা। বন্ধুর ন্যাড়া মাথার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তার দলের সবাই মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছে। টেলিভিশনে সেই টীমের খেলা দেখাচ্ছে, কোনটা বল এবং কোনটা ন্যাড়া মাথা সেটা নিয়ে প্রায় বিভ্রম হয়ে যাবার অবস্থা!

দ্বিতীয়টি একটি প্রতিযোগিতার খবর। টেক্সাসের এক শহরে প্রতি বছর হাসি প্রতিযোগিতা হয়, সেখানে সবচেয়ে বিচিত্র হাসির জন্যে বিজয়ীকে পুরস্কার দেয়া হয়। প্রথম পুরস্কার পেয়েছে বারো বছরের একটি ছেলে, প্রতিযোগিতার সময় সে যখন মঞ্চে উঠে বিচিত্র হাসি প্রদর্শন করছিল তখন ছেলেটির সাথে ছিল তার অ্যাসিস্ট্যান্ট, আরেকজন বারো বছরের ছেলে। হাসিটকে মদদ দেয়ার জন্যে সে তার পায়ের নিচে কাতুকুতু দিয়ে গেছে!

আমার মনে হয় এ-কাজগুলি পারে শুধু আমেরিকানরাই।

১৫ মে, বুধবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইনগুলি হচ্ছে এরকম :

১. স্কুলের বাচ্চাদের জন্যে স্কুল ড্রেস কি ভাল না খারাপ?

২. টুইস্টার নামে সিনেমাটি চলচ্চিত্র জগতে তিনদিনে সবচেয়ে বেশি পয়সা অর্জন করেছে।

হেডলাইনগুলি একনজর দেখলেই বোঝা যায় কিছু একটা সমস্যা রয়েছে, খবরের কাগজের হেডলাইন যদি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে শেষ হয় সেটা কেমন ধরনের হেডলাইন? প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিকে বরং একটি খবর বলা যায়, তবে মুশকিল হচ্ছে এদেশের সবকিছুই মাপ-পরিমাপ করা হয় "সবচেয়ে লম্বা" "সবচেয়ে মোটা" "সবচেয়ে বড়" "সবচেয়ে বেশি" এইভাবে। কোনটা যে সত্যি আর কোনটা যে মিথ্যে বোঝা মুশকিল। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। হাইওয়েতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, দেখি মাঝারি সাইজের একটা পানির ট্যাংক, তার পাশে লেখা "পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পানির ট্যাংক"। আমি অবাক হলাম বলাই বাহুল্য, আরেকবার সুযোগ পেয়ে থেমে পানির ট্যাংকটা পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কার করলাম সাইনবোর্ডের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিচে ছোট ছোট করে লেখা, "একটি স্তম্ভের উপর দাঁড় করানো এবং বর্তুলাকার পানির ট্যাংক যার অগ্রভাগ ছুঁচাল, সেই ধরনের পানির ট্যাংকের মাঝে সবচেয়ে উঁচু।"

আমার ধারণা এই ধরনের পানির ট্যাংক এই একটিই রয়েছে। এটা যদি ছয় ইঞ্চি উঁচু হত তা হলেও পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পানির ট্যাংক হত।

টর্নেডো

আজ সকালে হঠাৎ এক বন্ধু ফোন করে বলল, "শুনেছি বাংলাদেশে টর্নেডোতে অনেক লোক মারা গেছে।"

শুনে আমি চমকে উঠলাম, আমাদের দেশে ঝড় বন্যা ঘূর্ণিঝড়ে হঠাৎ করে একসাথে এত লোক মারা যায় যে ব্যাপারটি বিশ্বাস করা কঠিন। আমি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ছি, টেলিভিশনে খবর শুনছি, কিন্তু বাংলাদেশে টর্নেডোতে মানুষ মারা গিয়েছে সে-খবরটি তো কোথাও দেখি নি! মনটাই খারাপ হয়ে গেল, কোথায় খবরটা পাই চিন্তা করতে করতে হঠাৎ ইন্টারনেটের কথা মনে পড়ল। কম্পিউটারের সামনে বসে কী-বোর্ডে তিন-চারটা কী চাপতেই আমার সামনে পৃথিবীর সব খবর এসে হাজির হল। স্থানীয় খবরের কাগজ আমার দেশের খবরকে উপেক্ষা করেছে, নেটওয়ার্ক টেলিভিশন আমার দেশের মানুষের দুঃখকষ্টের কথা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নি, কিন্তু ইন্টারনেট আমার দেশকে ভোলে নি। আমি টর্নেডোবিধ্বস্ত টাঙ্গাইলের ছবি দেখলাম, বৃদ্ধ একজন বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, শিশু বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। খবর পেলাম ভয়াবহ টর্নেডোতে প্রায় চারশো মানুষ মারা গিয়েছে।

হঠাৎ করে ফেলে আসা দেশের কথা মনে হয়ে এত মন-খারাপ হল যে সে আর বলার মতো নয়!

চূড়া-দিবস

বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে প্রাক্তন সহকর্মীদের রুমের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, ভিতরে তাকিয়ে দেখি একজন অত্যন্ত বিরস মুখে বসে আছে, দেখে মনে হল কেউ তাকে জোর করে নিমপাতা খাইয়ে দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল, মুখ এমন ভোঁতা করে বসে আছ কেন?"

"জান না তুমি বুধবার হচ্ছে চূড়া-দিবস? কী আশা কর তুমি বুধবারে?"

আমার হঠাৎ মনে পড়ল যে আজ বুধবার এবং বুধবার হচ্ছে চূড়া-দিবস। এখানে সপ্তাহটাকে একটা পাহাড় হিসেবে কল্পনা করা হয়, এটা আরোহণ শুরু হয় সোমবারে, মঙ্গলবারে আধাআধি উঠে বুধবারে চূড়ায় উঠে যায়, বৃহস্পতিবারে আধাআধি নেমে শুক্রবারে একেবারে পাহাড় অতিক্রম করে ফেলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৬ মে, বৃহস্পতিবার

হেডলাইন

আজকের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. কোম্পানির সবচেয়ে বড় কর্মকর্তারা বেতন খুব বেশি নিচ্ছে।

২. ভ্যালুজেট ফ্লাইট ৫৯২ বেআইনিভাবে কিছু অক্সিজেন তৈরি করার কেমিক্যাল নিয়ে যাচ্ছিল যেটা সম্ভবত বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

প্রথম হেডলাইনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হতে পারে, কিন্তু এটি খবর নয়। এখানকার কোম্পানির বড় কর্মকর্তারা যে বেতন খুব বেশি নিচ্ছে সেটা মোটেও নূতন ব্যাপার নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বেতন দুইশো হাজার ডলার, কিন্তু এ. টি.অ্যান্ড টি.-এর সর্বোচ্চ কর্মকর্তার বেতন হচ্ছে ষোলো মিলিওন ডলার, প্রেসিডেন্ট থেকে আশিগুণ বেশি।

দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ খবর।

দিনলিপি

আজ লেখার মতো কিছু নেই। দিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বৃষ্টি। বৃষ্টি বৃষ্টি এবং বৃষ্টি। আকাশভাঙা এই বৃষ্টি দেখে শুধু দেশের কথা মনে পড়ছে। এখানে আর সময় কাটছে না, কবে দেশে ফিরে যাব?

১৭ মে, শুক্রবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. নেভির চীফ অভ স্টাফ অ্যাডমিরাল জার্মি বুডি আত্মহত্যা করেছেন।

২. একটি প্রতিষ্ঠান দশ মিলিওন ডলার পুরস্কার দেবে যদি কোনো প্রাইভেট কোম্পানি মহাকাশে গিয়ে ফিরে আসতে পারে এরকম মহাকাশযান তৈরি করতে পারে।

প্রথম খবরটি নিঃসন্দেহে সত্যিকারের হেডলাইন। এ-ধরনের একটি খবর একশো বছরেও একটি তৈরি হয় কি না সন্দেহ। নেভির চীফ অভ স্টাফ— যিনি নেভির সবচেয়ে ছোট পদে যোগ দিয়ে একটু একটু করে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ পদে উঠে এসেছেন তাঁর আত্মহত্যা করার খবরটি নিঃসন্দেহে একটি বড় খবর। যে-ব্যাপারটি তাঁর আত্মহত্যার খবরের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে সেটি হচ্ছে আত্মহত্যার কারণ। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে নানা ধরনের কাজকর্মের জন্যে অসংখ্য মেডেল এবং ব্যাজ পেয়েছেন, তার মাঝে একটি ব্যাজ নাকি তাঁর পাওয়ার কথা নয়। সেটি নিয়ে নিউজ উইক পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন লেখা হবে, সাংবাদিকরা সে-ব্যাপারটি নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলার জন্যে সময় ঠিক করেছে। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার কিছুক্ষণ আগে তিনি রিভলবার দিয়ে বুকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। এটি মধ্যযুগীয় উপন্যাসের একটি ঘটনার মতো, যেখানে সম্মানরক্ষার জন্যে মানুষ প্রাণ বিসর্জন দেয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় খবরটিকেও হেডলাইন হিসেবে চালানো যায়। যে-ধরনের মহাকাশযানের কথা বলেছে (অন্ততপক্ষে ৬৫ মাইল উপরে উঠতে হবে, সেই একই মহাকাশযান দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে হবে, অভিযানটিতে একজন নভশ্চর থাকতে হবে—বলে দেয়া নেই কিন্তু নিঃসন্দেহে সেই নভশ্চরকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনতে হবে!) সেটা তৈরি করতে যে-পরিমাণ খরচ হবে তার তুলনায় দশ মিলিওন ডলার কিছুই নয়। ব্যাপারটা যেন বারিধারায় একটি দশতলা দালান তৈরির জন্যে পুরস্কার একশো গ্রাম চিনাবাদাম! তবে পুরস্কারের অঙ্ক যেরকমই হোক, সত্যি সত্যি যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এরকম বারবার ব্যবহারের উপযোগী মহাকাশযান তৈরি করতে পারে সেটা থেকে তাদের যে, পরিমাণ আয় হবে সেটা তাদের সব খরচ পুষিয়ে নেবে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

খাবার

বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে দুপুরবেলা লাঞ্চ করছি, আজকে আমাদের গ্রুপটি ছোট। আমি, মাইক—একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার, কৃষ্ণা—একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং ওয়াং—একজন চাইনীজ ছাত্র। ওয়াং এখানে কাজ করে একটি পিএইচ. ডি. পাবার চেষ্টা করছে। কাজ ধীরগতিতে এগুচ্ছে, তার যে-কয়টি কারণ রয়েছে তার একটি সম্ভবত খাদ্য। সে ভোজনরসিক, বাড়ি থেকে কিছু খাবার পোটলা করে নিয়ে আসে, কাফেটারিয়া থেকে কিছু খাবার কেনে এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে সে সেগুলি খায়। সে অন্য একটি ছোট দলের সাথে খাচ্ছিল এবং সেই দলের সবাই তাদের খাওয়া শেষ হবার পর উঠে গেছে, কাজেই সে এখন আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে। সে যে-পরিমাণ খাবার নিয়েছে এবং যে-গতিতে খাচ্ছে আমি মোটামুটি নিশ্চিত তাকে আমাদের পরেও আরও একটি দল খুঁজে নিতে হবে।

আমি, মাইক, কৃষ্ণা এবং ওয়াং এই চারজনের খাবারের অভ্যাস চার রকম, আমি ভোজনরসিক নই, খেতে হয় বলে খাই। মাইকের বয়স হয়ে আসছে, তার উপর সে আমেরিকান, কাজেই সে খাদ্যসচেতন; লেটুস পাতা, গাজরের রস, টুনা মাছ এই ধরনের খাবার খায়। কৃষ্ণা ভেজিটারিয়ান— মাছ মাংস থেকে শতহস্ত দূরে থাকে এবং ওয়াং হচ্ছে সর্বভুক। ওয়াংয়ের সাথে খেতে বসলে কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে আলোচনা ঘুরেফিরে খাবারের মাঝে চলে আসে। যেমন আজকে আলোচনা শুরু হয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক নিয়ে, কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উপর ভালো একটা বই লিখছে শোয়ার্টজ, শোয়ার্টজকে নিয়ে খানিকক্ষণ কথা হল, শোয়ার্টজ গত কনফারেন্সে কী বলেছে সেটা নিয়ে আলোচনা হল এবং একজন বলল সেই কনফারেন্সটি হয়েছিল সান ফ্রান্সিসকোতে—সাথে সাথে ওয়াং জিবে লে'ল টেনে বলল, "সান ফ্রান্সিসকোর ফিশার ম্যানস ওয়ার্ফে যা চমৎকার মাছভাজা পাওয়া যায়—" এবং সংগত কারণেই এরপর আলোচনা মাছ এবং সীফুডের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকল।

আজকেও তা-ই হল, ঘুরেফিরে আলোচনা খাবারের মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, আমি কাফেটারিয়ার মীট লোফ খেতে খেতে ওয়াংকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমরা তো অনেক বিচিত্র খবার খাও, তাই না?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়াং মুখের খাবার কোনোমতে গলাধঃকরণ করে বলল, "বিচিত্র খাবার খাই? আমরা? কে বলেছে?"

"শুনেছি, সাপ ব্যঙ পোকা সবই খেতে পার।"

"সেটা কি বিচিত্র হল? সাপ ব্যঙ তো সবাই খায়। আর পোকার কথা যদি বল সব পোকা তো আমরা খাই না। যেমন ধরো মশা—"

আমি হেসে ফেলে বললাম, "তোমরা যদি মশা দিয়ে একটা খাবার আবিষ্কার করতে পার আমাদেরকে বোলো। আমরা তোমাদের দেশে মশা এক্সপোর্ট করে বড়লোক হয়ে যাব। তোমাদের দেশের রেস্টুরেন্টে বড় বড় করে লেখা থাকবে, আসুন, এখানে বাংলাদেশের পুরুষ্ট মশাভাজা পাবেন, কুড়মুড় করে খাবেন—"

কৃষ্ণা নিরামিষাশী বলে খাওয়াদাওয়া নিয়ে এই ধরনের আলোচনা পছন্দ করে না, আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "তোমার সবকিছুতেই ঠাট্টা!"

আমি বললাম, "ঠাট্টা কোথায় করলাম? মশাভাজা কি এমনই বিচিত্র খাবার? জিজ্ঞেস করে দেখো ওয়াং আরও কত কিছু খায়। সাপের কলজে—"

আমি কথা শেষ করার আগেই ওয়াং জিবে লোল টেনে বলল, "সাপের কলজে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস জিনিস! আমি যে-শহর থেকে এসেছি সেখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, সেই রেস্টুরেন্ট সাপ ঝুলিয়ে রাখে, মোটা মোটা নাদুসনুদুস সাপ। সেখানে গিয়ে তুমি একটা সাপ দেখিয়ে দেবে, আর তোমার সামনে ঘ্যাঁচ করে সাপের পেট চিড়ে কলজেটা বের করে এনে দেবে। একটু নুন ছিটিয়ে—"

কৃষ্ণা ভয়ে ভয়ে বলল, "কাঁচা?'

ওয়াং চোখ কপালে তুলে বলল, "ওমা! সাপের কলজে আবার কেউ রান্না করবে নাকি? এটা তো কাঁচাই খেতে হয়।"

আমি কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রমাদ গুনলাম। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে—মনে হয় বমিটমি করে দেবে। আমি আগেও লক্ষ করেছি, সে গোশতের কাবাব বা মাছের মুড়িঘন্টের গল্পই সহ্য করতে পারে না, সেই তুলনায় সাপের কাঁচা কলজে তো রীতিমতো ভয়াবহ ব্যাপার! কিন্তু আমার মাথায় তখন দুষ্টগ্রহ ভর করেছে। আমি মুখে নিরীহ একটা ভঙ্গি করে বললাম, "তোমরা তো ইঁদুরও খাও, তাই না?"

"ইঁদুর? হ্যাঁ খাই।"

"কোনটা তোমার ফেবারিট? মোটা মোটা ধেড়েগুলি, নাকি ছোটগুলি?"

খাবারের যে-কোনো আলোচনায় ওয়াংয়ের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এবারেও তা-ই হল, চকচকে চোখে বলল, "ছোট ছোট ইঁদুরগুলি। আস্ত ইঁদুরগুলি ডুবো তেলে ভাজা হয়। তারপর লেজ ধরে মুখের উপরে এনে ছেড়ে দাও, কুড়মুড় করে চিবিয়ে খাবে—আহা-হা কী স্বাদ!"

আমি হঠাৎ লক্ষ করলাম কৃষ্ণা তার খাবারের প্লেট সামনে ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তারপর আমরা কিছু বলার আগেই প্রায় ছুটে কাফেটারিয়া থেকে বের হয়ে গেল। ওয়াং অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে কৃষ্ণার?"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, " কী আর হবে, তোমার ইঁদুর খাবার গল্প শুনে ভয়ে পালিয়েছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভিডিও গেম

গত দশ বছরে যে-জিনিসটির একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে সেটা হচ্ছে ভিডিও গেম। একটা ছোট যন্ত্র টেলিভিশনের সাথে লাগিয়ে দেয়া হয় এবং সেই যন্ত্রে কোনো একটা ভিডিও গেম লাগিয়ে নেয়ার পর টেলিভিশনের স্ক্রীনে সেই গেমটি খেলা হয়। পৃথিবীর সম্ভাব্য সকল বিষয়ে কোনো-না-কোনো গেম তৈরি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় গেম হচ্ছে মারামারিবিষয়ক। আজকাল যে-গেমগুলি তৈরি হয়েছে তার মারামারির দৃশ্যগুলি এত বাস্তব যে দেখে রীতিমতো আঁতকে উঠতে হয়। ছোট্ট বাচ্চাদের নার্ভ খুব শক্ত হয় বলে তারা অবলীলায় স্ক্রীনের মাঝে গুলি করে মানুষের মাথার খুলি ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দিতে পারে, বড়দের একটু অসুবিধে হয়।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন গোপনে ছোটদের জন্যে পড়া নিষিদ্ধ যাবতীয় রগরগে খুন-জখমের বই পড়ে এসেছি, আমার তেমন কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না, কাজেই ভিডিও গেম খেলে ছোট বাচ্চারা খুন জখম ভায়োলেন্স শিখে ফেলবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু ভিডিও গেমের অন্য একটি দিক রয়েছে যেটা ছোট কিংবা বড় সবার উপরে প্রভাব ফেলে বলে আমি বিশ্বাস করি। ভিডিও গেমের সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে সেটি আমাদের চেতনাকে পুরোপুরি দখল করে ফেলে। আমরা সেটি চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি এবং হাত ব্যবহার করে খেলাটি চালিয়ে যাই। কম্পিউটারের সাথে দ্রুত খেলে যেতে হয়, প্রতি মুহূর্তে নূতন কিছু ঘটছে, প্রবল উত্তেজনায় স্নায়ু টানটান হয়ে আছে, চিন্তা করার অবসর নেই, মুহূর্তে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে যাচ্ছি।

স্নায়ু টানটান করে প্রবল উত্তেজনা ব্যাপারটি কখনো কখনো মন্দ নয়, কিন্তু সর্বক্ষণ সেটাতে ডুবে থাকলে আমার ধারণা ছোটদের একটা বড় ক্ষতি হয়। ছোটরা সে-ধরনের ব্যাপারেই অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং দৈনন্দিন জীবনের ধীর গতিতে চলতে থাকা স্বাভাবিক জীবনকে হঠাৎ করে পানশে মনে হয়। বই পড়া কিংবা কিছু না করে জানালায় হেলান দিয়ে আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকা কিংবা বাবার গা ঘেঁষে গল্প শোনার মতো ব্যাপারগুলিতে সেই শিশু আর আনন্দ পায় না। যে-মানুষ প্রতি সেকেন্ডে তিরিশবার ভিন্ন ভিন্ন জিনিস করতে পারে না তাকে মনে হয় জোলো। আমার ধারণা ভিডিও গেম এবং তার "ভায়রা ভাই" টেলিভিশনের কারণে নূতন যুগের শিশুদের জন্যে মনোযোগ দেয়ার ব্যাপারটি কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভিডিও গেম বা টেলিভিশনে মনোযোগ দিতে হয় না, এই যন্ত্রটি তার সব কূটকৌশল ব্যবহার করে মনোযোগটি ধরে রাখে। কাজেই একটি শিশু সর্বক্ষণ এই যন্ত্রগুলি ব্যবহার করে করে একসময় যদি নিজে থেকে মনোযোগ দেয়ার ব্যাপারটি ভুলে যায় আমি অবাক হব না।

ভিডিও গেম বা টেলিভিশন নিয়ে আমার এই থিওরিটি কোনো পরীক্ষিত থিওরি নয় এবং আমার পরিচিত শতকরা আশিজন এটি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। যাঁরা আমার সামনে হেসে উড়িয়ে দেন নি তাঁরা আড়ালে উড়িয়ে দিয়েছেন, কারণ যুক্তরাষ্ট্রে আমার পরিচিত শতকরা একশোজনের বাসাতেই তাঁদের বাচ্চাদের জন্যে ভিডিও গেম রয়েছে। বলা যেতে পারে আমার পরিচিত অপরিচিত সবার মাঝে শুধু আমার বাসাতেই কোনো ভিডিও গেম ছিল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসায় ভিডিও গেম না থাকাতে আমার বাচ্চারা জ্ঞানে গুণে বাড়াবাড়ি কিছু একটা হয়ে উঠবে কি না তার প্রমাণ পাবার জন্যে সম্ভবত আরও তিরিশ কিংবা চল্লিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। আমার ছেলে এবং মেয়ে তাদের বন্ধুমহলে প্রায় মফস্বলের আনকালচার্ড মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। বাচ্চাদের মহলে ভিডিও গেম হচ্ছে কালচার, যে এটা সম্পর্কে জানে না সে-ই আনকালচার্ড। সব বাচ্চা মিলে যখন সর্বশেষ ভিডিও গেমটি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা করে তখন তারা সেই আলোচনায় অংশ নিতে পারে না এবং মনমরা হয়ে হিংসাতুর দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার মনে হতে থাকে তারা বাচ্চাদের সামাজিক একটা ব্যাপার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

আমি তখন আমার বাচ্চাদের জন্যে নূতন একটা নিয়ম করে দিলাম। মাসে একবার তারা ভিডিও গেম ভাড়া করতে পারবে এবং শুধুমাত্র এক উইকএন্ডে ভিডিও গেম খেলতে পারবে।

এই নূতন নিয়মটি তাদের খুব পছন্দ হল। তারা সারামাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করত, এবং নির্দিষ্ট উইকএন্ডে ভিডিও গেম খেলার যন্ত্রটি এবং সর্বশেষ কয়েকটা ভিডিও গেম ভাড়া করে আনা হত। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মাঝে আট দুগুণে ষোলো ঘণ্টা ঘুমানোর জন্যে ব্যয় করে বাকি বত্রিশ ঘণ্টা তারা একটানা ভিডিও গেম খেলত—তাদের অন্যান্য বন্ধু সারামাস যে-জিনিসটি করছে তারা দুদিনেই সেটা পুষিয়ে দিত। দেখা গেল খুব দ্রুত তারা তাদের বন্ধুমহলে "কালচার্ড" হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছে—কীভাবে কোন গেমটি খেললে কত সহজে কাকে খুন করা যায়, কোন গোপন কৌশল ব্যবহার করলে কোন গেমে বিস্ময়কর কী ব্যাপারটি ঘটে বন্ধুমহলে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আদান-প্রদান হতে থাকে।

এবারে আবার আমেরিকা বেড়াতে আসার পর আমার ছেলে এবং মেয়ে আমাদেরকে মনে করিয়ে দিল তাদের মাসিক বরাদ্দ এক উইকএন্ডের ভিডিও গেম দাবি পূরণ করার জন্যে আজকে ভিডিও গেম ভাড়া করে আনার কথা। কবে কখন আমরা তাদের এই উইকএন্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম মনে নেই, কিন্তু তারা সেটা ভোলে নি!

কাজেই সন্ধেবেলা আনুষ্ঠানিকভাবে "ব্লকবাস্টার ভিডিও" থেকে "সনি প্লে স্টেশন" নামে ভিডিও গেম খেলার যন্ত্র এবং "টোশিন্ডেন", "রিজ রেসার" এবং "রেম্যান" নামের তিনটি ভিডিও গেম ভাড়া করে আনা হল। গেম দুটি ভাড়া করার সাথে সাথে তাদের চোখ চকচক করতে থাকে, দ্রুত নিশ্বাস পড়তে থাকে এবং হাত নিশপিশ করতে থাকে। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে এই দুজনকে আমরা একটি যন্ত্রের কাছে বিসর্জন করে ফেলেছি!

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাচ্চারা কী করবে মাঝে মাঝে আমার জানার খুব কৌতূহল হয়।

১৮ মে, শনিবার

হেডলাইন

আজকের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন মেগান আইনটি ফেডারেল আইন হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২. "টার্গেট" নামে কিছু দোকান নিউজার্সি এলাকায় খোলা হবে।

প্রথম খবরটি সত্যিকার হেডলাইন, দ্বিতীয়টি একটি রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কোন এলাকায় কী দোকান খোলা হবে সেটা কি একটা খবর হতে পারে?

টুইস্টার

শনিবার ছুটির দিন হিসেবে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার কথা, কিন্তু অনেক ভোরে ঘুম ভেঙে গেল আমার পুত্রকন্যার উচ্চস্বরে চিৎকার করে ভিডিও গেম খেলার শব্দে। অন্যদিন তাদের ঠেলাঠেলি করেও ঘুম থেকে তোলা যায় না, আজ নিজেরাই ঘুম থেকে উঠে বসে আছে! খানিকক্ষণ কানের উপর বালিশ চাপা দিয়ে শুয়ে থাকার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়লাম।

আমার পুত্র এবং কন্যা কী ভিডিও গেম ভাড়া করে এনেছে আগে দেখি নি, ঘুম থেকে উঠে দেখলাম। সি. ডি. রমে করে গেমগুলি আসে, বিশাল টিভি স্ক্রীনে সেটার গ্রাফিক্স, উজ্জ্বল বর্ণের চলমান ছবি, শব্দ এবং বিদ্যুৎগতি সবকিছু দেখে আমার হতবাক হবার অবস্থা।

সকাল পার হয়ে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেল, আমার ছেলে এবং মেয়েকে ভিডিও গেম থেকে বেশি সময়ের জন্যে সরানো গেল না। বিকেলবেলা বলা যেতে পারে একরকম অতিষ্ঠ হয়ে তাদের দুজনকে হোটেলে রেখে আমি এবং আমার স্ত্রী সিনেমা দেখতে বের হয়ে গেলাম—অনেকদিন থেকে দেখব-দেখব করছি, সিনেমাটির নাম টুইস্টার। এটি টর্নেডোর উপরে তৈরি একটি ছবি— এদেশে টর্নেডোকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় টুইস্টার।

আজকালকার সিনেমা-হলগুলি অন্যরকম। আগে একেক জায়গায় একেকটা সিনেমা-হল থাকত, আজকাল আর সেরকম নয়। আমরা যেখানে সিনেমা দেখতে গেলাম সেই সিনেমা কমপ্লেক্সে পাশাপাশি ষোলোটা সিনেমা-হল! হলগুলি তৈরি হয়েছে একটা শাপিং মলে, বাজার করার দোকানপাট ছাড়াও সেখানে রয়েছে খাবারের জায়গা, বিশাল এলাকা ঘিরে ছোট ছোট খাবারের দোকান, এমন কোনো খাবার নেই যেটা এখানে পাওয়া যায় না।

সিনেমা-হলে এসে একটু দুশ্চিন্তিত ছিলাম, টুইস্টার ছবিটি নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে, আজকে ছুটির দিন সবাই হয়তো ছবি দেখতে এসেছে, হয়তো টিকিটই পাব না। সিনেমা হলে এসে ভুল ভাঙল, ভিড় বেশি হতে পারে ভেবে ষোলোটা হলের চারটাতেই দেখাচ্ছে টুইস্টার!

এই সিনেমা-হলগুলি অপূর্ব, নূতন তৈরি করেছে বলে ঝকঝকে একটা ভাব রয়েছে, শব্দের ডিজিটাল টেকনোলজি এবং বিশেষ ধরনের স্পীকার ব্যবহার করে একেবারে বাস্তব শব্দ তৈরি করে দেয়। বিশাল স্ক্রীন দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা।

টুইস্টার ছবিটা দেখে অবশ্যি আশাভঙ্গ হল, বাজে কাহিনী—শুধুমাত্র টর্নেডোর ভয়াবহ স্পেশাল এফেক্ট দিয়ে পুরো সিনেমাতে সকল দর্শকের রুদ্ধশ্বাসে বসিয়ে রেখেছে। এত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পয়সা খরচ করে এত রকম স্পেশাল এফেক্ট দিয়ে একটা ছবি তৈরি করে, কিছু সময় ব্যয় করে বিশ্বাসযোগ্য একটা কাহিনী কেন তৈরি করে নেয় না?

সন্ধেবেলা ফিরে এসে বাচ্চাদের একরকম জোর করে হোটেল থেকে বের করে নিয়ে গেছি বাইরে। কোনোমতে একপেট খেয়ে আবার হোটেলঘর এবং আবার ভিডিও গেম।

মনে হচ্ছে আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হবার আগে আমি পাগল হয়ে যাব!

১৯ মে, রবিবার

হেডলাইন

আজকের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. ষাটের দশকে সমুদ্রে নার্ভ গ্যাস নিমজ্জন। নিউজার্সি থেকে দুশো মাইল পূর্ব দিকে সমুদ্রের গভীরে এই বিষাক্ত রাসায়নিক ফেলা হয়। বিষাক্ত রাসায়নিক ফেলার এই প্রজেক্টটির নাম ছিল CHASE, Cat Hale And Sink 'em -এর প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি একটি শব্দ।

২. এই এলাকায় স্প্যানিশ ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে বলে পুলিশদের স্প্যানিশ ভাষা শেখানো হচ্ছে।

আজকে যে-খবর দুটি ছাপা হয়েছে তার প্রথমটিকে বড় খবর বলা যায়, কিন্তু তথ্যটি যদি অনেকদিন থেকেই জানা থাকে এবং আজ নূতন করে পরিবেশন করা হয় তা হলে সেটি হেডলাইন পাবার যোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় না।

দ্বিতীয়টি কোনো খবর নয়, তবে খবরটি দেখে আমার অন্য কিছুর কথা মনে পড়ে গেল। আমরা তখন লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকি, সেটি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের একটি শহর। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের দক্ষিণে মেক্সিকো শহর এবং সে-কারণে ক্যালিফোর্নিয়াতে বিপুলসংখ্যক মেক্সিকান মানুষ বাস করে। মেক্সিকানদের ভাষা স্প্যানিশ (শুধু মেক্সিকান নয়, দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সব দেশের ভাষাই স্প্যানিশ) এবং তাদের অনেকেই স্প্যানিশ ছাড়া আর কোনো ভাষা জানে না। মেক্সিকানদের চুল কালো, গায়ের রং আমাদের মতো এবং অনেক মেক্সিকান আমাদের দেখে মেক্সিকান মনে করে আমাদের সাথে দীর্ঘ সুখদুঃখের আলাপ শুরু করে দিত। অপরিচিত মানুষের সাথে কথা বলতে আমার বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু তারা কথা বলত স্প্যানিশে এবং স্প্যানিশ ভাষায় "উনো" মানে "এক", এ ছাড়া আমি আর কোনো শব্দ জানতাম না। কাজেই মেক্সিকানদের দীর্ঘ আলাপের এক পর্যায়ে আমাকে খুব বিনীতভাবে বলতে হত আমি স্প্যানিশ জানি না, যেটা ইংরেজিতে বলতে হত বলে সেটাও তারা বুঝত না। খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর তারা বুঝতে পারত যে আমি স্প্যানিশ বলতে পারি না এবং তখন তারা একই সাথে অপমানিত, ক্ষুব্ধ এবং রাগান্বিত হয়ে যেত। তাদের দেশের একজন মেক্সিকান তার নিজের মাতৃভাষা পুরোপুরি ভুলে গিয়েছে সেটা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটি যখন খুব ঘনঘন ঘটতে শুরু করল, আমি তখন এলসার শরণাপন্ন হলাম। এলসা কলম্বিয়ার একটি মিষ্টিমতন মেয়ে, আমাদের অফিসের সেক্রেটারি। কলম্বিয়া দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ, তাই এলসার মাতৃভাষা স্প্যানিশ। সে আমাকে কিছু স্প্যানিশ কথা শিখিয়ে দিল। প্রথম কথাটি হচ্ছে, আমি স্প্যানিশ জানি না— "লা আবলা এসপানিওলা।" দ্বিতীয়টি হচ্ছে : আমি মেক্সিকান নই, আমি বাংলাদেশি —তার স্প্যানিশ অনুবাদটি এখন আর আমার মনে নেই।

আমি আমার এই নূতন ভাষার জ্ঞান নিয়ে ঘুরে বেড়াই এবং কয়দিনের মাঝেই হঠাৎ মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ আমাকে পাকড়াও করে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। সে আবেগপ্রবণ মানুষ, হাত নড়ছে, শরীর দুলছে, চোখ নড়ছে। কথার মাঝখানে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে ফেলল। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে বললাম, "লা আবলা এসপানিওলা—আমি স্প্যানিশ জানি না। আমি মেক্সিকান নই, আমি বাংলাদেশি!"

লোকটি হতচকিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে অপমানের ছায়া, চোখ রক্তবর্ণ। আমি পরিষ্কার তার মনের কথা শুনতে পেলাম, সে ভাবছে, "ব্যাটা তুই স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিস, আর মুখে বলছিস স্প্যানিশ জানিস না! তুই দেশের অপমান, জাতির অপমান, আমাদের সংস্কৃতির অপমান! তুই এবং তোর চোদ্দ গুষ্টি মেক্সিকো সাগরে ডুবে মর—"

এর পর থেকে আমাকে যখন কোনো মেক্সিকান কথা বলার জন্যে পাকড়াও করত আমি ইংরেজিতেই কথা বলতাম।

লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে স্প্যানিশ ভাষা নিয়ে শুধু যে আমার সমস্যা হয়েছিল তা নয়, অনেক ব্যাংক কর্মচারীরও হত। একটি ব্যাংকের ভিতরে স্প্যানিশ ভাষায় বড় বড় করে লেখা ছিল, "আপনি কি ব্যাংক ডাকাতি করতে এসেছেন? এই ব্যাংকে কিন্তু স্প্যানিশ ভাষাভাষী কেউ নেই। আপনি কী চাইছেন সেটা কিন্তু কর্মচারীরা বুঝবে না!"

লস অ্যাঞ্জেলেস শহরে রাস্তাঘাট ফ্রী ওয়ে—এমনভাবে শহরটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে যে ব্যাংক ডাকাতি করা তুলনামূলকভাবে সহজ। একটা ব্যাংক ডাকাতি করে চট করে একটা ফ্রী ওয়েতে উঠে পড়লেই তাকে ধরা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে সবচেয়ে বেশি ব্যাংক ডাকাতি হয় লস অ্যাঞ্জেলেসে। বিপুলসংখ্যক স্প্যানিশ ভাষাভাষী মানুষ থাকায় তারাও এই কাজে নেমে গেছে— ইংরেজি জানি না বলে কোনো কোনো ব্যাংকে সমস্যা হয়েছে বলে এই সাইনবোর্ড।

দিনলিপি

আজকের দিনটিও ভিডিও গেমের উদ্দেশে নিবেদিত। হোটেলঘরে ভয়াবহ শব্দে ভিডিও গেম চলছে। আমার ছেলে এবং মেয়েকে ভিডিও গেমে সাহায্য করার জন্যে এসেছে তাদের বন্ধু স্টিভান। সে ভিডিও গেমের গুরু। হাতে জয়স্টিক নিয়ে অবলীলায় খুনের পর খুন করে যাচ্ছে, আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে জনপদ, উড়িয়ে দিচ্ছে শহর নগর প্রান্তর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজ রাত বারোটার সময় ভিডিও গেম এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ফিরিয়ে দেয়া হবে। এর আগেই আমি সম্ভবত পুরোপুরি পাগল হয়ে যাব।

২০ মে, সোমবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. ভ্যালু জেট প্লেন ক্র্যাশের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে অনুমান করা হচ্ছে যে প্লেনটিতে করে নেয়া অক্সিজেন তৈরির কেমিক্যাল থেকে বিস্ফোরণটি ঘটেছে।

২. রামজি আহমেদ ইউসুফ ১৯৯৪ সালে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টকে খুন করতে চেয়েছিল।

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইনের প্রথমটি গুরুত্বপূর্ণ খবর, দ্বিতীয়টি সম্ভবত খানিকটা অতিরঞ্জন। যে-কারণেই হোক পাশ্চাত্য দেশের মানুষেরা মুসলমান সন্ত্রাসীদের খবর হইচই করে ছাপাতে পছন্দ করে। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে বড় বড় সন্ত্রাসী কাজকর্ম করছে ধর্মান্ধ মুসলমানরা আর তার ফলভোগ করছে সাধারণ মুসলমানেরা। কিছুদিন আগে আমেরিকার উগ্র মিলিশিয়ার একটি দল একটি ফেডারেল বিল্ডিং উড়িয়ে দিয়ে অনেক কয়জন নিরীহ মানুষ, মহিলা এবং শিশু মেরে ফেলেছিল। সাধারণ মানুষেরা ধরে নিল কাজটি মুসলমানদের এবং সাথে সাথে বেশ কিছু মানুষ দল বেঁধে গিয়ে কিছু মুসলমানের বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এল।

বহুদিন আগে—সেই সত্তরের দশকে যখন ইরানে আমেরিকার দূতাবাস দখল করে তাদের বন্দি করে রেখেছিল তখন আমার নামটির কারণে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে যাদের নামের আগে "মুহম্মদ" রয়েছে তাদের বের করে ভোররাতে ফোন করে তাদেরকে পুরো ব্যাপারটার জন্যে দায়ী করে বিশাল বক্তৃতা দেয়া মোটামুটি রুটিনমাফিক কাজ ছিল।

আজকের খবরের কাগজে যে রামজি আহমেদ ইউসুফের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা মারার আসামি। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে।

নাশতা

আজকাল প্রতিদিন নাশতার টেবিলে বসে মনে হয় কেউ যদি মুচমুচে মুড়ি পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে মাখিয়ে এনে দিত খেতে নাজানি কী মজাই লাগত।

দিনলিপি

লেখার মতো বিশেষ কিছু নেই। অসহ্য গরম পড়েছে। হোটেলের এয়ার-কন্ডিশন ঘর থেকে বের হলেই মনে হয় মোষের মতো কোনো কাদায় গড়াগড়ি করে ঠাণ্ডা হয়ে আসি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুদিন আগেই ভয়ংকর ঠাণ্ডার প্রায় জমে যাচ্ছিলাম, এখন অসহ্য গরমে ভাজাভাজা হয়ে যাচ্ছি— এ তো এক মহা যন্ত্রণার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল!

২১ মে, মঙ্গলবার

হেডলাইন

গতকাল যে-জিনিসটি নিয়ে আমি অভিযোগ করেছি আজকে সেটাই খবরের কাগজের একটা হেডলাইন। আজকের কাগজে বড় বড় করে লেখা : তাপমাত্রা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ১০১ ডিগ্রীতে পৌঁছেছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেও ছিল বরফ-শীতল।

আজকের খবরের কাগজের দ্বিতীয় হেডলাইনটি সমকামীদের নিয়ে— কলরাডোতে সমকামীদের অধিকারসংক্রান্ত একটি মামলায় তাদের পক্ষে রায় দেয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে সমকামীদের সামাজিকভাবে স্বীকার করে নেয়া শুরু হয়েছে। বিল ক্লিনটন এই মামলার রায় শুনে বলেছেন, যথোপযুক্ত রায় হয়েছে। বব ডোল—যিনি আগামী প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী, তিনি এ-ব্যাপারে মুখ খোলেন নি। রিপাবলিকান হচ্ছে রক্ষণশীল দল, সমকামীদের নিয়ে কথাবার্তা বলা তারা পছন্দ করে না।

অন্যরকম

আজকে খবরের কাগজে গতকালের দিনের তাপমাত্রা দেখানো হয়েছিল ফারেনহাইটে, যে-তাপমাত্রায় আমরা জ্বর দেখি। দেশে এবং পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই কিন্তু তাপমাত্রা দেখানো হয় সেলসিয়াস স্কেলে। যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন থাকার কারণে আমি এখন ফারেনহাইট স্কেলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আমি জানি ফারেনহাইট ৬০–৬৫ ডিগ্রী বেশ আরামদায়ক, ৭০–৮০ অর্থাৎ গরম পড়তে শুরু করেছে, ৮০–র উপরে অনেক গরম, ৯০ হচ্ছে অসহ্য, ১০০তে খবরের কাগজে হেডলাইন! আবার তাপমাত্রা যখন ৫০–এর নিচে তার অর্থ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে, ৪০–এর নিচে রীতিমতো ঠাণ্ডা, ৩২ হওয়া মানে পানি জমে বরফ হয়ে যাবে। ফারেনহাইটে তাপমাত্রা যখন শূন্যের কাছকাছি হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ভয়াবহ ব্যাপার।

দেশে ফিরে আসার পর এই তাপমাত্রা নিয়ে একটা সমস্যা হয়ে গিয়েছে। দিনের তাপমাত্রা শুনে সেটা কত বুঝতে পারি না। মাথার মাঝে কিছু অঙ্ক কষতে হয়, পাঁচ দিয়ে ভাগ করে নয় দিয়ে গুণ, তার সাথে বত্রিশ যোগ—তারপর বুঝতে পারি দিনটি গরম না ঠাণ্ডা!

শুধু তাপমাত্রা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের আরও কিছু ব্যাপার আছে যেটা সারা পৃথিবী থেকে আলাদা। আরও কিছু কিছু ব্যাপার রয়েছে যেটা অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের দেখাদেখি করে নিয়েছে, কিন্তু তবুও এই দেশ এখনও অন্যরকম। কয়েকটা উদাহরণ দেয়া যাক :

(এক) আমাদের দেশের ইলেকট্রিসিটি ২২০ ভোল্ট এবং পঞ্চাশ সাইকেল। যুক্তরাষ্ট্রে সেটা ১১০ ভোল্ট এবং ষাট সাইকেল—যার অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সোজাসুজি এদেশে ব্যবহার করা যাবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

(দুই) আমাদের দেশে আমরা গাড়ি চালাই রাস্তার বাম দিকে (ট্রাক-ড্রাইভারদের কথা অবশ্যি ভিন্ন, তারা চালায় রাস্তার মাঝখানে, তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে তাদেরও রাস্তার বাম দিকেই চালানোর কথা), যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ি চালানো হয় রাস্তার ডানদিকে। এ-ব্যাপারে অবশ্যি আমাদের দেশ সংখ্যালঘু।

(তিন) আমরা যখন কখনো তারিখ লিখি প্রথমে দিই তারিখ, তারপর লিখি মাস, সবার শেষে দিই বছর। যেমন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিখ্যাত ভাষণটি দিয়েছিলেন ৭-৩-৭১ তারিখে। তারিখ লেখার এই স্বাভাবিক রীতিটাকে আমেরিকানরা প্রায় একরকম জোর করে পালটে নিয়েছে—তারা মাসটি লিখবে আগে, তারপর তারিখ, এবং তারপর বছর। কাজেই ৭-৩-৭১ লিখে দিলে আমেরিকানরা ধরে নেবে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিয়েছিলেন জুলাই মাসের ৩ তারিখে। এই যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি কখনোই মাসটি সংখ্যায় লিখতাম না, বানান করে লিখতাম।

(চার) ইংরেজি জেড শব্দটিকে যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় Zee। দীর্ঘদিন সে-দেশে থাকার কারণে আমি এখনও জেড বলা অভ্যাস করতে পারি নি এবং যখনই আমাকে এই অক্ষরটি ব্যবহার করতে হয় আমি নিয়মিতভাবে ক্লাসে আমার ছাত্রদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলি!

(পাঁচ) তাপমাত্রা ফারেনহাইটে প্রকাশ করা হয় আগেই বলেছি। এ ছাড়াও দূরত্ব মাপা হয় মাইলে, কিলোমিটারে নয়। ওজন মাপা হয় পাউন্ডে—কিলোগ্রামে নয়। বিচিত্র কোনো কারণে যুক্তরাষ্ট্র এখনও সারা পৃথিবী থেকে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে।

(ছয়) আমাদের কিংবা পৃথিবীর প্রায় সবদেশের নোট দেখেই মোটামুটি আন্দাজ করা যায় সেটি কি বড় নোট নাকি ছোট নোট। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক, এক টাকার নোট হয় ছোট—এই একটুখানি, ভিতরের ছবিও সাদামাটা। সেই তুলনায় পাঁচশো টাকার নোট অনেক বড়, তার ছবি এবং অলংকরণও অনেক সুদৃশ্য! নোটের রংগুলিও মোটামুটি আলাদা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সব নোট দেখতে হুবহু একরকম, কোনটা কত ডলারের নোট সেটা দেখার জন্যে কোনায় লেখা সংখ্যাটি পড়তে হয়। আমার মতে এটি একধরনের যন্ত্রণা।

(সাত) আমেরিকাতে "দিনের আলো বাঁচানো" বলে একটা ব্যাপার আছে, তখন ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে কিংবা এগিয়ে আনা হয়। শীত কেটে যখন বসন্তকাল আসে (এপ্রিলের শেষে) তখন হঠাৎ করে ঘোষণা করে দেয়া হয় অমুক দিন থেকে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেয়া হবে। সেদিন সবাইকে সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে অফিস যেতে হয়, কারণ সেদিন থেকে ভোর সাতটা হয়ে গেছে সকাল আটটা! অফিস থেকে যখন ফিরে আসে তখন তারা এক ঘন্টা সময় বেশি পায়—অন্যদিন সূর্য ডুবে যেত সন্ধে সাতটায়, ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে এনেছে বলে এখন ডুববে আটটায়।

অক্টোবরের শেষে ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে আবার আগের জায়গায় নেয়া হয়। শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে এনে দিনটাকে যেমন খানিকটা লম্বা করা হয়, শীতের শুরুতে হয় তার উলটো। ঘড়িতে চারটা না বাজতেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে। তবে লোকজন সকালবেলা মোটামুটি ফর্সা হয়ে যাবার পর অফিসে যেতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরো ব্যাপারটি প্রথম প্রথম আমার জন্যে ছিল পুরোপুরি দুর্বোধ্য। আমার মনে আছে রেডিও-টেলিভিশনে শুনে, খবরের কাগজে পড়ে এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মুখ থেকে জেনেও আমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করি নি এবং প্রথম দিন আগের সময়ে ক্লাসে হাজির হয়ে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা-জানালা বন্ধ! সেদিন এক ঘন্টা সময় আমার রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে কাটাতে হল!

(আট) যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশন এবং আমাদের দেশের টেলিভিশনের সিস্টেমও ভিন্ন। দেশ থেকে যখন কেউ কোনো ভিডিও পাঠিয়েছে সোজাসুজি কখনো সেটা দেখতে পারি নি। সেটা দেখতে হয়েছে PAL থেকে পালটে NTS করে নেবার পর।

খুঁটিনাটি আরও অনেক ব্যাপার রয়েছে যেগুলি ভিন্ন, লিখতে শুরু করলে প্রায় সাত কাণ্ড রামায়ণ হয়ে যাবে। আমি নিজে দীর্ঘদিন সেদেশে ছিলাম বলে অনেক কিছু আজকাল চোখেও পড়ে না। যেমন খাবার পর ঢেকুর তোলা আমাদের দেশে প্রায় সামাজিক একটা কর্তব্য, কিন্তু একজন আমেরিকান প্রকাশ্যে ঢেকুর তোলার আগে সম্ভবত জীবন দিয়ে ফেলবে! তাদের কাছে এর থেকে বড় অভদ্রতা আর কিছু নেই।

ডাক্তার

আমাদের ছেলে আর মেয়েকে স্কুলে ভরতি করানোর সময় স্কুল থেকে বলেছিল তাদের একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট দিতে হবে, যেখানে লেখা থাকবে ছোট বাচ্চাদের যেসব টিকা ইনজেকশান নিতে হয় সেসব নেয়া আছে। যে-জিনিসটি বছর বছর দিতে হয় সেটি হচ্ছে টি.বি. টেস্টের রেজাল্ট। ছোট বাচ্চাদের স্কুলে টি.বি. রোগটি খুব গুরুত্ব নিয়ে দেখা হয়। শুধু স্কুলের ছাত্রছাত্রী নয়, শিক্ষক কর্মকর্তা এমনকি কেউ যদি সেখানে কিছুদিনের জন্যেও কাজ করতে যায় তাকে টি.বি. টেস্ট করিয়ে নেয়া হয়।

টি.বি. বা যক্ষ্মারোগটি এদেশে প্রায় ছিলই না, ইদানীং হঠাৎ করে সেটা ফিরে আসছে। শুধু যে ফিরে আসছে তা-ই নয়, খুব ভয়াবহভাবে ফিরে আসছে। এর পিছনে রয়েছে সেদেশের ছিন্নমূল মানুষেরা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে সব ধরনের মানুষেরা যুক্তরাষ্ট্রে এসে ভিড় জমাচ্ছে, যাদের কোনো ভদ্র চাকুরি নেই তারা পর্যন্ত ট্যাক্সি চালিয়ে, বাসন ধুয়ে, রাস্তায় জিনিস ফিরি করে কিছুদিন পর বাড়ি গাড়ি কিনে ফেলছে। এরকম একটি দেশেও সবসময় কিছু মানুষ পাওয়া যায় যারা কোনো কাজকর্ম না করে পুরোপুরি ছিন্নমূল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। জীবনে আনন্দের জন্যে তাদের অনেকে ড্রাগস-এর উপর নির্ভর করে আছে। এই ছিন্নমূল মানুষ যে-ধরনের রোগ শোক বাধায় সেটি হচ্ছে টি.বি.। সেই রোগে ভুগে ভুগে তারা যদি মারা যেত সেটি কোনো সমস্যার সৃষ্টি করত না, কিন্তু তারা যে-কাজটি করে সেটি খুব ভয়ানক। তারা কোনো হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। টি.বি. বা যক্ষ্মারোগ যত ভয়ানকই হোক, তার চিকিৎসা খুব সরল, নিয়মিত অ্যান্টিবায়োটিক। এই ছিন্নমূল মানুষেরা নিজেদের কিংবা সমাজের জন্যে কোনো দায়িত্ব অনুভব করে না, তাই প্রায় সময়েই দেখা যায় অ্যান্টিবায়োটিক নিতে শুরু করে কিছুদিনের মাঝেই সে ব্যাপারে পুরোপুরি উৎসাহ হারিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেলছে। ফলস্বরূপ তার শরীরের টি.বি. রোগের জীবাণু ধ্বংস না হয়ে এই অ্যান্টিবায়োটিকটির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধশক্তি অর্জন করে ফেলে। এই নূতন জীবাণুটি যদি অন্য কাউকে আক্রান্ত করে তখন তাকে আর এই অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায় না, অন্য অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়। যদি সেই মানুষটি আরেকজন ছিন্নমূল মানুষ হয়ে থাকে এবং চিকিৎসার মাঝখানে সবকিছু ছেড়েছুড়ে দেয় তা হলে তার শরীরের জীবাণুটি এই অ্যান্টিবায়োটিকটির বিরুদ্ধেও একটা প্রতিরোধশক্তি তৈরি করে ফেলে। এভাবে একটি জীবাণু বিভিন্ন মানুষের শরীরে আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করে ফেলে যখন তাকে আর কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায় না। সেটি অমোঘ শক্তিশালী একটা কালব্যাধির রূপ নিয়ে নেয়।

এদেশের বড় বড় শহরগুলিতে তা-ই হয়েছে। মাদকাসক্ত ছিন্নমূল মানুষেরা, যাদের জগৎসংসারের প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব নেই, টি.বি. বা যক্ষ্মা-নামক রোগটিকে দুরারোগ্য রোগে তৈরি করে দিয়েছে। ডাক্তারেরা এখন এই রোগের চিকিৎসা করার জন্যে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। সব জায়গায় এটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে নেয়া হয়—স্কুলের কথা ছেড়েই দিলাম।

আমার ছেলেমেয়েকেও আজ তাদের টি.বি. টেস্টের জন্যে নিয়ে যাওয়া হল। যে-ডাক্তার একসময় তাদের দেখতেন, অনেকদিন পর আজকে আবার তাদের দেখে খুব খুশি হলেন। দেশে কেমন লাগছে ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘ সময় কথা হল। ফিরে আসার সময় কাউন্টারে তাঁর ফী এবং আনুষঙ্গিক বিল পরিশোধ করা হল। যে-কোনো হিসেবে এই বিল বিশাল, এদেশে চিকিৎসা-নামক ব্যাপারটি অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ। আগে আমাকে কখনো সেজন্যে অর্থব্যয় করতে হয় নি, বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চ আমার জন্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলতে চাইলে হেলথ ইন্স্যুরেন্স নামক ব্যাপারটির কথা একটু না বললেই না। এখানে সবকিছুই ব্যবসা, কাজেই হেলথ ইন্স্যুরেন্সও ব্যাবসা। ডাক্তার হাসপাতাল ক্লিনিক সবাই মিলে ব্যবসা করছে, তারা চোখ বুজে এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে চুষে নিচ্ছে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চুষছে সাধারণ মানুষদের। সাধারণ মানুষও ধোয়া তুলসীপাতা নয়, তারাও যে যাকে পারে চুষে নিচ্ছে। এই চোষাচুষির সমাজে যারা টিকতে পারছে না ছোবড়া হয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে।

এদেশে যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। হেলথ ইন্স্যুরেন্স ব্যাপারটি এত খরচসাপেক্ষ যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা কোনো সহজ ব্যাপার নয়। যাদের ছোটখাটো ইন্স্যুরেন্স নেই, ছোটখাটো সর্দিকাশি জাতীয় অসুখবিসুখে তারা হয়তো টিকে থাকে, কিন্তু হঠাৎ করে যদি কোনো কারণে তাদের হাসপাতালে যেতে হয় তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। বিল ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার পর চেষ্টা করেছিলেন "সবার জন্যে চিকিৎসা" এ-ধরনের একটি ব্যবস্থা করতে। পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে যে যেভাবে পারে লুটেপুটে খাচ্ছে। তারা "সবার জন্যে চিকিৎসা" ব্যাপারটাকে ভালোভাবে দেখে নি বলে সেটি বেশিদূর এগুতে পারে নি।

হেলথ ইন্স্যুরেন্সের নামে এদেশে কীরকম লুটেপুটে খাওয়া হয় তার একটা উদাহরণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিই। আমার ছেলেকে একবার কোনো একটা কারণে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। ছয়-সাত বছরের একটা শিশুর হাসপাতালে থাকার অভিজ্ঞতা ভয়াবহ হওয়া সম্ভব, কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি সেটি তার জীবনের একটি আনন্দময় স্মৃতি! হাসপাতালে বাচ্চাদের জন্যে বিশেষ ধরনের ঘর তৈরি করে রেখেছে, উজ্জ্বল রং দিয়ে তৈরি সেইসব ঘরে ঢুকলেই মন ভালো হয়ে যায়। তাদের খেলার জন্যে খেলনা, ভিডিও গেম, ছোট লাইব্রেরি। ডাক্তার নার্স অভিজ্ঞ বাচ্চাদের নানাভাবে আনন্দ দিচ্ছে। বন্ধুবান্ধব উপহার নিয়ে দেখা করতে আসছে, বাচ্চাদের প্রিয় খাবারের বিশেষ ব্যবস্থা, রাতে বাবা কিংবা মা পাশের বিছানায় রয়েছে। হাসপাতালের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখা যায় নদী, নদীতে পালতোলা নৌকা— এককথায় পুরো ব্যাপারটা অপূর্ব।

সেই হাসপাতালে একদিন আমি আমার ছেলেকে নিয়ে বসে আছি, তখন বাইরে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে একজন ভদ্রলোক হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলেন। আমার ছেলের দিকে একনজর তাকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে ছেলের?"

আমি ছেলের সমস্যার কথা বললাম, তিনি মোটামুটি সমবেদনার সাথে শুনে আমাকে সাহস এবং সান্ত্বনা দিলেন। ভদ্রলোক হাসিখুশি মানুষ, কাজেই আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজব হল। নাম পরিচয় বিনিময় করা হল এবং জানতে পারলাম তিনিও আমার মতো অনেক দিন ক্যালিফোর্নিয়ায় ছিলেন। ভদ্রলোককে দেখে বয়স বোঝা যায় না, কিন্তু তাঁর বড় বড় ছেলে আছে, তাদের একজন ইউনিভার্সিটি অভ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়াতে নাটক এবং সিনেমার উপর পড়াশোনা করছে।

এদেশে মানুষজন সাধারণত হাসিখুশি এবং মিশুক, কাজেই হাসপতালে যেচে এসে আমার সাথে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে যাওয়ার ব্যাপারটি আমার কাছে এতটুকু অস্বাভাবিক মনে হয় নি। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে এবং আমি ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গেছি। এদিকে হাসপাতালের বিল আসতে শুরু করেছে এবং আমি সেগুলি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে পাঠাতে শুরু করেছি। সেই বিল যদি আমাকে নিজের পকেট থেকে দিতে হত তা হলে আমি ফতুর হয়ে যেতাম, নিউ ইয়র্কের রাস্তায় ভিক্ষে কিংবা ছিনতাই করে জীবন কাটাতে হত! সৌভাগ্যক্রমে আমাকে দিতে হচ্ছে না এবং পুরো বিলটি পরিশোধ করছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। বিলগুলির দিকে চোখ বুলাতে বুলাতে হঠাৎ দেখলাম সেই সদালাপী মিশুক ভদ্রলোকের নাম— তিনি একজন ডাক্তার এবং আমার ছেলেকে দেখেছেন বলে একশো পঁচাত্তর ডলারের একটা বিল পাঠিয়েছেন! সেই বিলটি যদি আমার নিজের পকেট থেকে দিতে হত আমি নিঃসন্দেহে একটু আপত্তি করতাম, খোশগল্প করার জন্যে কাউকে পয়সা দিতে আমি রাজি নই। কিন্তু বিলটি পরিশোধ করবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, আমি তাই ব্যাপারটি নিয়ে উচ্চবাচ্য করলাম না।

ঠিক এভাবে কেউ উচ্চবাচ্য করে না এবং চিকিৎসাসংক্রান্ত ব্যাপারে বিলিওন বিলিওন ডলার পকেটবদল করে। আমি অর্থনীতির ছাত্র নই বলে জানি না, হয়তো পুঁজিবাদী সমাজের নিয়মই তাই, বিলিওন বিলিওন ডলার হাতবদল করতে হবে যেন সবাই খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে। ব্যাপারটি ন্যায় কি অন্যায় সেটা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২২ মে, বুধবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. লবণ খাওয়ার সাথে হাইপার টেনশানের কোনো সম্পর্ক নেই।

২. পাঁচশো বছরের পুরানো ইনকা বালিকার একটি মমি পেরু থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আনা হয়েছে।

প্রথম খবরটি খুব মজার। আমরা সবাই জানি কারও যখন ব্লাডপ্রেশার হয় ডাক্তার প্রথমেই বলেন খাবারে লবণ খাওয়া কমিয়ে দেবেন। ব্লাডপ্রেশার বা হাইপার টেনশানের সাথে লবণের একটা সম্পর্ক রয়েছে সেটা চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বীকৃত একটা সত্য বলে জানতাম, আজকে হঠাৎ এটা কী দেখছি! খবরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হল, বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে লবণ খেলে ব্লাডপ্রেশার বেড়ে যায় এটি সত্যি নয়। যে-বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কার করেছেন তাঁদের এই রিসার্চ করার জন্যে পয়সাকড়ি দিয়েছে ক্যাম্পবেল স্যুপ কোম্পানি, এবং এই শেষ লাইনটা পড়েই পুরো ব্যাপারটি আমার কাছে পরিষ্কার হল।

ক্যাম্পবেল আমেরিকার সবচেয়ে বড় স্যুপ কোম্পানি। সুপার মার্কেটে তাকের পর তাক ক্যাম্পবেল স্যুপ দিয়ে বোঝাই থাকে। স্যুপ সংরক্ষণ করার জন্যেই হোক আর স্বাদ বাড়ানোর জন্যেই হোক এইসব স্যুপে লবণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে বলে যারা স্বাস্থ্যসচেতন তারা সাধারণত এই স্যুপগুলি বেশি খেতে চায় না! তাই ক্যাম্পবেল কিছু বিজ্ঞানীকে অনেক পয়সাকড়ি দিয়ে বলেছে রিসার্চ করে বের করো যে লবণ বেশি খেলে হাইপার টেনশান হয় না এবং বিজ্ঞানীরা সাথে সাথে রিসার্চ করে সেটা বের করে ফেলেছেন!

এদেশে এটা নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার, সিগারেট কোম্পানির অর্থব্যয় করে রিসার্চ করে বিজ্ঞানীরা বের করেছেন সিগারেট খাওয়ার সাথে ফুসফুসের ক্যান্সারের কোনো সম্পর্ক নেই! চা কফি বা মদ কোম্পানির টাকা দিয়ে বিজ্ঞানীরা রিসার্চ করে বের করেছেন চা কফি বা মদ খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো!

আমি একেবারে বাজি ধরে বলতে পারি, সন্ত্রাসীরা যদি মোটা অঙ্কের টাকা দেয় তা হলে বিজ্ঞানীরা রিসার্চ করে বের করে দেবেন যে সন্ত্রাসী কাজকর্ম সমাজব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে একটা জরুরি ব্যাপার। সন্ত্রাসীহীন সমাজ হচ্ছে স্থবির সমাজ।

বিজ্ঞানীদের এই কাজকর্ম দেখে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়!

আজকের খবরের কাগজের দুনম্বর খবরটি পড়ে চোদ্দ বছরের ইনকা বালিকাটির জন্যে খুব কষ্ট হল। পাঁচশো বছর আগে ধর্মীয় কারণে তাকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তার মৃতদেহ পাহাড়ের উপরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মমি হয়ে গেছে। এতদিন পর একজন সেটা খুঁজে পেয়ে সভ্যসমাজের সামনে নিয়ে এসেছে। খবরের কাগজে মেয়েটির ছবি দিয়েছে, দীর্ঘদিনে তার শরীর শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তবুও সেটা আশ্চর্য রকম জীবন্ত। মৃত্যুর ঠিক পরমুহূর্তের সেই বিস্ময়, দুঃখ, বেদনা, হতাশা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবকিছু যেন তার ভঙ্গির মাঝে ধরা পড়ে আছে।

পাঁচশো বছর পরেও আমাদের খুব বাড়াবাড়ি উন্নতি হয়েছে বলে মনে হয় না, দেশে ধর্মের নামে যে শাস্তি দেয়া হয় আমাদের ফতোয়াবাজ মোল্লারা সেটা এখন মেয়েদেরকেই দিয়ে যাচ্ছে। পুরুষদের ভূমিকা বরাবরের মতো মোটামুটি উপভোগকারী দর্শকের।

প্রোগ্রামার

বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে গিয়ে দেখি সেখানে পরিচিত মানুষ প্রায় কেউই নেই। একজন গিয়েছে তাইওয়ান, একজন বিয়ে করে হানিমুনে, দুজন ছুটিতে এবং একজন বস্ বদলানোর মাঝে ছুটোছুটি করছে। যাকে পাওয়া গেল সে আমাদের প্রোগ্রামার মাইক।

মাইকের বয়স পঞ্চাশের কাছকাছি এবং তাকে সাময়িকভাবে চাকরি দেয়া হয়েছে। অন্যেরা যেরকম মাসের শেষে বেতন পায় তার বেলায় সেরকম নয়, সে ঘন্টা হিসেবে বেতন পায়। প্রতি ঘন্টায় ৭৫ ডলার। তার সাথে আমার আগে পরিচয় ছিল না, এবারে এসে পরিচয় হল, নিউ ইয়র্ক এলাকার মানুষ এবং উচ্চারণেও নিউ ইয়র্কের কথার টান রয়েছে। দুপুরে আর কাউকে না পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে খেতে গেলাম।

এদেশে কোনো মানুষ দশটি কথা বললে তার মাঝে অন্তত দুটি গাড়ির কথা বলার নিয়ম। মাইকও তাই গাড়ি নিয়ে কথা শুরু করল। বলল, "আজকে একটা নূতন গাড়ি কিনব।"

"তাই নাকি? কী গাড়ি?"

"সাব।"

সাব সুইডেনের গাড়ি, এর একটি বিশেষ ধরন রয়েছে, দেখেই আলাদা করে বোঝা যায়। ধরনটা অনেকটা সজনেডাঁটার মতন, কেউ কেউ খুব পছন্দ করে, কেউ একেবারে সহ্য করতে পারে না। সাব গাড়ির বেলায় আমি দ্বিতীয় দলের, কিন্তু সেটা প্রকাশ করলাম না। নূতন গাড়ি কেনার উপযোগী প্রয়োজনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে বললাম, "কী মজা! কোথা থেকে কিনবে?"

"রেড ব্যাংকে একটা ভালো ডিলারের দোকান আছে। সেখান থেকে কিনব।"

"গাড়িটা চালাবে কে? তুমি না তোমার বউ?"

এটি একটি মোক্ষম প্রশ্ন এবং প্রশ্ন করার সাথে সাথে তার মুখে একধরনের হতাশার ছাপ পড়ল, বলল, "বউ।"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "মন-খারাপ কোরো না, পৃথিবীর সব জায়গাতেই ভালো জিনিসটা বউকে দিতে হয়। এতে সংসার সুখের হয়।"

রবোটমুখী

দুপুরবেলা ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ করলাম একটা বাসার সামনে থেকে আবর্জনা নেয়ার ট্রাক সেই বাসার আবর্জনা পরিষ্কার করছে, হঠাৎ করে আমার মনে পড়ল, আজ বুধবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং বুধবার আবর্জনা পরিষ্কার করার দিন। আমি গাড়ি চালাতে চালাতে দেখলাম সব বাসার সামনে সবুজ রঙের আবর্জনার ড্রাম সাজানো রয়েছে। ড্রামগুলি খুব কায়দা করে তৈরি করা হয়েছে, দেখে মনে হয় রবোট। ড্রামের নিচে চাকা লাগানো, ধাক্কা দেয়ার জন্যে হ্যান্ডেল, আটকে থাকা ঢাকনা—এরকম নানারকম কায়দাকানুন। আবর্জনা পরিষ্কার করার ট্রাক এসে তার বিশেষ অংশ দিয়ে এই রবোটমুখী আবর্জনার ড্রামটিকে ধরে ফেলে, সেটাকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দিয়ে টেনে নেয়া হয় এবং ট্রাকের ভিতরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করে আবার ড্রামটিকে রাস্তার পাশে রেখে দেয়া হয়। বিকেলে বাসার মালিক ড্রামটিকে ঠেলে ঠেলে পিছনে নিয়ে যাবেন সারা সপ্তাহের আবর্জনা জমা করার জন্যে। এক পরিবারের জন্যে একটি ড্রাম—কেউ যেন তার বেশি আবর্জনা জমা না করে।

আমেরিকার মানুষেরা যে-পরিমাণ আবর্জনা তৈরি করে, আমার ধারণা সারা পৃথিবীর মানুষও তত আবর্জনা তৈরি করে না। আবর্জনার চাপে এখন দেশটির ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা! আবর্জনা কম তৈরি করার জন্যে এখন ক্রমাগত চেঁচামেচি করা হয়। কাগজ, প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম ক্যান, কাঁচের বোতল—এই ধরনের জিনিসগুলিকে আবর্জনা হিসেবে ফেলে না দিয়ে বারবার ব্যবহার করার জন্যে নানারকম আইন তৈরি হয়েছে। সেগুলি আলাদা করে রাখতে হয় এবং সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয়। আইন অমান্য করেছে কি না দেখার জন্যে বিশেষ লোকজন রয়েছে, তারা নাকে রুমাল বেঁধে মানুষের জমা করা আবর্জনা ঘেঁটে ঘেঁটে দেখে বেড়ায়। সেখানে কাগজ, কাঁচের বোতল পেলে কেস ফাইল করে দেয়। আবর্জনার চাপ ব্যাপারটার অন্তত একটা ভালো দিক রয়েছে, কিছু মানুষের চাকরিবাকরি হয়েছে।

আজকাল কিছু পত্রিকা বের হয়েছে যাদের কাজই হল নোংরা জিনিস ছাপানো, সেইসব পত্রিকার সম্পাদকদের এই চাকরিতে লাগিয়ে দিলে মন্দ হয় না—আবর্জনা ঘাঁটার কাজটি মনে হয় তারা খুব চমৎকারভাবে করতে পারবে!

২৩ মে, বৃহস্পতিবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. কম্পিউটার হেকাররা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারবার পেন্টাগনের কম্পিউটারে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে। তার মাঝে শতকরা ষাট বার তারা ঢুকতে পেরেছে।

২. টেক্সাসের ভয়াবহ অনাবৃষ্টিতে সেখানে শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুর্যোগ নেমে এসেছে, ক্ষতির পরিমাণ আড়াই বিলিওন ডলার।

আজকের প্রথম হেডলাইনটি যদিও ঠিক খবর হিসেবে চালানো যায় না, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই; পেন্টাগন হচ্ছে আমেরিকার নার্ভ সেন্টার, সেখানে কম্পিউটার হেকাররা অনুপ্রবেশ করে ভিতরের সব গোপন তথ্য জেনে ফেলছে—তথ্যটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। আমি নিজে অবশ্যি ব্যক্তিগতভাবে খবরটা বিশ্বাস করি না—যদি কোনো প্রতিষ্ঠান মনে করে তাদের কম্পিউটারে হেকাররা অনুপ্রবেশ করে ফেলছে, সেখানকার নিরাপত্তা বাড়ানো এমন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়! বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চ থেকে আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবাইকে টেলিফোন কার্ডের সাইজের একটা কম্পিউটার দেয়া হয়েছিল, সেটা মানিব্যাগে রাখা যেত এবং সেটার কাজ ছিল একটি, নির্দিষ্ট সময় পরেপরে একটি র‍্যান্ডম সংখ্যা তৈরি করা। যদি বাইরে থেকে সেখানকার কম্পিউটারে অনুপ্রবেশ করার প্রয়োজন হত তা হলে এই র‍্যান্ডম সংখ্যাটি কম্পিউটারে জানানো হত—যেটি পৃথিবীর কেউ জানে না, শুধু তা-ই নয়, প্রতি দশ সেকেন্ড পরেপরে সেটি পালটে যাচ্ছে. একটা রিসার্চ ল্যাবরেটরি তার কম্পিউটারে অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকানোর জন্যে যদি এরকম একটা ব্যবস্থা করতে পারে, পেন্টাগনের মতো একটা প্রতিষ্ঠান কী করবে তার কথা ছেড়েই দিলাম।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে, এভাবে অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকানো সম্ভব— কম্পিউটার হেকার বলে যে-শব্দটি তৈরি হয়েছে তার একটি কারণ আছে। এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় যারা কম্পিউটার জগতের সমস্ত প্রচলিত নিয়ম ভেঙে—কখনো গায়ের জোরে, কখনো বুদ্ধি খাটিয়ে, কখনো এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন কায়দা খাটিয়ে, কখনো ইনটিউশান ব্যবহার করে কম্পিউটারের সমস্যা মিটিয়ে দেয়। আজকাল এ-ধরনের অসংখ্য হেকার রয়েছে। কম্পিউটার নিয়ে তারা কী বিস্ময়কর জাদু দেখাতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। কাজেই পেন্টাগনের কম্পিউটারে হেকাররা সবসময়েই অনুপ্রবেশ কররার চেষ্টা করে যাবে, সত্যি সত্যি যারা অনুপ্রবেশ করবে তাদের সংখ্যা হবে খুব কম, হাতে গোনা যায় এরকম। আর তাদেরকে ধরে ফেলা কঠিন নয় (আমি যদি পেন্টাগনের কর্মকর্তা হতাম তা হলে তাদেরকে ধরে ফেলে কম্পিউটার ডিভিশনের বড় কর্তা করে দিতাম!)

আজকের খবরের কাগজের দ্বিতীয় হেডলাইনটি, টেক্সাসের ভয়াবহ অনাবৃষ্টির খবর সত্যি সত্যি হেডলাইন পেতে পারে।

দি গ্রেট আমেরিকান স্ক্রীম মেশিন

এদেশে মানুষের বিনোদনের নানারকম আয়োজন আছে—তার একটার নাম অ্যামিউজমেন্ট পার্ক বা বিনোদন পার্ক। আমি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়েছি যে বিনোদন কথাটির অর্থ একেকজন মানুষের কাছে একেকরকম। ছোট বাচ্চারা রোদের মাঝে ছোটাছুটি করে একজন আরেকজনকে ধাক্কাধাক্কি করে আছাড় খেয়ে গায়ে কাদামাটি মাখিয়ে একধরনের আনন্দ পায়, যে ছোট বাচ্চা নয় তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না কীভাবে সেটি সম্ভব। ঠিক সেরকম বিনোদন পার্কে গিয়ে আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না কীভাবে এখানকার কোনোকিছু বিনোদন হওয়া সম্ভব।

একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যাক। নিউজার্সিতে সিক্স ফ্ল্যাগ গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার নামে একটা বিনোদন পার্ক রয়েছে। সেখানে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দের যে-ব্যাপারটি রয়েছে তার নাম "দি গ্রেট আমেরিকান স্ক্রীম মেশিন", বাংলায় হয়তো অনুবাদ করা যায় "আমেরিকার বিশাল চিৎকারের যন্ত্র" এবং যে-কারণে নামটি দেয়া হয়েছে এখানে এলেই সেটা বোঝা যায়, এখানে মানুষ চিৎকার করে যাচ্ছে, সেই চিৎকার আনন্দের চিৎকার নয়, সে-চিৎকার আতঙ্কের চিৎকার, এবং অনেক দূর থেকে মানুষ এখানে গাঁটের পয়সা খরচ করে এসেছে সেই চিৎকারে অংশ নিতে।

দি গ্রেট আমেরিকান স্ক্রীমিং মেশিন একটি রোলার কোস্টার, যার অর্থ চাকা লাগানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একধরনের গাড়িতে বসিয়ে অনেক উঁচুতে তুলে একটা রেলের মতো জায়গায় ছেড়ে দেয়া হয়। সেটা রেল ধরে আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু হয়ে নেমে আসে। প্রচণ্ড বেগে নেমে আসার সময় সেই গতি থেকে একধরনের উত্তেজনা বা থ্রিল হয়, সেটাই আনন্দ। এখানে নানা ধরনের কোস্টার রয়েছে—কিছু কিছু বেশ নিরীহ, কিছু কিছু ভয়াবহ।

স্ক্রীমিং মেশিন নিরীহ নয়, এটা ভয়াবহ, কারণ একশো পঞ্চান্ন ফুট থেকে সেটা খাড়া নিচের দিকে নেমে আসে, তখন গতিবেগ হয় ঘণ্টায় সত্তর মাইলের কাছাকাছি, সেই প্রচণ্ড গতিতে সেটাকে ঘোরানো হয় বৃত্তাকারে, যারা বসে থাকে তারা পুরো উলটো হয়ে ঘুরে আসে, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকে, কেউ যেন ছিটকে পড়ে গিয়ে ছাতু না হয়ে যায়! এরকম পুরোপুরি উলটো হয়ে ঘুরে আসে সাতবার। প্রথমবার সবচেয়ে বড়, দাবি করা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড়গুলির একটি, পরেরগুলো আস্তে আস্তে ছোট।

আজ বৃহস্পতিবার, আমাদের ছেলেমেয়েকে অনেক বুঝিয়ে স্কুল ফাঁকি দিতে রাজি করে এখানে এনেছি। ছুটির দিনে এখানে আসা একধরনের পাগলামো, মানুষেরভিড়ে তখন কিছু করার উপায় থাকে না। কিন্তু এখানে এসে আমি প্রমাদ গুনলাম, স্ক্রীমিং মেশিনে মানুষজন চিৎকার করতে করতে নেমে আসছে, উলটো হয়ে ঘুরছে, সেটা দেখে আতঙ্কিত হবার বদলে আমার ছেলের মুখে হাসি ফুটে উঠল, সে হাতে কিল মেরে বলল, "আজকে এটাতে উঠতে হবে!"

আমি না-শোনার ভান করে তাকে নিরীহ গোছের কোন আনন্দের জায়গায় নিতে চাইছিলাম। সে নড়ল না, বলল, "চলো যাই।"

আমি বললাম, "মাথা খারাপ নাকি? এটা একটা ওঠার জায়গা হল?"

"কেন? সবাই তো উঠছে!"

"উঠলে উঠুক। আমি উঠছি না।"

আমার ছেলে মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বলল, "তুমি ভয় পাচ্ছ?" সে ভেবেছিল এটা শুনে আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে, কিন্তু আমার আত্মসম্মানে এতটুকু ঘা লাগল না, বললাম, "একশোবার ভয় পাচ্ছি। মানুষ পুরোপুরি মাথা-খারাপ না হলে এরকম জায়গায় ভয় না পেয়ে পারে না।"

"ঠিক আছে।" সে মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি যদি যেতে না চাও আমি একাই যাব।" এই বলে সে সত্যি সেদিকে হাঁটতে শুরু করল। যে-উচ্চতা হলে কেউ একা উঠতে পারে সে মাত্র সেই উচ্চতা অতিক্রম করেছে, কাজেই ইচ্ছে করলে সে সত্যিই উঠে যেতে পারে। আমার স্ত্রী আমাকে বলল, "আহা— বেচারা উঠতে চাইছে, নিয়ে যাও না কেন?"

আমি শেষে কোনো উপায় না দেখে বললাম, "ঠিক আছে চলো। আমি যদি হার্ট অ্যাটাকে মরে যাই আমার উপরে কেউ যেন কোনো দাবি না রাখে।"

বৃহস্পতিবার বলে বেশি ভিড় নেই, কিছুক্ষণেই যেখানে উঠতে হয় সেখানে চলে এলাম, কিছু বোঝার আগে দেখি ছোট একটা গাড়ির মতো সীটে বসেছি। মাথার উপর থেকে লোহার বার নেমে এসে বেঁধে ফেলল, যখন উলটে যাব তখন যেন পড়ে না যাই সেজন্যে সতর্কতা। এক সেকেন্ড পরেই একজন বলল, "রাইডটি উপভোগ করো", তারপর কী একটা সুইচ টিপে দিল এবং সাথে সাথে ঘরঘর শব্দ করে ছোট গাড়িটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপরে উঠতে থাকে। আমি হঠাৎ আতঙ্কে নীল হয়ে আবিষ্কার করলাম আর আমার এখান থেকে ফেরার কোনো উপায় নেই। আমি যতই চিৎকার করি, মাথা কুটি, আমাকে এখন উপরে তুলে নিয়ে ভয়ংকর গতিতে নামিয়ে এনে ঘুরপাক খেতে থাকবে। আমি আমার ছেলের মুখের দিকে তাকালাম, তার মুখ আনন্দে জ্বলজ্বল করছে, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "যখন ঘুরপাক খাবে তখন এক্সেলেরেশান কত জি হবে বলে মনে হয়?"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "জানি না।"

"স্পেস শাটলে নাকি নয় জি পর্যন্ত হয়। সত্যি নাকি?"

আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম না— কারণ ততক্ষণে আমাদেরকে প্রায় আকাশের কাছে নিয়ে এসে ফেলে দেবার পাঁয়তারা করছে। কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ সেটা নিচের দিকে ছুটে চলল, বাতাসের ঝাপটায় চোখ খোলা রাখা যাচ্ছে না, নিচে পৌঁছেই সেটা বৃত্তাকারে আকাশের দিকে উঠে উলটো হয়ে ঘুরে যাবে। আতঙ্কে আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা, হঠাৎ মনে হল প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম, মাথা ঠুকে গেল কোথায়, কিছু একটা হচ্ছে কিন্তু বুঝতে পারছি না, পেটের মাঝে পাক পাচ্ছে, সমস্ত শরীর যেন ছিঁড়ে বের হয়ে যেতে চাইছে কিন্তু বের হতে পারছে না— চশমা খুলে পড়ে গেল এবং সেটাকে হাতড়ে হাতড়ে ধরার চেষ্টা করতে থাকি, কিন্তু খুঁজে পেলাম না। শুনলাম আমার ছেলেও তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, "আমার চশমা, চশমা পড়ে গেছে—"

ভয়ংকর কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে, চোখের সামনে লাল পর্দা, পেটের মাঝে পাক খেতে খেতে মনে হচ্ছে উঠে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি, কেউ বুকের মাঝে পাথর চেপে রেখেছে, হঠাৎ করে ঘাড় নেমে আসছে সামনে, চেষ্টা করেও সোজা করতে পারছি না, মরার সময় মানুষের নিশ্চয়ই এরকম অনুভূতি হয়। আমার ছেলে আবার বলল, "আমার চশমা! চশমা!"

আমি চিঁচি করে বললাম, "সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স।"

"সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স কী?"

"সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সে চশমা এখানে থাকবে, পড়ে যাবে না। পরে তুলে নিবি।"

আমার ধারণা ছিল যখন আকাশে উলটো হয়ে থাকব তখন দেখব নিচে সবাইকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমি কিছু দেখতে পেলাম না, ঘাড় মাথা শরীর এবং শরীরের ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন জায়গায় ধাক্কা খেতে লাগল এবং নিজেকে অদৃশ্য কোনো দানবের হাত থেকে রক্ষা করতে করতেই আমার সমস্ত শক্তি খরচ হতে লাগল।

আবার রোলার কোস্টার ছুটে যাচ্ছে, আবার সেটা কোথাও আঘাত করল, আবার মনে হল শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছুটে ছুটে বের হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে ধরে রাখতে চাইছি, ঘাড় সোজা রাখতে চাইছি, পা দিয়ে চেপে রাখছি, হাত দিয়ে ধরে রাখছি, কিন্তু পারছি না। যে-জিনিসটা দেখা যায় তার সাথে যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু "গতিজনিত ত্বরণ" নামের সেই অদৃশ্য শক্তির সাথে মানুষ যুদ্ধ করবে কেমন করে?

বারবার একই জিনিস হচ্ছে এবং ভয়ে আতঙ্কে আমি তখন জীবনের সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, যেহেতু এটা শুরু হয়েছে এটা নিশ্চয়ই শেষ হবে। যদি সত্যিই এটা শেষ হয় এবং তখন যদি বেঁচে থাকি তা হলে নেমে যাব, আপতত এটাই একমাত্র সান্ত্বনা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরো ব্যাপারটি ঘটেছে কয়েক সেকেন্ডের মাঝে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অনন্তকাল! যখন জীবনের সব আশা ছেড়ে দিয়েছি এবং টের পাচ্ছি রোলার কোস্টারটা সোজা এগিয়ে যাচ্ছে নূতন কোনো কায়দা করার জন্যে এবং দুই হাতে শক্ত করে লোহার রড ধরে নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছি, তখন আমার ছেলের গলার স্বর শুনতে পেলাম, "চশমাটা পেয়েছি।"

আমি কিছু বললাম না। আমার ছেলে বলল, "রাইড শেষ।"

"শেষ?"

"হ্যাঁ, দেখো পৌঁছে গেছি।"

সত্যিই তা-ই, রোলার কোস্টার ঘুরে চলে এসেছে। সবাই নামছে, আমিও নামলাম। আমি যে নিজে নেমে এসেছি এবং আমাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিতে হয় নি সেজন্যে আমি আমার নিজেকে বাহবা দিলাম। প্রায় টলতে টলতে কয়েক পা হেঁটে আমার ছেলের ঘাড় ধরে বললাম, "যদি আর কোনোদিন—"

"আর কোনোদিন কী?"

আমি আমার বাক্য শেষ করতে পারলাম না।

সিক্স ফ্ল্যাগ অ্যামিউজমেন্ট পার্কে আমার ছেলে এবং মেয়ে যথাযথ আনন্দ উপভোগ করছে এবং আমরা তাদের পিছুপিছু হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে আবার আমার ছেলে দাঁড়িয়ে গেল, তার চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "আব্বু!"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "কী?"

"এই দেখো। ফ্রী ফল।"

আমি তাকিয়ে দেখলাম, বিশাল উঁচু এক টাওয়ার, মনে হয় মেঘের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে— সেখান থেকে একটা একটা করে বাক্স ফেলে দেয়া হচ্ছে। বাক্সের ভিতর থেকে আর্তচিৎকার শুনে বুঝতে পারছি এই বাক্সগুলির ভিতরে কিছু নির্বোধ মানুষ ঢুকে এখন গরুর মতো চেঁচাচ্ছে। আমি আমার ছেলের দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"দেখছ না! ফ্রী ফল। যখন ফ্রী ফল হয় তখন মানুষের নিজের কাছে ভরশূন্য মনে হয়।"

"তাতে হয়েছেটা কী?"

"চলো এটাতে উঠি।"

আমি রক্তচক্ষু করে বললাম, "কখনো না। এই জন্মে আমি কখনো কোনো রাইডে উঠব না। মরে গেলেও উঠব না।"

আমার ছেলে তখন আমাকে পদার্থবিজ্ঞান শেখানো শুরু করল, "আব্বু, আগেরটাতে ছিল সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স, সেইজন্যে কষ্ট হয়েছে, এটা তো ফ্রী ফল। যখন নিচে পড়তে থাকবে তখন তোমার কোন ওজন থাকবে না। মনে হবে তুমি ভাসছ! অ্যাস্ট্রোনটদের মতন।"

আমি মাথা নড়লাম, "তোমার যা ইচ্ছে হয় তুমি বলতে পার, আমি আর কোথাও উঠছি না। কক্ষনো না। মরে গেলেও না।"

আমার ছেলে আমার হাত ধরে অনুনয় করে, "চলো আব্বু— প্লীজ! দেখবে কত মজা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে, চিন্তা করো, কোনো ওজন নেই—"

"কক্ষনো না—কক্ষনো না—কক্ষনো না—"

আমার মনের জোর নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়, অনুরোধে আমি ঢেঁকি গিলে ফেলি, তাই মিনিট দুয়েক পর আমি নিজেকে একটা বাক্সের মাঝে আবিষ্কার করলাম, আমি এবং আমার ছেলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, আমাদেরকে প্রায় আকাশের কাছাকাছি তুলে নিয়েছে এবং যে-কোনো মুহূর্তে ফেলে দেবে। আমি নিচে তাকালাম, পেটের মাঝে কেমন জানি পাক খেয়ে উঠল এবং কিছু বোঝার আগে তারা আকাশের কাছাকাছি থেকে আমাদের নিচে ফেলে দিল। পড়ে যাওয়ার অনুভূতি থেকে খারাপ কোনো অনুভূতির কথা আমার জানা নেই, বিশাল শূন্যতার মাঝে পড়ে যাচ্ছি এবং সমস্ত শরীর নিজের অজান্তে হাঁচড়েপাঁচড়ে নিজেকে আটকানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আটকাতে পারছে না। পড়ে যাচ্ছি এবং পড়ে যাচ্ছি, সাথে সাথে চিৎকার করছি গরুর মতো।

বাক্সটা যখন নিচের দিকে নেমে আসে তখন চালু একটা জায়গায় সেটাকে থামানো হয়, বাইরে থেকে দেখে সেটার গুরুত্ব বুঝতে পারি নি, ভিতরে বসে সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম— যে-জিনিসটা গুলির মতো নিচে নেমে আসছে সেটাকে অল্প খানিকটা জায়গায় মাঝে থামানো হল এবং সেই অনুভূতিটি আরও ভয়ংকর: শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনে হল বের হয়ে যেতে চাইছে, মাথা গলা ঘাড় সংকুচিত হয়ে একটা বামন হয়ে যাচ্ছি, সমস্ত শরীর থেঁতলে একটা ভাপাপিঠার মতো হয়ে গেল!

শেষ পর্যন্ত বাক্সটা এক জায়গায় থামল এবং আমি আমার ছেলেকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। আশেপাশে অনেক লোক ছিল, নাহয় আমি যে আমার ছেলেকে ধরে বেধড়ক পিটুনি দিতাম সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আবার আমরা আমাদের ছেলে এবং মেয়ের পিছনে পিছনে হাঁটছি এবং আবার হঠাৎ করে আমার ছেলে দাঁড়িয়ে গেল। তার চোখ বিস্ফারিত এবং মুখে আনন্দের আভা— কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "আব্বু!"

আমি দাঁত ঘষে বললাম, "কী হয়েছে?"

"কিউ জার!"

"সেটা কী জিনিস?"

"লেজার গান দিয়ে যুদ্ধ।"

"যুদ্ধ?"

আমার ছেলে আমাকে সাহস দিয়ে বলল, "সত্যি সত্যি যুদ্ধ না, খেলার যুদ্ধ। তোমার বুকে একটা টার্গেট লাগানো থাকবে, তোমার হাতে থাকবে একটা লেজার গান, অন্যেরা তোমাকে গুলি করবে, তুমি অন্যদের গুলি করবে। যে সবচেয়ে কম গুলি খেয়ে অন্যদের বেশি গুলি করতে পারবে সে হবে জয়ী—"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "তুমি যেতে চাইলে যাও। আমি এর মাঝে নেই।"

আমার ছেলে চোখ বড় বড় করে বলল, "এর মাঝে কোনো কষ্ট নেই, শুধু মজা!"

আমি আমার মেয়েকে বললাম, "তুমি যাও।"

আমার মেয়ে দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমি কি তোমার মতো বোকা নাকি যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসব জায়গায় যাব?"

ছেলে হাত ধরে বলল, "চলো আব্বু, দেখবে কত মজা হবে! ভিতরে আরও অনেকে থাকবে, আমি আর তুমি মিলে সবাইকে গুলি করে শেষ করে দেব।"

"কক্ষনো না।" আমি মুখ শক্ত করে বললাম, "তোমার সাথে আমি আর কোথাও যাচ্ছি না!"

আমি আবার আবিষ্কার করলাম আমার মনের জোর খুব কম, অনুরোধে শুধু ঢেঁকি নয়, জাহাজ পর্যন্ত গিলে ফেলি। মিনিট দশেক পর আমি আমার ছেলের পিছুপিছু একটা আবছা অন্ধকার ঘরে হাজির হলাম।

আমাদের বিচিত্র একটা পোশাক পরিয়ে দিয়েছে, সেটার সামনে এবং পিছনে লাগানো রয়েছে টার্গেট, কেউ গুলি করলে সেটা শব্দ করে কাঁপতে থাকে। আমাদের হাতে দিয়েছে একটা বন্দুক, এর ভিতর থেকে অদৃশ্য আলোকরশ্মি বের হয়ে অন্যদেরকে আঘাত করবে। একটি ছোট বাচ্চাকে এই পোশাকে যেমন মানিয়ে যায়, আমার মতো বয়স্ক মানুষকে ঠিক সেরকম বেমানান এবং হাস্যকর লাগতে থাকে। তবে একমাত্র ভরসার কথা, আমার মতো আরও কিছু বাবা এবং মায়েরা আছেন যাঁদেরকে তাঁদের ছেলেরা (বাচ্চা মেয়েরা নেই, তারা মনে হয় বন্দুক এবং অস্ত্র নিয়ে খেলতে পছন্দ করে না) এখানে ধরে এনেছে এবং তাঁরাও হাতে খেলনা-অস্ত্র নিয়ে বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

কিছুক্ষণের মাঝেই যুদ্ধ শুরু হল। পুরো দলটিকে দুই দলে ভাগ করে দিয়েছে, তাদের পোশাক ভিন্ন। দলের নিজেদের ঘাঁটি দেয়া হয়েছে, সেই ঘাঁটি যেন শত্রুপক্ষ দখল করতে না পারে লক্ষ রেখে শত্রুদের গুলি করতে হবে। খেলার সমস্ত ফলাফল কম্পিউটারে উঠে যাবে, বের হবার সময় সেটা হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে। আমি উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছি এবং বাচ্চারা আবছা অন্ধকারে লেজার গান নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। প্রচণ্ড গুলির শব্দ হচ্ছে, তার সাথে আলোর ঝলকানি দেখে সত্যিই মনে হচ্ছে ভবিষ্যতের কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এসেছি। সবাই ছোটাছুটি করছে, নিজেকে রক্ষা করে অন্যদের গুলি করে যাচ্ছে, তার মাঝে আমি জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মাঝেই মনে হয় সে-খবর শত্রুপক্ষের কাছে চলে গেল এবং তারা সবাই একে একে এসে আমাকে গুলি করে যেতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা শেষ হল। অস্ত্র এবং পোশাক জমা দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসার সময় আমার হাতে স্কোরকার্ডটি দেয়ার সময় কাউন্টারের মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, "তোমার তিনশো সাতচল্লিশবার গুলি করা হয়েছে, তুমি একবারও কাউকে গুলি করতে পার নি। তোমার স্কোর এসেছে নেগেটিভ।"

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা নিয়ে আমার কি আহ্লাদিত হওয়া উচিত নাকি মন-খারাপ করা উচিত!

সারাদিন সিক্স ফ্ল্যাগ অ্যাডভেঞ্চারে কাটিয়ে বাসায় ফিরে এসেছি গভীর রাতে। ছেলের পাল্লায় পড়ে প্রথমেই ভয়ংকর রাইডগুলিতে উঠে নিজের ভিতরে একটু ভয় ঢুকে গিয়েছিল, ছোট বাচ্চাদের সহজ এবং নির্বীহ রাইডগুলি দেখে শেষ পর্যন্ত ভয় কাটানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হল। এখানে নানা ধরনের রাইড ছাড়াও কয়েকটি শো রয়েছে। একটি ব্যাটম্যানকে নিয়ে, অন্যটি টিভির কোনো জনপ্রিয় সিরিজ নিয়ে—আমি খুব বেশি টিভি দেখি না বলে সেটা ঠিক চিনতে পারলাম না। চোখের সামনে খোলা মঞ্চে গোলাগুলি বিস্ফোরণ মারামারি সব মিলিয়ে একটা এলাহি ব্যাপার।

হোটেলে এসে যখন গাড়ি থেকে নামছি দেখতে পেলাম ছেলে এবং মেয়ে ঘুমিয়ে কাদা—আনন্দ করা নিশ্চয়ই খুব পরিশ্রমের ব্যাপার!

২৪ মে, শুক্রবার

হেডলাইন

সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ আনতে গিয়ে দেখি হোটেলের গেট-হাউসে কোনো খবরের কাগজ নেই। দুপুরে বেল কমিউনিকেশান্সে গিয়ে খবরের কাগজ খোঁজ করেছি, দেখি সেখানেও নেই। কোথা থেকে সবচেয়ে কম ঝামেলায় খবরের কাগজ আনা যায় সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি, তখন একজন বলল, "ইন্টারনেটে দেখে নাও।"

আমার হঠাৎ করে মনে পড়ল সত্যিই তা-ই। সব খবরের কাগজ ইন্টারনেটে তাদের ওয়েব সাইট তৈরি করে রেখেছে। প্রতিদিন সেখানে তাদের পুরো কাগজটাই বসিয়ে দেয়া হয়।

আমি আমার ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কম্পিউটারে ইন্টারনেটে হানা দিলাম, দুই মিনিটের মাঝে পুরো খবরের কাগজ আমার চোখের সামনে ভেসে এল। আজকের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. উনিশ বছরের একটা ছেলে মোটর-সাইকেলে পালিয়ে যাচ্ছিল, একজন পুলিশ গাড়ি করে তার পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে মারা গেছে।

২. কাল থেকে এদেশে গ্রীষ্মকাল শুরু, সারাদেশ সামারের জন্যে প্রস্তুত।

আজকের দুটি খবরই হেডলাইন পেতে পারে। পুলিশের মৃত্যু এদেশের খুব বড় খবর। গ্রীষ্মকালের শুরু আরও বড় খবর, এদেশে গ্রীষ্মকাল হচ্ছে আনন্দ এবং স্ফূর্তি করার সময়, তাই গ্রীষ্মকাল শুরু হলে সবারই আনন্দ হয়।

হাঁচি এবং অন্যান্য উপসর্গ

আজ সারাদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে হাঁচি। বসন্তকালের অপূর্ব ফুলের পরাগ এখনও আমাকে একেকবারে কুড়ি থেকে পঁচিশটা করে হাঁচি পাইয়ে দিচ্ছে। হাঁচির সাথে যোগ হয়েছে শরীর ব্যথা— এটি সম্ভবত গতকালকের ভয়াবহ রাইডে চড়ার ফল। শরীর ব্যথা নিয়ে অবশ্যি কারও কাছে অভিযোগ করছি না, কোনোমতে প্রাণে বেঁচে এসেছি, সেটার জন্যেই কৃতজ্ঞ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২৫ মে, শনিবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. গতকালকে উনিশ বছরের ছেলেটিকে ধাওয়া করতে গিয়ে যে-পুলিশ অফিসারটি মারা গেছে তার মৃত্যুর জন্যে ছেলেটিকে মানুষহত্যার জন্যে দায়ী করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২. স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ করে এখন সমকামী বান্ধবীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, কিন্তু এখনও আগের স্বামী থেকে মাসোহারা আদায় করে যাচ্ছে।

প্রথম খবরটিতে যে-ছেলেটির কথা বলা হয়েছে সেই ছেলেটি কালো। আমাদের দেশের মানুষেরা অনেক সময় কালো মানুষদের নিগ্রো বলে থাকেন, সেটি একটি অপমানসূচক কথা। প্রথম প্রথম আমার মনে হত হয়তো উলটোটাই সত্যি, কাউকে কালো বলাটাই অপমানসূচক। আমরা তো ছোটবেলা থেকে তা-ই শিখে এসেছি, "কানাকে কানা বলিতে হয় না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে হয় না"—কাজেই ধরে নিয়েছি "কালোকে কালো বলিতে হয় না", কিন্তু আসল ব্যাপারটি ভিন্ন। আমাদের দেশে সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে (কেন জানি না) গায়ের রং হচ্ছে এক নম্বর, তাই কারও গায়ের রং কালো হলে ধরে নিই সে অসুন্দর। কাজেই কালো এবং অসুন্দর আমাদের কাছে একই ব্যাপার। সে-কারণে আমরা মনে করি কাউকে কালো বলার অর্থ তাকে অসুন্দর বলা! এখানে ব্যাপারটি এরকম নয়, এখানে কালো বলতে কখনো অসুন্দর বোঝানো হয় না, বোঝানো হয় তাদের পূর্বপুরুষেরা আফ্রিকা থেকে এদেশে এসেছে।

এখানে যখন কোনো ধরনের অপরাধ ঘটে থাকে তখন অপরাধীর বর্ণনা দেয়ার সময় কখনোই বলা হয় না মানুষটা কালো না সাদা। মানুষটির ছবি ছাপা হলে কিংবা টেলিভিশনে দেখানো হলেই শুধু মানুষটার জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়। কয়েক বছর আগে আমাদের বাংলাদেশের একজন গাইনোকোলজিস্ট ডাক্তার পয়সার জন্যে বেআইনি অ্যাবরশান করে সারা দেশে হইচই ফেলে দিয়েছিল। খবরের কাগজে বড় বড় করে তার নানা ধরনের কুকীর্তির খবর ছাপা হয়েছিল। তার নৃশংস অপারেশানগুলির কারণে তাকে খবরের কাগজগুলি ডাকত "বুচার অভ নিউ ইয়র্ক" বা নিউ ইয়র্কের কশাই। তবে মজার ব্যাপার হল, এদেশের কেউ কিন্তু জানতে পারে নি, মানুষটি বাংলাদেশের। সে তার ডাক্তারি পড়েছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে, সেটাই খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল, সবাই ধরে নিয়েছিল সে ভারতীয়— আমরা সেটা নিয়ে কোনো উচ্চাবাচ্য করি নি।

আজকের খবরের কাগজের দুনম্বর খবরটিতে একধরনের কৌতুক রয়েছে। একজন মানুষের বিয়ে ভেঙে গেছে। সাধারণত বিবাহবিচ্ছেদ হলে স্ত্রীকে খোরপোশ দিতে হয়, স্ত্রী যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলে তা হলে আর খোরপোশ দিতে হয় না। এবারে স্ত্রী বিয়ে ঠিকই করেছে, কিন্তু সেটি কোনো পুরুষমানুষকে নয়, আরেকজন মহিলাকে। যদি মহিলা মহিলাকে কিংবা পুরুষ পুরুষকে বিয়ে করে ফেলে সেটা সব জায়গায় আইনসিদ্ধ নয়, তাই স্বামী বেচারাকে এখনও খোরপোশ দিতে হচ্ছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এদেশে খবরে সমকামীদের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ইংরেজিতে তাদের জন্যে গালভরা একটা শব্দ—হোমোসেকচুয়াল তৈরি করা হলেও সাধারণত সবসময় পুরুষ হলে গে (gay) এবং মেয়ে হলে লেসবিয়ান বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক হিসেব করে বের করেছেন পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা দশজন হচ্ছে সমকামী। সেটি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে সত্যি নয়, সারা পৃথিবীর জন্যে সত্যি। তাঁরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, এ-ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই, জোর করে তারা অন্যরকম হতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা সেই দশজন মানুষ মোটামুটিভাবে বাইরে বের হয়ে এসেছে,ব্যাপারটা নিয়ে তারা আজকাল লজ্জা পায় না, বেশ হইচই করে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নিশ্চয়ই এরকম মানুষ রয়েছে, কিন্তু তারা সাহস করে নিজেদের প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে পারে না। বাইরে থেকে যারা যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে তাদের অনেকে প্রকাশ্যে বের হয়ে এসেছে। কয়েক বছর আগে আমাদের বাংলাদেশের আলী নামে একটি ছেলে সানফ্রান্সিসকোতে একজন পুরুষকে বিয়ে করে বাঙালিমহলে মোটামুটি আলাড়ন তৈরি করেছিল— যদিও যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের কাছে সেটি কোনো খবরই নয়।

উইকএন্ড

এখানে সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ করে দুইদিনের উইকএন্ড হয়। আমেরিকানরা মোটামুটিভাবে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে সারা সপ্তাহে কাজ করুক আর না-ই করুক উইকএন্ডে তারা মজা করবেই। দীর্ঘদিন এদেশে থেকে তার কিছুটা মনে হয় আমাদের রক্তের মাঝেও ঢুকে গেছে। বেড়াতে এসে এখন প্রতিদিনই উইকএন্ড, তবুও শনি-রবিবার এলে বিশেষ কিছু করার জন্যে মনপ্রাণ আনচান করতে থাকে। নিজে থেকে কিছু করতে না চাইলেও কিছু-না-কিছু ঘটতে থাকে। যেমন আজকেও এখানে বাঙালিমহলে দাওয়াত, সেখানে আক্ষরিক অর্থে শত শত বাঙালি এসে গলাগুজব করবে।

আমি অবশ্যি ঘুম থেকে উঠেই প্রতিজ্ঞা করেছি দিনটিকে সহজসরলভাবে কাটিয়ে দেব। কিছু যদি করতেই হয় তা হলে সেটা হবে পড়াশোনা। গল্পবই পড়া কিংবা একটা সায়েন্স ফিকশান লেখা। হোটেলের বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়ার মাঝে একধরনের আরাম আছে যেটা আর কোথাও নেই।

ভোরবেলা আমাকে নিরিবিলি সময় কাটানোর সুযোগ করে দেবার জন্যে আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েকে কাছাকাছি একটা সুইমিং পুলে নিয়ে গেল, ঘণ্টা দুয়েক সাঁতার কেটে দুপুরে যখন ফিরে এল আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমার ছেলেমেয়েকে ফরসা লাগছে। আমি বললাম, "কী হল, তোমাদের গায়ের রং ফরসা হল কেমন করে?"

ছেলে বলল, "মনে হয় সুইমিং পুলের ক্লোরিন। এই দেখো আমার সুইমিং ট্রাংকের রং উঠে যাচ্ছে—মনে হয় আমাদেরও রং উঠে যাচ্ছে!"

মানুষেরও যে রং উঠে যেতে পারে ব্যাপারটা এই প্রথম দেখতে পেলাম।

বাঙালিমহল

যুক্তরাষ্ট্রের বাঙালিমহলে আমি আজকাল নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি না। আমাদের দেখে সবাই খুব খুশি হয়েছে সত্যি, কিন্তু তবু কেন জানি মনে হয় কেউ আমাদেরকে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সহজভাবে নিতে পারছে না। সবার সাথে কেমন জানি একটা দূরত্ব হয়ে গেছে, আমি যেন প্রবাসে বসবাস করার একটা অলিখিত চুক্তিভঙ্গ করে দেশে ফিরে গিয়ে একধরনের বিশ্বাসভঙ্গ করে ফেলেছি। যারা দীর্ঘদিন থেকে এদেশে রয়েছেন তাঁরা ধীরে ধীরে এদেশে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে বাংলাদেশের জন্যে তাঁদের স্মৃতি ছাড়া আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। যখন মাঝে মাঝে তাঁরা দেশে যান সেই স্মৃতির আর কিছু পান না, নিজের পরিচিত পরিবেশে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আমি এই প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে দেশে ফিরে গেছি সে-কারণে হয় আমার প্রতি একধরনের অনুকম্পা, নাহয় হিংসা অনুভব করেন, কোনটা সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।

আজকেও এক বাসায় অসংখ্য বাঙালি একত্র হয়েছে, প্রায় সবাইকেই আমি চিনি এবং সবার সাথেই কথাবার্তা হচ্ছে। দেশে ঘোরতর রাজনৈতিক অস্থিরতা, সবাই ঘুরে ফিরে রাজনীতির কথা শুনতে চায়। আমি রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ নই, যেটা বলি সেটা সত্যিকার অবস্থা নয়, সেটা আমার মনের ইচ্ছে। আমার সাথে কথা বলে কেউ তাই তৃপ্তি পায় না। আবিষ্কার করলাম, কিছুক্ষণের মাঝেই বেশ কিছু বাঙালি গোল হয়ে বসে—নিজেদের কায়দায় রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। একজন বলল, "এই দেশের কিছু হবে না।"

আরেকজন বলল, "যে-দেশের মানুষ এত অসৎ সে-দেশে কী হবে?"

আরেকজন বলল, "এইরকম দেশে দরকার হিটলারের মতো একজন মানুষ—যে ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে সবাইকে সিধে করবে।"

অনেকেই মাথা নেড়ে সায় দিল এবং আমি চুপিচুপি উঠে এলাম— হঠাৎ করে আমার এই মুহূর্তে দেশে ফিরে যাবার একটা অদম্য ইচ্ছে জেগে উঠতে থাকে।

গানের আসর

বাঙালিদের জমায়েতটি একটি ছোট শিশুর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে একটি গানের আসরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে গান গাইলেন বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত গায়ক। তাঁর নাম বললে একবাক্যে সবাই তাঁকে চিনবে এবং আমি আমার বাসায় তাঁর গানের ক্যাসেট মুগ্ধ হয়ে শুনি। এই বিখ্যাত গায়ক যিনি বাংলাদেশে থাকলে জননন্দিত হতে পারতেন, তিনি এদেশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জনের জন্যে মধ্যবয়সী মহিলাদের গান শেখান, মানুষের বাড়িতে, অনুষ্ঠানে অর্থের বিনিময়ে গান গাইতে আসেন।

আমি জানি না কেন, এই পরিবেশে তাঁর অপূর্ব গলার গান শুনে বুকের ভিতরে একধরনের বেদনা অনুভব করলাম। যুক্তরাষ্ট্র-নামক এই দেশটি কী আশ্চর্যভাবেই-না আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে!

২৬ মে, রবিবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইনগুলি এরকম:

১. প্রম-রাত্রির পার্টি শেষ হয়েছে বিষাদে, আদিয়া হুইরলপুলে আটকা পড়ে মৃত্যুর সাথে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুন করছে।

২. মনমাউথ পার্কে ঘোড়দৌড় আজ থেকে শুরু হবে।

প্রথম খবরটির মনে হয় একটা ব্যাখ্যা দরকার, এখানে ছেলেমেয়েরা যখন তাদের হাই স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে, তখন বিদায় নেবার আগে তাদের একটি প্রম-নাইট হয়, সেখানে একটা চমৎকার অনুষ্ঠানে ছেলে এবং মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় এসে গান এবং বাজনার সাথে নাচানাচি করে আনন্দ উপভোগ করে। এরকম একটি অনুষ্ঠানশেষে তানিয়া নামে একটা মেয়ে হুইরলপুলে নেমেছে শরীরের অবসাদ কাটানোর জন্যে। হুইরলপুল হচ্ছে ছোট সুইমিংপুলের মতো যেখানে পানি প্রবল বেগে ঘুরতে থাকে, ছিটাতে থাকে, যারা সেখানে বসে তাদের শরীরের অবসাদ কেটে একধরনের সজীবতা আসে বলে বিশ্বাস করা হয়। তানিয়া নামের মেয়েটি এ-ধরনের একটা হুইরলপুলে বসে হঠাৎ করে ডুবে গেছে, তার শরীর নিচে কোথায় জানি আটকে গেছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা করেও আর সে ছুটে আসতে পারে নি। পানির পাম্প বন্ধ করে যখন তাকে ছুটিয়ে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আজকের দ্বিতীয় হেডলাইনটি একটি রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ইয়েশিম

আমার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ইয়েশিম আজ পেন্সিলভানিয়া থেকে আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছে। সঙ্গে তার স্বামী মাইক এবং ছোট বাচ্চা এন্টন।

ইয়েশিমের সাথে আমাদের পরিচয় ১৯৭৮ সাল থেকে যখন আমরা ইউনিভার্সিটি অভ ওয়াশিংটনের ছাত্রছাত্রী। ইয়েশিম জাতিতে টার্কিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী মেয়েদের একজন। একদিন দীর্ঘ সময় ল্যাবরেটরিতে কাজ করে সে ভোররাতে তার বাসায় ফিরে যাচ্ছে। অন্ধকার নির্জন রাত, হঠাৎ তার পাশে দিয়ে মুশকো জোয়ান একজন ছুটে গেল, সাথে সাথে পিছন থেকে একজন মহিলা চিৎকার করতে লাগল, "আমার ব্যাগ! আমার ব্যাগ!!"

ইয়েশিম বুঝতে পারল মুশকো জোয়ান নিশ্চয়ই ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে গেছে, ইয়েশিম আগেপিছে আর কিছু না ভেবে "ধর ধর" শব্দ করে সেই মানুষের পিছনে ছুটতে শুরু করে, ছুটতে ছুটতে হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা খেলে যায়। সে দৌড়ে যদি মানুষটাকে ধরে ফেলে তা হলে কী করবে? মানুষটাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে? কিল-ঘুষি মেরে ব্যাগ কেড়ে নেবে, নাকি জাপটে ধরে চেঁচামেচি করবে? নির্জন রাত, তার চেঁচামেচি শুনে যদি কেউ না আসে তখন কী হবে?

যাই হোক, পরে কী হবে সেটা নিয়ে আগেভাগে ভেবে লাভ নেই কাজেই আপাতত সেই মানুষটাকে ধরার জন্যে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। মানুষটি দৌড়ায় খুব ভালো, তা ছাড়া মনে হয় এই এলাকার গলিঘুঁজি খুব ভালো করে চেনে। ইয়েশিমের চোখে হাওয়া দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন সকালে ইয়েশিমকে দেখা গেল বিশেষ মন-খারাপ করে বসে আছে। আমার স্ত্রীকে বলল, "বুঝলে ইয়াসমীন, শরীরটা ঠিক নেই। দৌড়ে একজন পালিয়ে গেল সেটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেমন করে হয়? ঠিক করেছি আজ থেকে সকালে দৌড়াব— কমপক্ষে পাঁচ মাইল। বিকালে সুইমিংপুলে সাঁতার। খাবারদাবারেও সাবধান, মোটা না হয়ে যাই--"

এই হচ্ছে আমাদের ইয়েশিম, আমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মাঝে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ। আজকে তাকে দেখে অবশ্যি আমরা হতবাক হয়ে গেলাম, বাচ্চা জন্মানোর পর দুর্ধর্ষ মহিলা এখন কোমল মা'তে পালটে গেছে। ছোট এন্টন একটা হাঁচি দেয়া মাত্রই সে লাফিয়ে উঠে ফ্যাকাশে হয়ে বলল, "নিশ্চয়ই তার অসুখ করেছে!"

রিভলবারের মতো দেখতে অত্যাধুনিক একটা থর্মোমিটার দিয়ে তার জ্বর নিয়ে দেখা গেল গায়ে জ্বর নেই। ইয়েশিম থার্মোমিটার ছুড়ে ফেলে বলল, "ছাই থার্মোমিটার, নিশ্চয়ই কাজ করছে না!" এন্টনকে স্পর্শ করে উলটে দেখে বলল, "নিশ্চয়ই শরীর খারাপ করেছে, দেখো কেমন কাঁদো-কাঁদো হয়ে আছে। এখন কী হবে?"

আমরা হাসি গোপন করে বললাম, "অসুখ হলে কী আবার করবে, ডাক্তার দেখাবে!"

"কিন্তু এন্টনের ডাক্তার তো থাকে পেন্সিলভানিয়া। সর্বনাশ!"

আমরা বিশেষ কিছু বলার সাহস পেলাম না, দেখলাম ইয়েশিম দ্রুত তার স্বামীকে তাগাদা দিয়ে বাচ্চাকে নিয়ে তখন-তখনই গাড়িতে চেপে বসল, এক্ষুনি রওনা দিলে সে নাকি সময়মতো পেন্সিলভানিয়া পৌঁছে যেতে পারবে।

সন্তানের জননী হবার পর একজন দুর্ধর্ষ মহিলা কেমন করে পালটে যায় ইয়েশিমকে দেখে আমরা টের পেলাম!

দিনলিপি

অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে আজকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে সিনেমা দেখলাম, টেলিভিশনে। ফিরে যাওয়ার পর যেসব সিনেমা বের হয়েছে তার একটা একটা করে ভাড়া করে এনে দেখছি কয়দিন থেকে। বিশাল সিনেমা-হলে ছবি দেখার একটা আনন্দ রয়েছে, টেলিভিশনে দেখে সেই আনন্দ পাওয়া যায় না, কিন্তু এই ছবিগুলি এখন আর কোনো সিনেমা-হলে নেই।

দেশে ফিরে এই একটি জিনিস আর করতে পারি না, সবচেয়ে চমৎকার একটা শিল্পমাধ্যম হাতছাড়া হয়ে গেছে।

২৭ মে, সোমবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. তানিয়া নামের যে-মেয়েটি হুইরলপুলে আটকা পড়েছিল সে মারা গেছে।

২. ভ্যালুজেট ফ্লাইট ৫৯২-এর ব্ল্যাক বক্সটি পাওয়া গেছে।

হুইরলপুলে পানিকে একদিক দিয়ে টেনে নিয়ে অন্যদিক দিয়ে বের করে আনা হয়। যেদিক দিয়ে টেনে নেয়া হচ্ছিল সেখানে তার শরীর আটকা পড়ে গিয়েছিল, উপস্থিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যারা ছিল সবাই তাকে টেনে ছুটিয়ে আনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি—তার মাথা ছিল পানির মাত্র ছয় ইঞ্চি নিচে। তার বাবা-মা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করে দিয়েছে। মেয়েটি হয়তো বেঁচে নেই। কিন্তু তার শরীরের অংশবিশেষ অন্য মানুষের শরীরে বেঁচে থাকবে।

দ্বিতীয় খবরটিতে লেখা আছে যে-মানুষটি ব্ল্যাক বক্সকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে সে নাকি দোয়া করছিল যেন আজকে শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাক বক্সটি খুঁজে পায়, সেটা পাওয়ার পর তার ধারণা হয়েছে খোদা তার দোয়াটি শুনেছেন।

ফ্ল্যাগের পোশাক

সকালে নাশতা করতে গিয়ে দেখি বিশাল পাহাড়ের মতো একজন মানুষ, মাথা ন্যাড়া এবং মুখে দাড়ি, আমেরিকান ফ্ল্যাগ দিয়ে তৈরি একটা পায়জামা পরে নাশতা করছে। এখানে আমেরিকান ফ্ল্যাগ দিয়ে তৈরি গেঞ্জি আন্ডারওয়ার কিনতে পাওয়া যায়, যারা সেগুলি দেশ বা দেশের ফ্ল্যাগকে অবমাননা করার জন্যে কেনে না, দেশের প্রতি ভালোবাসার জন্যে কেনে। মনে হয় জিনিসটি যত প্রিয় সেটাকে শরীরের তত কাছাকাছি লাগিয়ে রাখার চেষ্টা। মানুষটিকে আমেরিকান ফ্ল্যাগ দিয়ে তৈরি পায়জামা পরে থাকতে দেখে মনে হল আজকে হয়তো বিশেষ দিন। খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে আবিষ্কার করলাম আজ মেমোরিয়াল ডে। এদেশের যত মানুষ নানা যুদ্ধে দেশের জন্যে মারা গিয়েছে তাদেরকে স্মরণ করার জন্যে আলাদা করে রাখা একটি দিন।

নাশতার টেবিলে খেতে বসে এবং নাশতার জন্যে রাখা উপকরণগুলি দেখে হঠাৎ শরীর বিদ্রোহ করে বসল, কিছুই আর খেতে ইচ্ছে করল না। ঠিক করলাম আজ এখানে নাশতা করব না। আজকে ব্রাঞ্চ খাওয়া হবে।

ব্রাঞ্চ

এখানে ব্রাঞ্চ নামে একটা খাবার আছে। দিনের বড় খাবারকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার। ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চকে একত্র করে ছুটির দিনগুলিতে নূতন একটা খাবার তৈরি করা হয়েছে, সেটাকে বলে ব্রাঞ্চ। ছুটির দিনে মানুষজন ধীরেসুস্থে ঘুম থেকে উঠে দেরি করে খেতে যায়, যখন ব্রেকফাস্টের সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও লাঞ্চের সময় হয় নি— তখন যেটা খায় তার নাম ব্রাঞ্চ।

আমরা ব্রাঞ্চ খেতে গেলাম "অন সিজন ডাইনার" নামে একটা রেস্টুরেন্টে, গিয়ে দেখি সেখানে ভীষণ ভিড়। মানুষজন বাইরে অপেক্ষা করছে। খেতে এসে আর ফিরে যাই কেমন করে, অপেক্ষমাণ মানুষের তালিকায় নিজের নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পুরানো ঢাকায় নাকি কোথায় খুব ভাল বিরিয়ানি তৈরি হয়। সেখানে বসার জায়গা খুব কম, তাই লোকজন নাকি চেয়ার ধরে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। একজনের খাওয়া শেষ হতেই আরেকজন গিয়ে ঝপ করে বসে পড়ে! এখানে অপেক্ষা করতে করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমারও পুরানো ঢাকার সেই বিখ্যাত বিরিয়ানির কথা মনে পড়ে গেল।

মিশন ইম্পসিবল

এই গ্রীষ্মে এখন পর্যন্ত যেসব সিনেমা বের হয়েছে তার মাঝে যে-কয়টা নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে তার একটির নাম "মিশন ইম্পসিবল"। আজকে সেটা দেখতে গিয়েছি, এই ছবিতে টম ক্রুজ নামে একজন খুব জনপ্রিয় তারকা রয়েছে। যেহেতু সে নায়ক, সিনেমার গল্পটিতে সে নিশ্চয়ই ভালমানুষ, অন্য চরিত্রগুলির মাঝে কে ভাল এবং কে খারাপ ছবি দেখে পরিষ্কার করে কিছু বোঝা গেল না।

যে-ছবিটা নিয়ে এত হইচই হচ্ছে সেটা মোটামুটি একটা ছেলেমানুষি মারপিটবহুল হাই-টেক ছবি। আমেরিকায় এই ধরনের হলিউডি ছবির প্রচলন খুব বেশি যার একটা দেখলেই মনে হয় সবগুলি দেখা হয়ে গেল।

২৮ মে, মঙ্গলবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. হুইরলপুলে মেয়েটি কেন মারা গেল আজ সেটি পরীক্ষা করে দেখা হবে।

২. জেট প্লেনের রেকর্ডার থেকে বের হয়েছে প্লেনটি ছাড়ার ছয় মিনিটের মাঝে সেটাতে আগুন ধরে গেছে।

ব্রাজিলের মেয়ে

সকালে নাশতা করার সময় এই হোটেলে অনেকদিন থেকে আছে সেরকম ব্রাজিলের একটা মেয়ের সাথে কথা হল। তার স্বামী চাকরি নিয়ে এসে আমেরিকার মোহে আটকা পড়ে গেছে। স্ত্রী বেচারি কিছুতেই দেশের কথা ভুলতে পারে না, দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে লম্বালম্বি নিশ্বাস ফেলে। ব্রাজিলের মানুষের ভাষা স্প্যানিশ— ভাঙা ভাঙা একধরনের ইংরেজি বলে, শুনতে বেশ লাগে। স্প্যানিশ ভাষাভাষী মানুষের আবেগ মনে হয় একটু চড়া সুরে বাঁধা থাকে, কথা বলার সময় হঠাৎ গলার স্বর উঁচু হয়ে যায়, হঠাৎ নিচে নেমে আসে, হঠাৎ ষড়যন্ত্রীদের মতো ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে মাথা এগিয়ে নিয়ে আসে। ব্রাজিল একটি বিশাল দেশ, আমাজান নদীর অববাহিকায় তার বিশাল অরণ্য, কিন্তু দেশটি কেন জানি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। ব্রাজিলের মেয়েটির সাথে কথা বলে একটা খুব বিচিত্র জিনিস জানতে পারলাম। তাদের দেশের মুদ্রাস্ফীতি কেন শতকরা একশোভাগ। আমি ব্যাপারটি ভলো করে বুঝতে না পেরে তার অর্থ কী জানতে চাইলাম, সে বলল, "মনে করো তুমি একটা ঘড়ি কিনতে চাও। তুমি যদি এক্ষুনি না কেনো, পরে আর কোনোদিন কিনতে পারবে না। সামনের মাসে কিংবা সামনের বছর টাকার মূল্যমান এত কমে যাবে যে সেই একই ঘড়ি কিনতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা লাগবে!"

মেয়েটার কথাটা সত্যি না অতিরঞ্জিত ঠিক ধরতে পারলাম না, কিন্তু বাড়াবাড়ি মুদ্রাস্ফীতি যে-দেশটার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের দেশের বদনাম করা আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, এই ব্যাপারে আমাদের দেশ তো এখনও অনেক এগিয়ে আছে!

পালিত কন্যা

বিকেলবেলা আবার ব্রাজিলের মেয়ের সাথে কথা হচ্ছে, কথা একপক্ষীয়, সে তার ভাঙা ইংরেজিকে শানিত করার জন্যে কথা বলে যাচ্ছে এবং আমরা সব শ্রোতা। কথার মাঝখানে আরেকজন মহিলা এসে হাজির, সাথে তার সাত-আট বছরের মেয়ে, ফুটফুটে চেহারার মেয়ে, কিন্তু চেহারার মাঝে রেড ইন্ডিয়ান শিশুর একটা ভাব রয়েছে। মহিলাটি আমাদের কাছে বসল এবং ছোট রেড ইন্ডিয়ান চেহারার মেয়েটি ছোটাছুটি করে খেলতে শুরু করল।

ব্রাজিলের মেয়েটি মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার মেয়ে বুঝি?"

"হ্যাঁ, আমার মেয়ে।"

ব্রাজিলের মেয়েটি মুখে একটা বিস্ময় ধরে রাখল এবং মহিলাটি সেই বিস্ময়ের উত্তর দেবার জন্যে শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হল, "আমাদের পালিত কন্যা।"

"কোথা থেকে এনেছ?"

"গুয়াতেমালা থেকে।"

"তোমার কি আরও বাচ্চা আছে, না এই একটিই?"

"আমাদের এই একটিই বাচ্চা।"

আমি বললাম, "কী চমৎকার তোমার বাচ্চা!"

মাতৃগর্বে গরবিনি মহিলাটি বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ।"

আমেরিকার এটি আরেকটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য। তারা পালিত ছেলে কিংবা মেয়েকে নিজেদের সত্যিকার ছেলেমেয়ের মতো গ্রহণ করতে পারে, ভিতরে বিন্দুমাত্র খাদ থাকে না। এই মহিলার বেলায় ব্যাপারটি সহজ, কারণ তার আর কোনো ছেলেমেয়ে নেই, কিন্তু আমি অনেক পরিবারকে দেখেছি যাদের নিজেদের বাচ্চাকাচ্চা থাকার পরেও অন্য একটি দুখি বাচ্চাকে নিজের বাচ্চা হিসেবে গ্রহণ করে মানুষ করেছে। আমার পরিচিত একজন শিক্ষক ছিলেন যিনি তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের বড় করে একটি পালিত ছেলে গ্রহণ করেছিলেন। কোনো একটি বিচিত্র কারণে সেই ছেলেটি বড় হল তার পালিত বাবা এবং মায়ের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে। এই ছেলেটি সেই শিক্ষকের পরিবারে এমন ভয়াবহ অশান্তি ডেকে আনল যে সেটি বলার মতো নয়, কিন্তু আমার শিক্ষককে তবু কোনোদিন সেই ছেলেটির প্রতি এতটুকু অসহিষ্ণুতা দেখাতে দেখি নি।

আমেরিকায় অসংখ্য নিঃসন্তান দম্পতি রয়েছে, তারা সবাই পালিত পুত্রকন্যার জন্যে ব্যস্ত। যারা খুব ভাগ্যবান তারা এদেশেই একটি পালিত পুত্র বা কন্যা পেয়ে যায়। যারা এত ভাগ্যবান নয়, তারা অন্যদেশ থেকে এরকম বাচ্চা নিয়ে আসে। যেহেতু এটা পুঁজিবাদী দেশ কাজেই এখানে এটাকে ঘিরেও নানারকম ব্যাবসা গড়ে উঠেছে। সবচেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিচিত্র ব্যাবসাটি এরকম :

ধরা যাক স্বামী সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম, কিন্তু স্ত্রীর কোনো সমস্যার কারণে তাদের সন্তান জন্ম নিতে পারছে না। তখন দ্বিতীয় আরেকজন মহিলার শরণাপন্ন হওয়া হয় যাকে টাকার বিনিময়ে সন্তানটিকে নিজের শরীরে ধারণ করার জন্যে রাজি করানো হয়। ডাক্তারদের সাহায্যে মহিলাটিকে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়ে গর্ভবতী করা হয় এবং মহিলাটি বাচ্চাকে নয় মাস গর্ভে ধারণ করে বাচ্চার জন্ম দেয়।

তখন বাচ্চার জৈবিক বাবা টাকাপয়সার লেনদেন মিটিয়ে বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে যায়। ব্যাপারটিতে আইনগত জটিলতা বিশাল বলে টাকাপয়সার যে লেনদেন হয় তার বড় অংশ চলে যায় কুটিল কিছু উকিলের পকেটে।

বেশ কয়েক বছর আগে এ-ধরনের একটি ঘটনা নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। যে মহিলাটি অন্য দম্পতির জন্যে নিজের শরীরে বাচ্চা ধারণ করেছে, বাচ্চা জন্ম দেয়ার আগে আগে হঠাৎ করে তার গর্ভের সন্তানের জন্যে মায়া জন্মে যায়, সে বলে বসল তার টাকাপয়সার দরকার নেই, সে বাচ্চাটির মা, কাজেই বাচ্চাকে নিজের কাছে রাখবে, জৈবিক বাবাকে সে বাচ্চাটি দেবে না।

খবরটা প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সারা আমেরিকায় হইচই শুরু হয়ে যায়। বেশির ভাগ মানুষ মহিলাটির পক্ষে চলে এল। গর্ভের সন্তানের জন্যে মায়ের ভালবাসা, ব্যাপারটিতে একধরনের মানবিক ব্যাপার রয়েছে যেটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দেখা গেল আইন মহিলাটির বিপক্ষে, সে খুব পরিষ্কার ভাষায় কাগজে-কলমে লিখে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাচ্চা জন্মানোমাত্র সে বাচ্চাটিকে নিঃসন্তান দম্পতির হাতে তুলে দেবে। দীর্ঘদিন ব্যাপারটি নিয়ে কোর্ট-কাছারি হল এবং শেষ পর্যন্ত মহিলাটিকে ভগ্ন হৃদয়ে নিজের সন্তানকে সেই নিঃসন্তান দম্পতির হাতে তুলে দিতে হল।

এই ঘটনার পরে অন্যের সন্তানকে নিজের গর্ভে ধারণ করার ব্যাপারে উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়ে যায়। ব্যাপারটি নিয়ে যে জটিলতা হতে পারে কিছুদিনের মাঝে এক দম্পতি তার সমাধান বের করে ফেলল। অনেক ভেবেচিন্তে তারা এমন একজন মহিলাকে খুঁজে বের করল যে পুরুষটির সন্তানধারণ করবে কোনো অর্থ এবং আইনগত জটিলতা ছাড়া। মহিলাটি সন্তানধারণ করবে এই দম্পতির প্রতি ভালোবাসার কারণে।

মহিলাটি আর কেউ নয়, মানুষটির শাশুড়ি!

২৯ মে, বুধবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন এরকম :

১. হুইরলপুলে পানি যাবার পথে ভাঙা ঝাঁঝরির কারণে তানিয়া নামের মেয়েটা সেখানে আটকা পড়ে গিয়েছিল।

২. হোয়াইট ওয়াটার কেলেঙ্কারির সাথে যারা জড়িত ছিল তারা সবাই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, যদিও প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই নম্বর হেডলাইনটি আমাদের মতো মানুষের পক্ষে হজম করা খুব শক্ত। আমরা দেখে এসেছি যে-দল ক্ষমতায় থাকে তাদের সবচেয়ে পাতি নেতা পর্যন্ত যাবতীয় আইনকে ফাঁকি দিয়ে যা ইচ্ছে হয় তা-ই করে ফেলতে পারে, সেরকম অবস্থায় যদি শুনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যে-মানুষগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন সেই মানুষগুলিও বিচারের হাত থেকে রক্ষা পায় নি, আমরা একটু অবাক হব বিচিত্র কী?

দিনলিপি

আজকের দিনটিতে আলাদা করে লেখার মতো একটা কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না।

৩০ মে, বৃহস্পতিবার

হেডলাইন

আজকের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. বানান প্রতিযোগিতায় নিউজার্সি থেকে যে-ছাত্রটি মনোনীত হয়েছে তার নাম প্রেম ত্রিবেদী।

২. তানিয়ার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়, ব্যাপারটি একটা দুর্ঘটনা।

প্রথম খবরটি যদিও হেডলাইন পাবার মতো বড় খবর নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে একটা জিনিস প্রমাণ করে। এদেশে পড়াশোনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সবচেয়ে এগিয়ে আছে যেসব ছাত্রছাত্রী তাদের বড় অংশ এসেছে এই উপমহাদেশ থেকে।

ইন্টারনেট

এদেশে প্রায় ছয় সপ্তাহের জন্যে এসেছিলাম। দেখতে দেখতে সময়ের শেষের দিকে চলে এসেছি। যাবার আগে কিছু জিনিস সংগ্রহ করার কথা— সবই পড়াশোনা বা গবেষণার জিনিস। তার প্রথমটি হল কিছু কম্পিউটার প্রোগ্রাম। সে-উদ্দেশ্যে একদিন সময় নিয়ে বসেছি কম্পিউটারের সামনে। সারা পৃথিবীতে এখন ইন্টারনেটের জয়জয়কার চলছে (যারা ইন্টারনেট সম্পর্কে জানে না সহজ ভাষায় তাদেরকে বলা যায় যে এটি সারা পৃথিবীর সব কম্পিউটারে একটি নেটওয়ার্ক)। ইন্টারনেট ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন কম্পিউটারে অবলীলায় ঘুরে আসা যায়।

আমার যে-প্রোগ্রামগুলি প্রয়োজন কম্পিউটারের টার্মিনালে তার নাম লিখে দিতেই খোঁজাখুঁজি করার প্রোগ্রামগুলি সারা পৃথিবীতে সেগুলি খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। কিছুক্ষণের মাঝেই আমার সামনে তার তালিকা এসে প্রস্তুত, কোথায় কোনটি আছে। কিছু আছে যুক্তরাষ্ট্রে, কিছু ইউরোপে, কিছু এশিয়াতে, কিছু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। আমি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে বসে আছি চেষ্টা করলাম যুক্তরাষ্ট্র থেকেই আনতে। দেখা গেল সময় বেশি লাগছে, এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রে দিন, সবাই হয়তো নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইউরোপে এখন রাত, সবাই হয়তো ঘুমুচ্ছে, এখন সেখান থেকে আনাই সুবিধে। চেষ্টা করলাম জার্মানি থেকে আনতে। সেখানেও ছোট একটা সমস্যা হল। সমস্যাটার সমাধান করার চেষ্টা না করে চলে গেলাম সাউথ আফ্রিকা— নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ, যে দেশটির জন্যে একসময় বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কিছু ছিল না, এখন সেই দেশটির জন্যেই আমার বুকভরা ভালোবাসা। দেখা গেল সাউথ আফ্রিকা ব্যস্ত নয়, ঝটপট করে কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলি পৃথিবীজোড়া নেটওয়ার্ক ধরে আমার কম্পিউটারে হাজির হল। সমস্ত পৃথিবী এখন আমার হাতের মুঠোয়, এটি একটি বিচিত্র অনুভূতি!

নেটওয়ার্কের সামনে বসলেই আমি একবার বাংলাদেশের খোঁজ নিই, এখানকার বাংলাদেশিরা (বেশিরভাগই কমবয়স্ক ছাত্রছাত্রী) একটা অত্যন্ত সরব নিউজ গ্রুপ বাঁচিয়ে রেখেছে। দেশের খবরাখবর পাওয়ার দরকার হলে এখানে একবার উঁকি দিলেই হয়। আজকে উঁকি দিয়ে আমি চমকে উঠলাম, দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকায় কোনো খোঁজখবরই পাচ্ছি না। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মিলিটারি চীভ অভ স্টাফকে চাকরিচ্যুত করার পর সেটা নিয়ে নানারকম হইচই হচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক, যেটাই ঘটে সেটাকেই আওয়ামী লীগ-বিএনপি রং দেয়া হয়। এখানেও তার চেষ্টা চলছে, ব্যাপারটা বোঝার জন্যে নানা ধরনের সমীকরণ বসানো হয়েছে, তার সমাধানের চেষ্টা চলছে। যতজন তাদের মন্তব্য রেখেছে বলা যেতে পারে ঠিক ততটি ভিন্ন ভিন্ন মত।

শুধু একটি ব্যাপারে সবাই একটি নিয়ম মেনে চলেছে, যতবার রাষ্ট্রপতি বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করেছে প্রত্যেকবার তাকে "রাজাকার বিশ্বাস" হিসেবে সম্বোধন করেছে। মানুষ তার পিতৃহন্তাকে ক্ষমা করে দেয়, কিন্তু যে তার দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাকে কখনো ক্ষমা করে না।

খাবার

খাওয়া নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। রেস্টুরেন্টে খাওয়া চমৎকার একটি ব্যাপার, কিন্তু কোনো জিনিসই— সেটা যত চমৎকারই হোক, একটানা বেশিদিন করা যায় না। রেস্টুরেন্টে খাবার বেলাতেও সেটা সত্যি, প্রথমত সেখানে যাবার জন্যে ভদ্র পোশাক পরতে হয়, গাড়িতে উঠতে হয়, কোথায় যাওয়া হবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, গাড়ি চালিয়ে সেখানে যেতে হয়, বসার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, বসার পর মেনু দেখে কী খাওয়া হবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, অর্ডার দিয়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হয় এবং খাবার আসার পর প্রায় সময়েই চমকে উঠতে হয়। এ-ব্যাপারে আমার বন্ধু হার্ব হেনরিকসনের মজার একটি গল্প আছে। সে প্যারিসে গিয়েছে কাজে, ফ্রেঞ্চ ভাষা ভালো জানে না, রেস্টুরেন্টে গিয়ে মেনু দেখে খুব ভালো বুঝতে পারছে না। অনেক দেখেশুনে একটা খাবার অর্ডার দিয়েছে, শব্দটা পরিচিত— পাখি নাহয় মোরগ বলে মনে হয়েছে। প্যারিসে রেস্টুরেন্ট খুব খরচসাপেক্ষ, কারণ সেখানে ধরে নেয়া হয় কেউ যখন খেতে আসে তখন সে আসলে ঐ জায়গাটা সারারাতের জন্যে ভাড়া করে নেয়। কাজেই খাবার দেয়ার জন্যে কোনো তাড়া নেই এবং আমার বন্ধু হার্ব হেনরিকসন পেটে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে ধৈর্য ধরে বসে থাকে।

দীর্ঘ সময় পর একটা প্লেটে ঢাকনা দিয়ে খাবার নিয়ে আসা হল, তার সামনে রেখে অত্যন্ত কায়দা করে ঢাকনাটা সরিয়ে নিতেই হার্ব আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্লেটের মাঝে একটা মরা পাখি। দুই পা কুঁকড়ে রয়েছে, ঠোঁটের পাশে শুকনো রক্ত। পাখির পালক কালো, দেখে কাকের কথা মনে পড়ে। বিড়াল ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী এই পাখি মুখে দেবে বলে মনে হয় না।

হার্ব অভুক্ত অবস্থায় সেই রেস্টুরেন্ট থেকে ফিরে এসেছিল।

রেস্টুরেন্টে খাবার বেলায় আমি অত্যন্ত রক্ষণশীল, কখনোই কোনো নিরীক্ষামূলক খাবার অর্ডার দিই না, তবু যে এক-দুইবার অভুক্ত অবস্থায় ফিরে আসি নি সেটা সত্যি নয়। যখন আমার ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে যাই আরও বেশি রক্ষণশীল হয়ে যাই, সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ খাবারের মাঝে এক-দুইটি জিনিস ছাড়া আর কোনো খাবার তাদের গলা বেয়ে নিচে নামে না, ভোকাল কর্ডের কাছকাছি এসে আটকে যায়। সেই এক-দুইটি খাবার যেখানে পাওয়া যায় না আমরা সেখানে যেতে পারি না।

আমরা যে-হোটেলে আছি সেখানে ছোট একটা রান্নাঘর রয়েছে, খাওয়ার সমস্যা মেটানোর জন্যে সেখানে রান্নার ব্যবস্থা করা হল। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হল, এবং বিশাল হইচই করে রান্না করা হল ভাত, ডাল এবং ডিমভাজা।

বহুদিন এরকম চমৎকার কোনো খাবার খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

রান্না

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি—আমি প্রয়োজনে রান্না করতে পারি। শুধু তা-ই নয়, সেই রান্না-করা খাবার খেয়ে জীবনধারণও করতে পারি। রান্না ব্যাপারটি শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যে, এদেশে সেটা পুরোপুরি সত্যি নয়। যেহেতু এখানে দৈনন্দিন খাবার ব্যাপারটি এত জটিল নয়, অসংখ্য জিনিস বাজার থেকে কিনে আনা যায় এবং সেগুলি জোড়াতালি দিয়ে খাওয়া যায় বা খাওয়ার উপযোগী কিছু একটা তৈরি করে ফেলা যায়, তাই এদেশের মেয়েরা রান্নাঘরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেছে। ব্যাপারটি আমাদের দেশে ঘটতে এখনও অনেক দেরি রয়েছে, রান্না-করা ব্যাপারটি এখানে সামাজিকভাবে মেয়েলি ব্যাপার হিসেবে ধরা হয়।

যখন এদেশে ছিলাম তখন আমি প্রচুর রান্না করেছি, তবে রান্না করার মূলমন্ত্রটি কখনো আমি সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করতে পারি নি বলে আমার রান্না কখনোই শিল্প পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে নি। রান্নার মূল ব্যাপারটি হচ্ছে ধৈর্যহীন না হওয়া, আমার ধৈর্য কম, ধীরে ধীরে রান্না করার ধৈর্য নেই বলে বিশাল অগ্নিকুণ্ডলী করে ঝটপট খাবার প্রস্তুত করার একটা শর্টকাট আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেক বাসনকোষন এবং খাবারের অপচয় করেছি।

খাবার খাওয়ার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট রক্ষণশীল হলেও খাবার তৈরি করার ব্যাপারে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো অভাব ছিল না। আমেরিকার জিনিসপত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশের খাবার তৈরি করার বেশ কয়েকটি প্রজেক্ট আমি হাতে নিয়েছিলাম, কয়েকটিতে সাফল্য লাভ করলেও সব কয়টির বেলা সেটা সত্যি নয়। যেমন ধরা যাক রসগোল্লা তৈরি করার ব্যাপারটি। ছানা ব্যবহার না করে রিকোটা চীজ দিয়ে আমি একবার রসগোল্লা তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম, দেখা গেল সত্যি সত্যি গোল গোল চমৎকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রসগোল্লা তৈরি হয়েছে। ঠিক তখন আমার পশ্চিমবঙ্গের বন্ধুবান্ধব বেড়াতে এসেছে, রসগোল্লা তৈরির গর্বে বুক ফুলিয়ে আমি একটা রসগোল্লা দুই হাতে ধরে আমার বন্ধুবান্ধবকে দেখাতে নিয়ে গেলাম। রসগোল্লার শারীরিক গঠন নিয়ে যখন নানারকম বিস্ময়সূচক অব্যয়ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে ঠিক তখন রসগোল্লার শক্ত খোসার ভিতর থেকে থলথলে রসগোল্লাটি "প্লপাৎ" জাতীয় একটা শব্দ করে নিচে পড়ে গেল এবং আমি আবিষ্কার করলাম রসগোল্লার খোসাটি তখনও আমার হাতে ধরা রয়েছে।

রসগোল্লার যে খোসা থাকতে পারে এবং সেই শক্ত খোসার আড়ালে যে নরম থলথলে রসগোল্লা লুকিয়ে থাকতে পারে এবং প্রয়োজনে যে সেটি প্লপাৎ শব্দ করে বের হয়ে আসতে পারে এই ধরনের তথ্য মনে হয় খুব বেশি মানুষ জানে না। পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি সংযোজিত করতে পেরে আমি সবসময়ে একধরনের আহ্লাদ অনুভব করেছি, যদিও বন্ধুবান্ধবদের হাসি-তামাশার কারণে সেই আহ্লাদ কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারে নি!

৩১ মে, শুক্রবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. কম্পিউটারের জাদুকর ১৮ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পেয়ে গেছে। সে যখন ক্লাস টুতে পড়ে তখন থেকে তার কম্পিউটারে ঝোঁক।

২. নিউজার্সির বানান প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী প্রেম ত্রিবেদীর পরাজয়। যে-শব্দটি বানান করতে পারে নি সেটা হচ্ছে DYSESTHESIA--বিজয়ী এসেছে ফ্লোরিডা থেকে।

প্রথম খবরটিতে প্রয়োজন থেকে বেশি উচ্ছ্বাস দেখানো হয়েছে। এটি এখন সবাই জানে কম্পিউটারের জাদুকর সবসময়েই শিশু এবং কিশোরেরা, অল্প বয়সে যদি কোনো শিশুকে কম্পিউটারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় সে বড়দের থেকে অনেক ভালো করে। ১৮ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করাও বড় কোনো খবর নয়, বছরের ঠিক সময় জন্ম হলে স্কুলগুলি সময়মতো ধরতে পারলে ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক গতিতেই তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হয়ে যায়।

দ্বিতীয় খবরটি স্থানীয় মানুষজনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যে-শব্দটি বানান করতে না পেরে শিশুটি প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে, আমার কাছে যে ডিকশনারিটি আছে সেখানে সেটি খুঁজে পেলাম না। শব্দটি কঠিন।

মেডভিল

আজ দুপুরে আমাদের মেডভিল শহরে যাবার কথা। মেডভিল পেন্সিলভানিয়া স্টেটের একেবারে পশ্চিম পাশের একটি শহর। আমার এক বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের বন্ধু সেখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকে। সেখানে এলিগেনি কলেজ নামে একটা অত্যন্ত চমৎকার বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, সে সেখানকার পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিছুদিন আগে আমার বন্ধুটি আমাকে অত্যন্ত চমৎকার একটি ইলেকট্রনিক মেল পাঠিয়েছে, সেটি পড়ে আমি এত অভিভূত হয়ে গেলাম যে তখন-তখনই ঠিক করেছি যে আমাকে মেডভিল গিয়ে বন্ধুটির সাথে দেখা করতে হবে।

দুপুরবেলা ছেলে এবং মেয়েকে তাদের স্কুল থেকে নিয়ে রওনা দিয়েছি। দীর্ঘ পথ– প্রথমে গার্ডেন স্টেট ফ্রী ওয়ে, সেখান থেকে রুট ২৮৭, সেখান থেকে রুট ৭৮, সেখান থেকে রুট ২২ হয়ে ৩৩। রুট ৩৩ আমাদেরকে ফ্রী ওয়ে ৮০-তে তুলে দিল। এই ফ্রী ওয়েটি যুক্তরাষ্ট্রের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত চলে গেছে। আমাদের প্রায় চারশো মাইল রাস্তার বড় অংশটুকু এই পথে যেতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই ফ্রী ওয়েগুলি একটি দর্শনীয় জিনিস। আক্ষরিক অর্থে হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাস্তাগুলিতে কখনো থামতে হয় না। পেট্রল নেবার জন্যে মাঝে মাঝে পেট্রল স্টেশন রয়েছে, খাবার জন্যে ফ্রী ওয়ের পাশে খাবার দোকান আছে, ঘুমানোর জন্যে মোটেল, গাড়ি চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে গেলে বিশ্রাম নেবার জন্যে রয়েছে চমৎকার ছবির মতো রেস্ট এরিয়া। কারও যদি গাড়িতে পেট্রল নিতে না হয়, ঘুমাতে খেতে বা বাথরুমে যেতে না হয় এবং গাড়ি চালাতে কোনো ক্লান্তি না হয় তা হলে সে একটিবারও না থেমে যুক্তরাষ্ট্রের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় চলে যেতে পারবে।

আমরা অবশ্যি এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যাচ্ছি না, আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং বাথরুম যাবার তাগাদা আছে এবং ঘণ্টা দুয়েক গাড়ি চালালেই হাত-পা ছড়িয়ে হাঁটাহাঁটি করার ইচ্ছে করে, তাই পথে পথে থামতে থামতে এসেছি ভেবেছিলাম মেডভিল শহরে পৌঁছাতে গভীর রাত হয়ে যাবে, কিন্তু ফ্রী ওয়েতে গাড়ি চালিয়েছি ঘণ্টায় পঁচাত্তর থেকে আশি মাইলে-- যখন পঞ্চান্ন কিংবা কোথাও কোথাও পঁয়ষট্টি মাইল চালাবার কথা, কাজেই অন্ধকার হবার অনেক আগেই মেডভিল যাবার জন্যে রুট ৭৯-এ উঠে গেলাম। (এদেশে ফ্রী ওয়ে বা হাইওয়েকে সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়। সংখ্যাটি যদি জোড় হয় তার মানে পূর্ব-পশ্চিমে গিয়েছে, বেজোড় হওয়ার অর্থ উত্তর-দক্ষিণ।) নূতন জায়গায় গেলে আমি সবসময় হারিয়ে যাই, কিন্তু আমার এই বন্ধুটি তার বাসায় কীভাবে পৌঁছাতে হবে সেটা এত নিখুঁতভাবে বলে দিয়েছে যে, কেউ চেষ্টা করলেও হারাতে পারবে না। আমি যখন আমার বন্ধুর বাসার দোরগোড়ায় গাড়ি থামিয়েছি তখনও দিনের আলো রয়ে গেছে।

বাসার পিছনে একটা বিশাল ট্রাম্পুলিন রয়েছে, আমার ছেলে এবং মেয়ে, আমার বন্ধুর মেয়ে এবং প্রতিবেশীর বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে সাথে সাথে সেখানে লাফঝাঁপ দিতে শুরু করল। আমরা গেলাম বাসার ভিতরে পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করতে।

কারফিউ

আমার এই বন্ধুটির স্ত্রী পূর্ব জার্মানির মেয়ে। পৃথিবীর সব মানুষ আসলে এক, পার্থক্য তাদের গায়ের রং এবং ভাষায়—এই নিয়ে আমার একটি থিওরি রয়েছে। আমার এই বন্ধুপত্নীকে দেখে আমি আমার থিওরিটি খানিকটা পরিবর্তন করেছি, আমার নূতন থিওরি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হচ্ছে পৃথিবীর সব মানুষ আসলে বাঙালি এবং পার্থক্য তারা খাবারে কতটুকু ঝাল দেবে সেখানে।

আমার এই বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর বড় মেয়েটি এখন টিন-এজার, যুক্তরাষ্ট্রের সব বাবা-মা যে-বয়সটাকে যমের মতো ভয় পায়। শেষবার যখন দেখেছিলাম তখন সে ছটফটে একটা বালিকা ছিল, এখন সে তরুণী হবে-হবে করছে। সন্ধে না হতেই সে বাসায় ফিরে এসেছে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, সেটা নিয়ে কৌতূহল দেখাতেই মেয়েটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "বাসায় না আসলে বিপদে পড়ে যাব জান না!"

"কী বিপদ?"

"আমাদের এখানে রাত দশটার পর কারফিউ দিয়ে দেয়।"

"কারফিউ?" আমার হঠাৎ করে সত্তর দশকের কারফিউর কথা মনে পড়ে গেল।

"হ্যাঁ, কারফিউ। আমাদের মতো টিন-এজারদের জন্যে। গার্জিয়ান ছাড়া টিন-এজার একা বের হলে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়।"

আমি অবাক হয়ে আমার বন্ধুর দিকে তাকালাম, বন্ধু মাথা নেড়ে বলল, "সারা আমেরিকায় এই সমস্যা। টিন-এজারদের নেশা ভাং এবং আরও কত কী! যেরকম সমস্যা সেরকম সমাধান। সন্ধের পর টিন-এজার আর ঘর থেকে বের হতে পারবে না।"

যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বেঁচে ছিল তখন যুক্তরাষ্ট্র কথায় কথায় স্বাধীন দেশের মানুষের যা ইচ্ছে করার অধিকার নিয়ে বড় বড় লেকচার দিত। সেই দেশে তেরো-চোদ্দ বছরের বাচ্চাদের পুলিশ এবং আইন দিয়ে ঘরে আটকে রাখতে হচ্ছে—ব্যাপারটার মাঝে যে একধরনের কৌতুক রয়েছে সেটা কেউ খেয়াল করেছে কি না কে জানে!

১ জুন, শনিবার

হেডলাইন

প্রায় চারশো মাইল দূরে অন্য একটি স্টেটের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা শহরে চলে এসেছি, এখানকার খবরের কাগজের হেডলাইনও হুবহু নিউজার্সির খবরের কাগজের মতো। যেমন এখানকার খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. গয়নার দোকান ডাকাতি করতে গিয়ে দুজন ডাকাত ধরা পড়েছিল। বিচারে তারা দোষীও সাব্যস্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন আবার নূতন করে তাদের বিচার করতে হবে, কারণ আগের বিচারের সময় তাদের যে-উকিল ছিল সে-মানুষটি নাকি অপদার্থ ছিল!

২. এফ.বি.আই. মন্টানা স্টেটের ফ্রীম্যান শহরে জর্ডানের অস্তানায় হামলা করার পরিকল্পনা করছে।

প্রথম খবরটিতে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই, এদেশের সাধারণ মানুষ থেকে চোর-ডাকাতদের মানব অধিকার বেশি সেটা এতদিনে হয়তো অনেকে টের পেয়েছে। দুই নম্বর খবরটার খানিকটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এদেশে কিছু কিছু ঘাড়মোটা মানুষ রয়েছে যারা দেশের সরকারি শাসন মানতে চায় না, মাঝেমাঝেই অস্ত্রশস্ত্র কেনে, খাবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গুদামজাত করে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বোঝাই করে রেখে একটা এলাকা স্বাধীন ঘোষণা করে ফেলে। কেউ যদি নিজের বাসাকে স্বাধীন সার্বভৌম ঘোষণা করে দেয় তাকে মাথা-খারাপ বলে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু যখন বিপজ্জনক পরিমাণ অস্ত্র নিয়ে নিজস্ব মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি করে দুই-চারটা খুন-জখম করে এই ধরনের কাজ শুরু করে তখন ব্যাপারটা কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। মন্টানা স্টেটের ফ্রীম্যান শহরে ঠিক এরকম হচ্ছে, কিছু মানুষ তাদের নিজস্ব এলাকায় কাউকে আসতে দিচ্ছে না, শক্তিশালী ভারী অস্ত্র তাক করে বসে আছে। জায়গাটা এফ.বি.আই. ঘেরাও করে রেখেছে, কিন্তু এ পর্যন্তই।

আমি যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর থেকেই ঘটনাটা শুনছি, কিন্তু মজার ব্যাপার হল যাকেই ব্যাপারটার খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করি কেউ পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারে না। ব্যাপারটি নিয়ে কারও কোনো কৌতূহল নেই।

মাছের উপর হাঁস হেঁটে যায়

দুপুরবেলা আমার বন্ধু বলল, "চলো, তোমাদের এক জায়গায় নিয়ে যাই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায়?"

জায়গাটার নাম, "মাছের উপর হাঁস হেঁটে যায়।"

নাম শুনে আমি হাহা করে হাসলাম। আমেরিকানদের বিচিত্র নাম দেবার একটা প্রবণতা আছে, এটাও নিশ্চয়ই সেরকম কিছু একটা হবে। কিন্তু জায়গাটায় গিয়ে আমি অবাক হয়ে দেখলাম সত্যিই তা-ই, কথাটার মাঝে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। একটা লেক, তার মাঝে অসংখ্য রুইমাছ, হয় সেই মাছ ধরা নিষিদ্ধ, নাহয় তারা জন্মনিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করে না, লক্ষ লক্ষ মাছ (যার যে-কোনো একটি টাকার বাজারে দেড় হাজার টাকার এক পয়সা কম হবে না) লেকের তীরে এসে ভিড় জমিয়েছে। লেকের কিনারে দাঁড়িয়ে লোকজন তাদের রুটি খাওয়াচ্ছে এবং সেই মাছগুলি হাভাতের মতন মারামারি কাড়াকাড়ি করে সেই রুটি খাচ্ছে! মানুষ দেখে দেখে মাছগুলি অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের প্রতি মাছগুলির কোনো ভীতি নেই, লেকের কিনারে হাঁ করে রুটির জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। সেই লেকে হাঁসও আছে এবং তাদেরও রুটি খাবার লোভ, কেউ একটুকরো রুটি ছুড়ে দিলে হাঁসগুলিও খাবার চেষ্টা করে, কাছে আসার জন্যে তাদের আক্ষরিক অর্থে মাছদের উপর দিয়ে থপ থপ করে হেঁটে আসতে হয়।

আমার বন্ধু দোকান থেকে ছয়টা পাউরুটি কিনে আনল মাছদের খাওয়ানোর জন্যে। এখানে বাসি রুটি পাওয়া যায়। লেকের তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা মাছদের ছুড়ে ছুড়ে রুটি খাওয়াতে লাগলাম। মাছ যে এরকম নির্লজ্জের মতো পোষক হতে পারে আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোদিন বিশ্বাস করতাম না।

সপ্তর্ষিমণ্ডল

এলিগেনি কলেজে একটি বড় টেলিস্কোপ আছে, আমার বন্ধু আমাকে লোভ দেখিয়েছিল যে সে আমাকে শনিগ্রহের রিং দেখাবে। আসার আগেই অবশ্যি খবর পেয়েছিলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকাশে এখন শনিগ্রহ নেই। শনি না থাকলেও আকাশে অন্য কিছু আছে, বড় টেলিস্কোপে তাদের যে-কোনোকিছু দেখতেও ভারি মজা। রাত গভীর হলে আমরা সবাই গাড়ি বোঝাই করে রওনা দিলাম অবজারভেটরিতে।

অবজারভেটরিতে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান তাঁর ছেলেকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। অবজারভেটরির ঢাকনা খুলে টেলিস্কোপ জায়গামতো এনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি চাঁদ উঠেছে এবং সাথে সাথে পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ারম্যান বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লেন।

ব্যাপারটা আমি আগেও লক্ষ করেছি—জ্যোতির্বিদরা চাঁদকে দুচোখে দেখতে পারেন না। আকাশে চাঁদ উঠলে চাঁদের আলোতে সব গ্রহনক্ষত্র নিস্প্রভ হয়ে যায় বলে তাঁদের এই রাগ। যাঁরা বাড়াবাড়ি রোমান্টিক তাঁদের কখনো জ্যোতির্বিদ হওয়া উচিত নয়।

যেহেতু আকাশে সেরকম দর্শনীয় কিছু নেই, তাই টেলিস্কোপটি সপ্তর্ষিমণ্ডলের দুনম্বর তারাটির দিকে ফোকাস করা হল— বরাবর সেটি একটি নক্ষত্র হিসেবে জেনে এসেছি, ভালো করে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম, সেটি একটি জোড়া নক্ষত্র, একে অন্যকে ঘিরে ঘুরছে।

টেলিস্কোপ দিয়ে গভীর মহাকাশের দিকে তাকালে একটা বিচিত্র অনুভূতি হয়— হঠাৎ নূতন করে মনে পড়ে যায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত বড়, আমরা এই ছোট গ্রহটার মানুষেরা কত ছোট।

অথচ সেই ছোট ছোট মানুষেরা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে কী সাংঘাতিক মাথা-গরম করে ফেলি!

পিঠ এবং বুকব্যথা

রাতে ঘুমানোর সময় আবিষ্কার করলাম আমার পুত্র এবং কন্যা খানিকটা বাঁকা হয়ে চলাফেরা করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

একজন বলল, তার বুক ব্যথা করছে, অন্যজন বলল তার পিঠ ব্যথা করছে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "সে কী! কারণটা কী?"

তারা মাথা নেড়ে জানাল, ট্রাম্পুলিনে লাফিয়ে তাদের এই অবস্থা হয়েছে। ট্রাম্পুলিন হচ্ছে টানটান করে রাখা একধরনের ইলাস্টিক পর্দার মতো, লাফালে প্রায় আকাশে উঠে যাওয়া যায়। বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর মেয়েদের শরীরে পূর্ব জার্মানির রক্ত থাকার কারণেই হোক আর অভ্যাসের কারণেই হোক, অবলীলায় ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারে। আমার পুত্র-কন্যা তাদের তুলনায় নেহাতই দুবলা— বারকয়েক লাফঝাঁপ দিয়েই তাদের বুক এবং পিঠব্যথার কারণে বাঁকা হয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে চলাফেরা করতে হচ্ছে!

২ জুন, রবিবার

হেডলাইন

মেডভিল শহরের খবরের কাগজের আজকের হেডলাইন এরকম :

১. রাত একটায় গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মহিলার মৃত্যু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

২. জেলখানার নির্মাণকাজ প্রায় শেষ।

ছোট শহরের উপযোগী হেডলাইন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রত্যাবর্তন

যে-পথে গিয়েছিলাম ঠিক সেই পথে ফিরে এলাম। দুপুর বারোটায় গাড়িতে উঠেছি, যখন হোটেলে এসে নেমেছি তখন রাত নয়টা। যখন হাইওয়েতে সত্তর মাইলে গাড়ি ছুটিয়ে নিচ্ছি হঠাৎ লক্ষ করলাম একটা গাড়ি আমাদের পার হয়ে চলে গিয়ে হঠাৎ গতি কমিয়ে আমাদের কাছাকাছি চলে এল। আমাদের গাড়ির ঠিক পাশে এসে গাড়ির জানালা নামিয়ে লোকটা আমাদের কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। আমিও জানালার কাঁচ নামালাম, "কী হয়েছে?"

"তোমার গাড়ির একটা দরজা খোলা।"

ভিতরে তাকিয়ে দেখে আমি শিউরে উঠলাম, সত্যিই তা-ই। পিছনের সীটে যেদিকে আমার ছেলেমেয়েরা উঠেছে, তার একটি দরজা খোলা, সোজা যাচ্ছি বলে টের পাওয়া যাচ্ছে না— একটা বাঁক নিলেই সেটা হাট হয়ে খুলে যাবে।

আমি দরজা বন্ধ করিয়ে মাথা বের করে বললাম, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

লোকটা মৃদু হেসে গতি বাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পৃথিবীর কত অসংখ্য মানুষের ছোট ছোট এরকম কাজের জন্যে কত বড় বড় বিপদ অতিক্রম করে এসেছি, ঠিক করে কখনো কি সেজন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছি? মনে হয় না।

৩ জুন, সোমবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. বব ভোল ভোটারদের সাথে দেখা করার জন্যে নিউজার্সি এসেছেন।

২. সমকামীরা মুক্তির আনন্দ উদ্‌যাপন করার জন্যে একত্রিত হয়েছে।

প্রথম খবরটি বৈচিত্র্যহীন। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী এই এলাকায় এলে সেটা খবরের কাগজে উঠতেই পারে। দ্বিতীয় খবরটি লক্ষণীয়— সমকামীরা আবার হেডলাইনে চলে এসেছে। তারা নিজেদের জন্যে একটা পতাকা তৈরি করেছে, দেখতে আমেরিকান পতাকার মতো তবে যেখানে লাল এবং সাদা ডোরাগুলি রয়েছে, এদের পতাকায় সেখানে সাত রঙের ডোরা। খবরটি পড়ে আরও কিছু মজার তথ্য পাওয়া গেল, যেমন এই আনন্দোৎসব উদ্‌যাপনে সমকামীরা তাদের পরিবার এবং বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে এসেছে। বাচ্চাকাচ্চাগুলি কীভাবে পরিবারভুক্ত হয়েছে সেটা রহস্য। এই বিশাল সমাবেশ শুধু সমকামীরা নয়, আর যারা এসেছে, খবরের কাগজের ভাষায় তারা হচ্ছে, "গে, লেসবিয়ান, বাই-সেকচুয়াল এবং ট্রান্স-জেন্ডার কমিউনিটি।" আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমি এই শ্রেণীবিভাগের সবগুলির অর্থও জানি না।

www.BanglaBook.org

কান ফুটো

জীবন-যাপন সম্পর্কে আমার অসংখ্য থিওরির মাঝে একটি ছিল এরকম, ছোট মেয়েদের যদি গয়নাপাতি জামাকাপড়ের সাথে পরিচয় না করিয়ে ছেলেবেলা থেকে লোহালক্কড় যন্ত্রপাতির সাথে ক্রমাগত পরিচয় করিয়ে রাখা যায় তা হলে তারা গয়না এবং অলংকারের মোহ থেকে মুক্তি পাবে। আমি এই থিওরিটি সত্যি কি না প্রমাণ করার জন্যে আমার মেয়ের উপর পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, আজকে সেই পরীক্ষা শোচনীয়ভাবে ভুল প্রমাণিত হল। "মস্তিষ্ক ধোলাই"-এর প্রাণপণ প্রচেষ্টার পরেও আমার আট বছরের মেয়ে ঘোষণা করল কানে দুল পরার জন্যে সে তার কানে ফুটো করতে চায়।

কাজেই বিকেলবেলা তার কানে ফুটো করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হল। যাকে এর আগে ধরেবেঁধে কখনো ইনজেকশান দেয়া যায় নি, সে বাধ্য মেয়ের মতো বসে রইল এবং তার কানে ফুটো করে দুটি ছোট দুল পরিয়ে দেয়া হল।

কান ফুটো করার দোকানটি একটি শপিং মলের মাঝখানে, আশেপাশে আরও লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে। যখন আমার মেয়ের কান ফুটো করা হচ্ছে তখন আরও একজন মা তার দুজন চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা ধরনের কানের দুল পরীক্ষা করছিল। ভদ্রমহিলা আমাদের দেখে মৃদু হেসে বলল, "আমি আমার ছেলেদেরও এখান থেকে কান ফুটো করিয়েছি।"

আমি ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলেও বাইরে একটা প্রশান্ত মুখ ফুটিয়ে রেখে বললাম, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। এই দেখো—" বলে মা তার ছেলে দুজনকে টেনে আমাদের কাছে নিয়ে এসে দেখাল তাদের বাম কানে সুদৃশ্য দুল পরানো। মেয়েদের কান ফুটো করানোটাই আমার পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন, পুত্রগর্বে গরবিনি মা'কে তার ছেলের কান ফুটো করে দুল ঝুলিয়ে রাখা দেখে আমার পিলে চমকে উঠল। দুজন ছেলের মাঝে একজন বলল, "আমার দুধের বোঁটাতেও ফুটো করে একটা রিং লাগিয়েছি।"

অন্যজন বলল, "এর পর করব জিবে—"

আমি হতভম্ব হয়ে মা এবং তার দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছু কিছু জিনিস আমার মনে হয় আমি কোনোদিনই বুঝতে পারব না।

দুর্নীতিপরায়ণ জাতি

আজকে টেলিভিশনে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ জাতির একটা লিস্ট দিয়েছে। এর মাঝে প্রথম হচ্ছে নাইজিরিয়া, দ্বিতীয় হচ্ছে পাকিস্তান।

খুব অবাক হয়েছি শুনে, একাত্তরে পাকিস্তানকে দেখে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম প্রথম স্থানটি কেউ তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

৪ জুন, মঙ্গলবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. যারা বুট ক্যাম্পে ছিল আজকে তারা 'পাশ' করে বের হচ্ছে। কমবয়সি অপরাধীদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেলে না রেখে অত্যন্ত কঠোর নিয়মকানুনের একধরনের ক্যাম্পে রাখা হয়, যার নাম বুট ক্যাম্প। এখানকার প্রচণ্ড কড়া শাসন এবং শারীরিক শ্রমের পর যারা বের হয়ে আসে তাদের বড় একটা অংশ নাকি সংশোধিত হয়ে যায়।

২. আজকে প্রাইমারি ইলেকশান— বিশেষ কোনো উত্তেজনা নেই। এদেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে অনেকগুলি প্রাইমারি ইলেকশানের মাঝে দিয়ে যেতে হয়, ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে কাজ করে আমি আঠারো বৎসর আমেরিকা থাকার পরও ধরতে পারি নি, এখন ছয় সপ্তাহের জন্যে এসে ধরে ফেলব সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই।

চুরি

বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে গিয়ে আবিষ্কার করলাম অপটিক্যাল নেটওয়ার্কের ল্যাবরেটরি থেকে সবগুলি ভিডিও ক্যামেরা চুরি হয়ে গেছে। আমি যখন এই নেটওয়ার্কটি দাঁড় করাচ্ছিলাম তখন এগুলি কেনা হয়েছিল। ল্যাবরেটরির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এই চুরির ব্যাপারটি নিয়ে খানিকক্ষণ হাসি-তামাশা করলাম, রিসার্চ সেন্টার যে চোর বাটপারে ভরে যাচ্ছে সেটা নিয়ে নির্দোষ তামাশা করে নিচের গার্ডকে খবর দিয়ে যে যার কাজ করতে চলে গেল। এই ল্যাবরেটরির বিশাল বাজেটের কাছে কয়েকটি ভিডিও ক্যামেরার কোনো মূল্যই নেই।

মনে আছে বছর দুয়েক আগে আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজার আমার কাছে এসে বলল, "একটা সমস্যা হয়ে গেছে।"

"কী সমস্যা?"

"ফাইনান্স থেকে জানিয়েছে দুইশো পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করা হয় নি। এই পুরো টাকাটা এখন দুই সপ্তাহের মাঝে খরচ করতেই হবে। যেভাবে হোক।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "সমস্যার কথা!"

"তুমি কত খরচ করতে পারবে?"

ল্যাবরেটরিতে আর কী কেনা যায় চিন্তা করে বললাম "পঞ্চাশ হাজার।"

"না না, তা হলে হবে না। কমপক্ষে একশো হাজার—যেভাবে হোক।"

"ঠিক আছে দাও, চেষ্টা করে দেখি।"

ফাইনান্সের নানা ধরনের নিয়মকানুনের কারণে বড় যন্ত্রপাতি কেনা নিষিদ্ধ, যদি সেটা নিষিদ্ধ না হত অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি-দুটি মূল্যবান যন্ত্র কিনেই পুরো টাকাটা খরচ করা যেত। এখন সেটা করার উপায় নেই, ছোট ছোট জিনিস কিনে খরচ করতে হবে।

দুই সপ্তাহের মাঝে একশো হাজার ডলার যারা খরচ করার চেষ্টা করেছে শুধু তারাই জানে ব্যাপারটা কী পরিমাণ কঠিন। সপ্তাহখানেক ব্যাপারটার পিছনে লেগে থেকে আমি আবিষ্কার করলাম আমার ভিতরে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে—আজকাল টাকাপয়সাকে আর টাকাপয়সা মনে হয় না। বাসায় এসে কিংবা দোকানপাটে গিয়ে যেটাই দেখি সেটাকেই মনে হয় সস্তা। যে-মানুষ আসলে বড়লোক নয়, কিন্তু বড়লোকদের মতো পয়সা খরচ করার অভ্যাস করে ফেলেছে, তাদের কপালে কী পরিমাণ যন্ত্রণা সেটা আমি নিজেকে দিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর-রেটেড ছবি

বিকেলে হোটেলের গেটহাউসে কফি খেতে গেছি, দেখি পাশের টেবিলে মোটা একটি ছেলে বসে আছে, বয়স খুব বেশি হলে হবে দশ। আমাকে দেখে তার কী মনে হল কে জানে, জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি ইউ.এফ.ও. বিশ্বাস কর?"

ইউ.এফ.ও. হচ্ছে আন আইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট বা অদৃশ্য মহাকাশচারীর মহাকাশ যান, আমাদের দেশের খবরের কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠায় যেরকম "অদ্ভুত প্রাণীর শিশুভক্ষণ" জাতীয় খবর ছাপা হয় ঠিক সেরকম এদেশেও একধরনের খবরের কাগজে কোনো এক জায়গায় ইউ.এফ.ও. দেখা গেছে এ-ধরনের খবর নিয়মিতভাবে ছাপা হয়। আমি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললাম, "না।"

আমার কথায় ছেলেটির কোনো ভাবান্তর হল না। সে হাসিহাসি মুখ করে বলল, "আমি করি।"

"বেশ। তুমি আর কী কী বিশ্বাস কর?"

'ভূত।"

"ভূত বিশ্বাস কর?"

"হ্যাঁ। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে ভূতের ছবি দেখতে। রাত এগারোটার পরে দেখায়। আর-রেটেড ছবি।"

আমি কফি খেতে খেতে বিষম খেয়ে বললাম, "আর-রেটেড ছবি?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাবা-মা দেখতে দেয়?"

"দেয়। দারুণ লাগে দেখতে!"

আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম। এখানকার ছবি চার ভাগে ভাগ করা হয় যার একটি হচ্ছে আর-রেটেড বা রেস্ট্রিকটেড। সেই সমস্ত ছবিতে যে কী ভয়ংকর ধরনের সেক্স ও ভায়োলেন্স দেখানো হয় সেটি যারা না দেখেছে কল্পনা করতে পারবে না। দশ বছরের বাচ্চাকে সেইসব ছবি দেখানোর অনুমতি দিতে পারে যেই বাবা-মা তাদের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে আমার হঠাৎ খুব জানার ইচ্ছে করল।

৫ জুন, বুধবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. একজন মানুষ রিভলবারের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে তার বউকে মেরে ফেলেছে। সে বাঁট দিয়ে এত জোরে মেরেছিল যে রিভলবারের বাঁট ভেঙে গিয়েছিল। মানুষটি কোর্টে নিজেকে পাগল দাবি করছে।

২. প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে প্রিন্সটন থেকে অনারারি ডক্টরেট দেয়া হয়েছে!

ড: ক্লিনটন ছাত্রদেরকে বলেছেন, কলেজে যাও, তোমাদের ট্যাক্স কেটে দেয়া হবে।

প্রথম খবরটি এখানকার রগরগে খবর, যেটি খবরের কাগজের মানুষেরা প্রথম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পৃষ্ঠায় ছাপানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে থাকে। যে-জিনিসটি হয়তো অনেকে জানে না সেটি হচ্ছে মানুষজনকে খুন করে এদেশে নিজেকে পাগল দাবি করা যায়। অনেকে আবার নিজেদের সাময়িকভাবে পাগল বলে দাবি করে। যদি কোনোভাবে নিজেদের পাগল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা হলে সাধারণত তাদের ক্ষমা করে দেয়া হয়, পাগল-মানুষ না বুঝে করেছে এই হচ্ছে যুক্তি। তবে বাকি জীবন পাগলা-গারদে থাকতে হয়।

দ্বিতীয় খবরটি দেখে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়া হচ্ছে লটারি জেতার মতো সেখানে একটি দেশের প্রেসিডেন্ট ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রায় নতজানু হয়ে বলছেন, "প্লীজ! প্লীজ!! তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো— তোমাদের যা প্রয়োজন আমি তোমাদের দেব!"

কবে আমাদের দেশের সবাই পড়ার সুযোগ পাবে?

ঘরের মাঝে নেটওয়ার্ক

ছয় সপ্তাহের জন্যে এদেশে এসেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল সেটা অনেক সময়, প্রথম প্রথম সময় কাটতে চাইত না। এখন শেষের দিকে চলে এসেছি, হঠাৎ করে মনে হচ্ছে হাতে সময় খুব কম। দেশে ফিরে যাবার আগে পড়াশোনা, গবেষণা-সংক্রান্ত অনেক তথ্য, বইপত্র, সফটওয়্যার নিয়ে যাওয়া দরকার, দিনরাত্তির তাই ছুটোছুটি করছি। বেল কমিউনিকেশান্সের বন্ধুবান্ধবদের সাথে কথা বলেছি, পুরানো বন্ধুবান্ধব যারা এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাগারে উঁচু উঁচু জায়গায় আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি, লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক তো আছেই। সবাই যে যেভাবে পারে আমাকে সাহায্য করেছে, আমার সুটকেস কাগজপত্র বইখাতায় ভরে উঠেছে। এদের মাঝে একজনের কথা আলাদা করে বলতে হয়, আমার থেকে কয়েক বছরের বড়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের তুখোড় ছাত্র ছিলেন। বেল কমিউনিকেশান্স ল্যাবরেটরি, বেল ল্যাব বা মটোরালা এই ধরনের হাইটেক কোম্পানিতে কাজ করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে শখ এবং দখল, কম্পিউটারও তার মাঝে একটি। একদিন আমাকে বললেন, বাসায় এসো, দেশে যাবার আগে তোমাকে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস দিয়ে দিই।

বিকেলবেলা হোটেলে বার.বি.কিউ. করেছে—বাংলায় বলা যেতে পারে কাবাব, তবে খেতে মোটেও কাবাবের মতো নয়, নানা ধরনের সস দিয়ে গলাধঃকরণ করতে হয়। সেই কাবাব একপেট খেয়ে আমি আমার সর্ববিষয়ে পারদর্শী বন্ধুর বাসায় রওনা দিলাম। বাসা প্রায় আশি মাইল দূরে, অনেকটা ঢাকা থেকে কুমিল্লা চলে যাবার মতো। নূতন বাসা কিনেছেন, সেই এলাকায় পৌঁছে চোখ জুড়িয়ে গেল, চমৎকার ছবির মতো বাসা। যাদের অর্থ বিত্ত এবং রুচি আছে তারা যদি চায় সত্যি সুন্দর জায়গায় থাকতে পারে।

আমার বন্ধু আমাদের বাসার ভিতরে নিয়ে এলেন। তাঁর নিজের ঘরে হাজির হয়ে দেখি পাশাপাশি টেবিলের উপর সারিসারি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক করে রেখেছেন। কারও বাসার ভিতরে কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক দেখা এই প্রথম। আজকাল কম্পিউটারের নূতন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেলা বের হয়েছে, যেটা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পৃথিবীর দুইপ্রান্তে বসে খেলা যায়। আমার ছেলেমেয়ে এবং আমার বন্ধুর ছেলে মিলে একেকজন একেক কম্পিউটারে বসে খেলতে শুরু করল—ঘরের মাঝে কিছুক্ষণেই অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং মানুষের আর্তনাদ শোনা যেতে থাকে। আমার বন্ধু আমাকে নিয়ে এলেন অন্য ঘরে, আমাকে অন্যধরনের সফটওয়ার ধরিয়ে দেবার জন্যে।

আমি আগেও দেখেছি এদেশে অনেকে আটকা পড়ে গেছেন, দেশে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু যেতে পারেন না। আমার মাঝে তাঁদের অনেকে তাঁদের গোপন সাধটা মেটাতে চান যেটা নিজে করতে চেয়েছিলেন সেটা আমাকে দিয়ে করাতে চান। বুভুক্ষু হয়ে থাকার মতো বড় কষ্ট মনে হয় আর কিছুতে নেই, বিশেষ করে সেটা যদি দেশের মাটির জন্যে হয়।

৬ জুন, বৃহস্পতিবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. ডাকাত বাসায় এসে একজন মহিলাকে তার ছোট নাতির সামনে পিশাচের মতো পিটিয়েছে।

২. নার্সারি স্কুলের বাচ্চাদের বাবা-মাকে স্কুলের অনুষ্ঠান থেকে বাইরে রাখা যাবে না।

প্রথম খবরটির বর্ণনা পড়ে শরীর শিউরে ওঠে, সম্পূর্ণ অকারণে একজন মহিলাকে কীভাবে শারীরিকভাবে আঘাত করা যায় আমি বুঝতে পারি না। আমার মিসেস জাহানারা ইমামের কথা মনে পড়ল, তাঁকে ডাকাত নয়, এদেশের পুলিশ শারীরিকভাবে আঘাত করেছিল। খালেদা জিয়া সরকার এবং তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী নামক চরিত্রটিকে এজন্যে শেষ পর্যন্ত এদেশের মানুষের অভিশাপের বিষাক্ত ছোবল সইতে হবে।

ডাকাতের হাতে আক্রান্ত হওয়ার খবরটির আরও দুঃখজনক একটি অধ্যায় আছে, ঠিক দশ বছর আগে এই দিনে এই মহিলাটির ছেলে একটা গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছিল।

আজকের খবরের কাগজের দ্বিতীয় খবরটি অবিশ্বাস্য, আমাদের দেশের অপদার্থ মানুষজন যখন নিজেদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ করে একজন আরেকজনের পিছু লেগে গিয়ে নানা ধরনের যন্ত্রণা দিতে শুরু করে, এখানে একটি নার্সারি স্কুলে তা-ই শুরু হয়েছে। পৃথিবীর সব মানুষ এক, কাজেই এখানেও যে কুটিল আপদার্থ মানুষ থাকবে বিচিত্র কী—কিন্তু তাদের নিচুস্তরের ঝগড়াঝাঁটির খবর যে খবরের কাগজে হেডলাইন পেয়ে যাবে সেটা আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

বিদায়ী লাঞ্চ

আজ দুপুরে বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চের বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বিদায়ী লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে যাবে। আমি আগেই বলে রেখেছি, যেতে পারি, তবে একটি শর্ত রয়েছে।

বন্ধুরা বলল, "কী শর্ত?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"খাওয়ার পরে কিংবা আগে কেউ কোনো বক্তৃতা দিতে পারবে না।"

সবাই মাথা নেড়ে বলল, "তা-ই সই!"

কাজেই দুপুরবেলা সবাই মিলে আমাকে লাঞ্চ খাওয়াতে এনেছে। জায়গাটি একটা পিতজা হাউস, হইচই করার জন্যে খুব উপযোগী। কাউকে বিদায় দিতে হলে সবসময় এখানে আনা হয়। পুরানো এবং নূতন বন্ধু সবাই এসেছে। আমি চারিদিকে ঘুরে তাকালাম, কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর চ'ক ব্র্যাকেট এসেছে, সে খাঁটি আমেরিকান, তার কথাবার্তা খুব খোলামেলা। কীভাবে কীভাবে সে জানি খবর পেয়েছে আমি বই লিখি। সে হঠাৎ এ-ব্যাপারে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল, বলল, "তোমার বই লেখা কেমন হচ্ছে?"

আমি বললাম, "খুব ব্যস্ত থাকি, লেখার সময় পাই না। ভেবেছিলাম এখানে এসে লিখব, তোমরা কাজে লাগিয়ে দিলে!"

চাক ব্রাকেট হেসে বলল, "তাতে কী আছে, দেশে গিয়ে লিখবে। কী বই লেখ তুমি? প্রেমের উপন্যাস?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "না, মানে প্রেম-ফ্রেম ঠিক আসে না আমার, আমি কাঠখোট্টা ধরনের মানুষ--"

"প্রেম ছাড়া বই হয় নাকি! গভীর প্রেম নিয়ে আসবে। যাকে বলে আঠাআঠা প্রেম—তার সাথে একটু সেক্স—"

আমি মাথা নাড়লাম, "উঁহুঁ, আমার বই মনে হয় বাচ্চাকাচ্চারাই পড়ে বেশি, সেক্স-ফেক্স আনা যাবে না—"

চাক ব্র্যাকেট হতাশ হবার ভঙ্গি করে বলে, "সেক্স নেই, প্রেম নেই, তোমার বই কে কিনবে? তোমার কী দরকার জান?"

"কী?"

"একজন ভাল এজেন্ট। সে তোমার বই নিয়ে যাবে প্রকাশকের কাছে। আমাদের জি. কে. হতে পারে সেই এজেন্ট—"

জি.কে. হাহা করে হেসে বলল, "একশোবার! তবে একটা খালি শর্ত। আমাকে নায়ক করে একটা বই লিখতে হবে।"

হাওয়ার্ড ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো, সে বলল, "আমি নায়ক হতে চাই না, আমাকে ভিলেন করে দিও।"

সাইপ্রাসের ছাত্র সেলিনাস লেবাননের মেয়ে ফাতিমাকে দেখিয়ে বলল, "ফাতিমা হবে নায়িকা।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কী হবে?"

"আমি হব ভাঁড়।"

সবাই হো-হো-হো করে হাসতে থাকে। আমি আবার সবার দিকে তাকালাম, এখানে কোম্পানির একজিকিউটিভ ডিরেক্টর রয়েছে, ডিরেক্টর রয়েছে, একগাদা বিজ্ঞানী রয়েছে, টেকনিশিয়ান রয়েছে, বিদেশি গবেষক এবং বেশ কিছু ছাত্র রয়েছে, যারা এসেছে তারা বলতে গেলে সারা পৃথিবী থেকে এসেছে। এই মুহূর্তে সবাই বসে হই হুল্লোড় করে গল্প করছে যেন এদের মাঝে কোনো দূরত্ব নেই, সবাই সমবয়সি বন্ধু! এখানেও মানুষের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাথে মানুষের পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু যখন সামাজিকভাবে মেলামেশা করে হাজার চেষ্টা করেও এই পার্থক্যটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

লাঞ্চের জন্যে এক ঘন্টা সময় দেয়া হয়, আমরা পাকা তিন ঘন্টা সময় কাটিয়ে এলাম—কোনো বক্তৃতা ছাড়াই।

নাম

দুদিনের মাঝে দেশে ফিরে যাব, দেশে পরিচিত বাচ্চাকাচ্চার জন্যে কিছু খেলনা, কিছু উপহার কেনার কথা। সময় পেলেই সেগুলি কেনার চেষ্টা করা হয়েছে, তবু দেখা গেছে শেষ মুহূর্তের জন্যে অনেক কিছু রয়ে গেছে। আজ সন্ধেবেলা তাই একটা খেলনার দোকানে হাজির হলাম, দোকানটির নাম "টয়স আর আস"। বাংলায়— আমরাই খেলনা। বিশাল এই খেলনার দোকানের নামটি যেরকম সহজ-সরল, এখানকার বেশির ভাগ দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্যের বেলাতেও সেটা সত্যি। সবকিছুর জন্যেই এরা একটা মজার নাম দেয়ার চেষ্টা করে। কিছু উদাহরণ দেয়া যাক :

(এক) খাবারের দোকানের নাম "ম্যান বাইটস ডগ অ্যান্ড মোর"। বাংলায় অনুবাদ করলে হওয়া উচিত মানুষ কুকুর এবং অন্য কিছুকে কামড়ায়— যদিও সেটা সত্যি নয়। ডগ বলতে এখানে সসেজ বোঝাচ্ছে।

(দুই) বাচ্চাদের খেলনার দোকানের নাম "জেইনি ব্রেইনি"। যার অর্থ বুদ্ধিমতী জেইনি।

(তিন) ইলেকট্রনিক্সের দোকানের নাম, "নোবডি বিটস দা হুইজ"—বাংলায় যার অর্থ কেউ হুইজকে হারাতে পারবে না।

(চার) রেস্টুরেন্টের নাম "ফ্রাইডে" বা শুক্রবার। মনে হয় শুক্রবার সপ্তাহের শেষ দিন বলে নাম শুনলেই ভালো লাগতে থাকে।

(পাঁচ) কম্পিউটারের সফটওয়ারের দোকানের নাম "এগহেড" বা ডিমের মাথা।

(ছয়) সবচেয়ে মজার নাম পেয়েছি সুয়োরেজ পরিষ্কার করার একটি প্রতিষ্ঠানের। নামটি হল "সুপার ডুপার পুপার স্কুপার"— বাংলায় যার অর্থ বিষ্ঠা তোলার জন্যে এক নম্বর!

৭ জুন, শুক্রবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. ব্যাংক ডাকাতি করে ডাকাত পালিয়ে যাবার চেষ্টা করার সময় অ্যাকসিডেন্ট করে মারা গেছে।

২. একজন কালো মানুষকে সাদা মানুষ মিলে পিটিয়েছে বর্ণবৈষম্যের কারণে।

প্রথম খবরটি গতানুগতিক খবর, কিন্তু দ্বিতীয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। একসময় এদেশেও বর্ণবৈষম্য ছিল, কালো মানুষেরা নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকত, দেশে আইন করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সব দূর করে সবাইকে সমান করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক মানুষের ভিতরে অন্যদের জন্যে তীব্র ঘৃণা রয়ে গেছে। আজকের খবরটি সেরকম কিছু মানুষকে নিয়ে। একজন কালো মানুষ তার ছেলেকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, রাস্তার অন্যপাশ দিয়ে হেঁটে আসছে তিনজন সাদা মানুষ। কাছাকাছি এসে সাদা মানুষটি কালো মানুষ দুজনকে বলল, "এই নিগার! রাস্তা থেকে নেমে যা।" এখানে নিগারকে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ গালি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কালো মানুষ দুজন বাবা এবং ছেলে সাদা তিনজনের কথাকে উপেক্ষা করে হাঁটতে থাকে তখন সাদা মানুষদের একজন বাবার মাথায় ঘুষি মারল, বাবা মাটিতে পড়ে গেলে তিনজন মিলে তাকে কিল ঘুষি এবং লাথি মারতে থাকে।

অন্য একজন পথচারী দৌড়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে দুজনকে অ্যারেস্ট করেছে। যাদের অ্যারেস্ট করেছে তাদের একজন পুলিশকে গর্ব করে বলেছে, "কালো নিগারটাকে কেমন আচ্ছা করে পেটালাম দেখেছ?"

খবরটা পড়ে আমার খুব মন-খারাপ হয়ে গেল। এই দেশের চমৎকার মানুষদের পাশাপাশি আমাদের দেশের মৌলবাদীদের মতো কী ভয়ংকর ক্ষুদ্র মনের মানুষ বুকের ভিতর শুধুমাত্র ঘৃণা এবং বিষ নিয়ে বেঁচে আছে সেটি যখন হঠাৎ করে কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তখন শিউরে উঠে মনে হয়, সত্যিই কি পৃথিবীর সব মানুষ এক?

ব্যাজ

আজকে আমাদের এখানে শেষ দিন, কাল বাংলাদেশে রওনা দেব। শেষ মুহূর্তে দেখা গেল অনেক কাজ জমা হয়ে আছে। যেসব বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে পারি নি তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। একজন হচ্ছে হার্ব হেনরিকসন, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজির একজন তুখোড় ইঞ্জিনিয়ার, বয়স পঁয়ষট্টি, আমার প্রাণের বন্ধু। আমার ফোন পেয়ে কী যে খুশি হল সেটি বলার মতো নয়। প্রাথমিক উচ্ছ্বাস শেষ হবার পর হার্ব বলল, "মাঝে মাঝে ভেবেছি তোমাকে একটা চিঠি লিখি।"

আমি বললাম, "লিখলে না কেন?"

"খবরের কাগজে দেখি তোমার দেশে খুব গোলমাল হচ্ছে। তাই মনে হল হঠাৎ যদি তোমার কাছে আমেরিকা থেকে চিঠি আসে আর তোমাকে নিয়ে কিছু সন্দেহ করে?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী সন্দেহ করবে?"

"সন্দেহ করবে, তুমি শত্রুদলের।"

"শত্রুদল?"

"হ্যাঁ। মনে নেই, তোমাদের স্বাধীনতার সময় আমরা যে পাকিস্তানের পক্ষে ছিলাম— সেইজন্যে যদি কেউ আমাদের এখনও শত্রুপক্ষ মনে করে!"

আমি হেসে বললাম, "আমাদের দেশে পাকিস্তান যা করেছে সেজন্যে তাকে এদেশের মানুষ কোনোদিন ক্ষমা করবে না। কিন্তু তোমাদেরকে আমরা এতদিনে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হার্ব খুব খুশি হয়ে উঠল... এবং এই নিদোষ সারল্যের জন্যে আমার আমেরিকান বন্ধুদের আমি এত ভালবাসি!

সারাদিন কাজ শেষ করে আমি যখন হোটেলে ফিরে যাব তখন আবিষ্কার করলাম রাত সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। সাতটার সময় সব গেট বন্ধ হয়ে যায়, তখন সেই গেট খোলার জন্যে ব্যাজ ব্যবহার করতে হয়। দরজার পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যাজটা ধরলেই ইলেকট্রনিক সিগনাল দিয়ে সব তথ্য পৌঁছে যায় কম্পিউটারে, কম্পিউটার তখন দরজা খুলে দেয়। আমি যেন যখন খুশি আসতে এবং যেতে পারি, লাইব্রেরি কম্পিউটার ল্যাবরেটরি ব্যবহার করতে পারি সেজন্যে একটা সাময়িক ব্যাজ দিয়েছে। সেটা দিয়ে আমি ইচ্ছে করলেই বের হয়ে যেতে পারব। কিন্তু আজকে আমার শেষ দিন, আমার ব্যাজটা ভিতরে রেখে যাবার কথা। গেটের ভিতরে সিকিউরিটির একজন মানুষ থাকে, ভিতরে সারিসারি টিভি স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে পুরো ল্যাবরেটরির উপর চোখ রাখে, তাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে সে হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবে, কিন্তু আমি সেটা করতে চাইলাম না। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে সিকিউরিটির মানুষজনের মস্তিষ্কের আকার ছোট, তাদেরকে এ-ধরনের কিছু বোঝাতে কালঘাম ছুটে যাবে।

আমি ল্যাবরেটরি ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত পরিচিত একজনকে পেয়ে গেলাম, তাকে বললাম, "তুমি আমার সাথে বাইরে চলো। আমি বের হয়ে তোমাকে ব্যাজটা দেব, তুমি সেটা ভিতরে ফেরত নিয়ে যাবে!"

সে হেসে বলল, "আজ তোমার শেষ দিন?"

"হ্যাঁ।"

"চলো যাই। শুনেছি তোমাকে যে-কাজটা দিয়েছিল শেষ করেছ।"

"হ্যাঁ করেছি। ডিজাইন শেষ হয়েছে। কাউকে তৈরি করতে হবে।"

"চমৎকার!"

আমরা দরজার পাশে লাল বাতির কাছে আমাদের ব্যাজটা ধরলাম, ছোট একটা শব্দ করে লাল বাতি সবুজ হয়ে গেল, সাথে সাথে ঘরঘর শব্দ করে ঘুরন্ত দরজা ঘুরতে থাকে, আমি এবং আমার সাথে পরিচিত সহকর্মী বের হয়ে আসে। ব্যাজটি তার হাতে দিয়ে বললাম, "গুড বাই!"

সে শক্ত করে হাত ঝাঁকিয়ে বলল, "আবার দেখা হবে।"

৮ জুন, শনিবার

হেডলাইন

আজকের খবরের কাগজের হেডলাইন দুটি এরকম :

১. গতকাল যে-ডাকাতটি পালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল আজকে তার পরিচয় পাওয়া গেছে। মানুষটির নাম ম্যাক্স। বিবাহিত সদালাপী নিরীহ মানুষ। সে যে-এলাকায় থাকত তারা কেউ জানতই না যে সে ব্যাংক ডাকাত। ডাকাতি করেছে একটা খেলনা পিস্তল দিয়ে। পালিয়ে যাবার সময় সে সীট বেল্ট আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল, তার পরও সে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাড়ির উইন্ডশীল্ড ভেঙে বাইরে এসে ছিটকে পড়েছে। দুর্ঘটনায় তার শরীরের সব কয়টি হাড় ভেঙে গেছে। মৃত্যু হয়েছে সাথে সাথে।

ব্যাংক-ডাকাতটির জন্যে কেন জানি আমার খুব মন-খারাপ হল হঠাৎ, যে খেলনা পিস্তল নিয়ে ডাকাতি করতে যায় আর যা-ই হোক সে খুনে নয়।

২.আজকের দুই নম্বর খবরটি গতানুগতিক, নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্ক এলাকায় আবার নিউজার্সির একটি মহিলা খুন হয়েছে।

গাড়ি

আজ সন্ধ্যেবেলা ফ্লাইট। কোথাও যেতে হলে অনেক আগেভাগে এয়ারপোর্টে হাজির হই। আজকেও তিনটার দিকে এয়ারপোর্টে চলে যাব। এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে লিমোজিন সার্ভিসকে বলা হয়েছে, তারা আমাদের নিয়ে যাবে। কাজেই আমাদের ভাড়া করা গাড়িটি এখন ফেরত দিতে হবে।

সকালবেলা আমি গাড়িটা ফিরিয়ে দিতে গেলাম, এ কয়দিনে সব মিলিয়ে তিন হাজার সাতশো চুয়ান্ন মাইল চালানো হয়েছে। পশ্চিম দিকে সোজা চালিয়ে গেলে আটলান্টিকের তীর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে পৌঁছে যেতাম। দেনাপাওনা শোধ করা হল ক্রেডিট কার্ড দিয়ে। কাউন্টারের মহিলাটি কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "সবকিছু ঠিকঠাক ছিল?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। শুধু একটি ব্যাপার।"

"কী?"

"ভুল করে গাড়ির দরজা খোলা থাকলে ড্যাশবোর্ডে একটা লাল বাতি জ্বলার কথা। এটাতে জ্বলে না।"

মহিলা আঁতকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি! এটা ফোর্ড মিস্টিক, ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি—"

"হতে পারে, আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি পরীক্ষা করে দেখো।"

বিদায়

কাল প্রায় সারারাত বাক্সপ্যাঁটরা বন্ধ করা হয়েছে। বন্ধুবান্ধব বিদায় নেবার জন্যে ফোন করেছে এবং দেখা করতে এসেছে। দুপুরবেলা এল প্যাট্রিশিয়া এবং তার ছেলে স্টীভান। হোটেলের দেনাপাওনা মিটিয়ে যখন গাড়িতে উঠছি প্যাট্রিশিয়া বলল, "মনে আছে গতবার কীরকম বোকার মতো কেঁদে ফেলেছিলাম? এবারে কাঁদব না।"

আমার স্ত্রী মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, কাঁদব না।"

দীর্ঘ আলিঙ্গন শেষ করে গাড়িতে উঠেছি, ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করেছে, আমরা পিছনে ঘুরে তাকিয়েছি, দেখি প্যাট্রিশিয়া পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ভেউভেউ করে কাঁদছে।

জীবনের শেষে যখন আমার বিদায় নেবার সময় হবে তখন কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, "এই পৃথিবীতে এসে তুমি কী শিখেছ? যাবার আগে বলে যাবে?"

আমি বলব, "পৃথিবীর সব মানুষ এক—তাদের গায়ের রং আর মুখের ভাষা দেখে যেন ভুল বুঝো না।"

BanglaBook.org